www.weeklybangalee.com
সাপ্তাহিক WEEKLY BANGALEE
বাঙালী
প্রকাশনার ৩৬ বছরে
MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA
VOL 36 ▫ ISSUE 1815 ▫ SATURDAY 27 JUNE 2026 ▫ ১৩ আষাঢ় ১৪৩৩ ▫ ১২ মহররম ১৪৪৭ ▫ FREE

নিউইয়র্ক সিটিতে ২ বছরের জন্য
১০ লক্ষ এপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়ছে না

বাঙালী প্রতিবেদনঃ যারা নিউইয়র্কে নির্ধারিত ভাড়ার বা রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড এপার্টমেন্টে বাস করেন তাদের জন্য সেই বহুল প্রতীক্ষিত সুখবরটি পাওয়া গেল। বৃহস্পতিবার ভাড়া বাড়ানো হবে কি হবে না তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার লক্ষ্যে নিউইয়র্ক সিটির রেন্ট গাইডলাইন্স বোর্ড বৈঠক করে। এই বার্ষিক মিটিংএ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আগামী ২ বছরের জন্য এইসব রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড *শেষাংশ ৪২ পাতায়*

চাকরির শর্ত জুড়ে দিলেও
চাইল্ডকেয়ার ভাউচার বন্ধ হচ্ছে না

বাঙালী প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্ক সিটির এক লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের শিশুদের জন্য যে অর্থ পায় ভাউচারের মাধ্যমে তার ওপরও খগড় নেমে এসেছে। ফেডারেল বাজেট থেকে বরাদ্দ পাওয়া এই অর্থ প্রদান করে নিউইয়র্ক স্টেট। নিউইয়র্ক সিটির লক্ষাধিক পরিবার চাইল্ডকেয়ার খাতে সপ্তাহে ৩০০ ডলার পায়। আরো ২৬,০০০ আবেদন ওয়েটলিস্টে আছে বলে *শেষাংশ ৩৯ পাতায়*

নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক কংগ্রেশনাল প্রাইমারিতে ৩ প্রার্থীই সোশালিস্ট
আমেরিকার রাজনীতিতে বিশাল ধাক্কা

বিশেষ প্রতিবেদনঃ গত বছর মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারিতে জয় ছিনিয়ে এনে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছিলেন সোশালিস্ট রাজনীতির তরুণ কর্মী জোহরান মামদানি। নভেম্বরের মূল নির্বাচনেও তিনি জয় ছিনিয়ে আনেন। আর এ বছরের প্রাইমারিতে তিনি টার্গেট করেন তিনটি কংগ্রেশনাল আসনকে। তাদের শুধু এনডোর্স করে নয় তাদের নির্বাচনে তিনি সহায়তা করেছেন। এই তিনটি আসনের প্রার্থীরা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন পরস্পরকে। টিভি এ্যাড ক্যাম্পেইনে শ্রোতা-দর্শকদের কান ঝালাপালা করে দেন। কিন্তু মঙ্গলবার প্রাইমারিতে ভোট শেষে ব্যালট বাক্স বন্ধ করার কিছুক্ষণ পর থেকেই ঝড় উঠতে শুরু করে। তারপর রাত ১১টার মধ্যেই *শেষাংশ ২১ পাতায়*

বিশ্বকাপে আসল জয় মেয়র মামদানির

দ্য গার্ডিয়ান প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্কে বিশ্বকাপের উন্মাদনা শুধু মাঠেই সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ মানুষের জন্য সহজ যাতায়াত, স্বল্পমূল্যের টিকিট এবং ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ *শেষাংশ ১৩ পাতায়*

বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশীসহ এ বছর আমেরিকায়
প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর গ্রাজুয়েশন

বাঙালী প্রতিবেদনঃ আমেরিকায় এ বছরও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ছেলেমেয়ে হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন এবং কলেজ গ্রাজুয়েশন করেছে। প্রতি বছর মে মাসের শেষে শুরু হয়ে জুন মাস পর্যন্ত গ্রাজুয়েশন পর্ব চলে। আমেরিকায় বলে কমেন্সমেন্ট। জুন মাসে স্কুল এবং কলেজে সামার ভেকেশনের আগে আগে এই গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজ হয় নিজ নিজ স্কুলে বা কলেজ ক্যাম্পাসে এই গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, অনেক সময় বড় হল ভাড়া নিয়ে বা স্টেডিয়ামেও গ্রাজুয়েশন সেরিমনি হয়। কলেজ গ্রাজুয়েশনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তিদের প্রধান *শেষাংশ ১৫ পাতায়*

এবারের বিশ্বকাপে দর্শকের রেকর্ড

ক্রীড়া প্রতিবেদনঃ উত্তর আমেরিকায় চলমান ফুটবল বিশ্বকাপে এখনো অর্ধেক ম্যাচ বাকি আছে। এরই মধ্যে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে এবারের আসর। দর্শক উপস্থিতিতে বিশ্বকাপের সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক গড়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে চলমান এই টুর্নামেন্ট। ফিফা জানিয়েছে, বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যা ৩৬ লাখ ৫ হাজার *শেষাংশ ১৩ পাতায়*

প্রধানমন্ত্রী যখন মালয়েশিয়ায়
একটি ভাইরাল ভিডিও'র কথা

দ্য ডিপ্লোম্যাট প্রতিবেদনঃ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বর্তমানে চীন সফরে রয়েছেন। তবে দেশের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম–সবখানেই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু *শেষাংশ ১৫ পাতায়*

'সঠিকভাবে গণনা হলে আমি জিতব'
শামসুল হকের ভোট পুনর্গণনা হচ্ছে

বাঙালী প্রতিবেদনঃ বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সাবেক এনওয়াইপিডি অফিসার শামসুল হক খুব গুছিয়ে পদ্ধতিগতভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। বিপুল সংখ্যক বাড়িতে গিয়ে ডোর নক করেছেন। হাজার হাজার ফোন ব্যাংকিং করেছেন। একদল তরুণ তরুণী তার জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছে। সুন্দর একটি *শেষাংশ ২০ পাতায়*

ব্রিকসে যোগ দিতে সহায়তা দেবে চীন
কেমন হল প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর

বিবিসি প্রতিবেদনঃ ব্রিকসে বাংলাদেশ যুক্ত হওয়ার বিষয়ে চীন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। বৃহস্পতিবার চীনের বেইজিংএ ওই বৈঠক শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন সেখানে এক ব্রিফিংয়ে এই কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের (বাংলাদেশের) ব্রিকসে সম্পৃক্ততার বিষয়ে *শেষাংশ ১৪ পাতায়*

চ্যাটজিপিটি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ভীতি

বাঙালী প্রতিবেদনঃ সিলিকন ভ্যালির টেক কোম্পানিগুলোতেও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে ছাড় দিলেন না প্রেসিডেন্ট। আর এবার তিনি হাত দিলেন এই সময়ের সবচেয়ে বিতর্কিত, আলোচিত ও আধুনিক প্রযুক্তি চ্যাটজিপিটির নির্মাতা কোম্পানি *শেষাংশ ৩৯ পাতায়*

২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে
১২ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা ঘুষ লেনদেন

ঢাকা থেকেঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতিঃ জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫'-এর ফলাফলে দেখা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এক বছরে ঘুষ লেনদেন হয়েছে ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। এই অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১.৫৮ শতাংশ এবং দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.২৩ শতাংশের সমান। ওই সময় দেশের ৮১.৬ শতাংশ খানা অন্তত একটি সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৬৩.৬ শতাংশ খানা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় *শেষাংশ ৩৫ পাতায়*

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত মৃত্যু ৫৮৯ জনের

নিউইয়র্কঃ মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় প্রথমে ৭ দশমিক ২ মাত্রার একটি কম্পন এবং এর কয়েক সেকেন্ড পরই ৭ দশমিক ৫ মাত্রার আরও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প *শেষাংশ ১৪ পাতায়*

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
Emirates ETIHAD QATAR AA Biman DELTA

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL)
President & CEO
আমরা IATA অনুমোদিত
ARC অনুমোদিত

EXIT REALTY DKC
THINKING OF SELLING OR BUYING YOUR HOME?
Selling Your House? Maximize Your House Sale
SELL YOUR HOME FOR TOP $$$
SAIDUR LINGKON
LIC. REAL ESTATE SALESPERSON
917-916-6746
3825 E TREMONT AVE
BRONX NY 10465

আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম এওয়ার্ড ও কংগ্রেশনাল প্রক্লেমেশন প্রাপ্ত এক্সিডেন্ট কেইসেস, মেডিকেল ম্যালপ্রেকটিস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভোত আমেরিকান এটর্নী এট ল

Moin Choudhury, Esq.
মঈন চৌধুরী, এটর্নী এট ল'
Moin Choudhury, Esq.
Democratic District Leader at Large, Queens, NY
ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক
সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য-জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইনক.
1-866-664-6529
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State only.

হালাল অথবা ভেজিটেরিয়ান

حلال
HALAL
CERTIFIED

FREE FOOD & NUTRITION SUPPORT

THROUGH MEDICAID

পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুয়ায়ী, প্রতিদিনের ৩ বেলা রান্না করা খাবার, সপ্তাহে ২ বার আপনার দরজায় পৌঁছে দেয়া হবে।

শিশু, তরুণ, বয়োজ্যেষ্ঠ যাদের শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে, পাশাপাশি গর্ভবতী নারী কিংবা সদ্য সন্তান জন্মদানকারী মায়েরাও এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

যোগাযোগ:
929-998-2779

Lifeline
Community Wellness LLC.

স্বাস্থ্যকর খাবার,
সুস্থ জীবন

সম্পাদকীয়

মুখোশে ঢাকা অভ্যুত্থান

সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়া যে কোনো অভ্যুত্থানই হয় সমাজের চেহারা বা রাষ্ট্রক্ষমতা ইতিবাচক অর্থে পরিবর্তনের জন্য। বিপ্লবও তাই। অবশ্য এই ইতিবাচক শব্দটি কে কিভাবে বিচার করবেন তা তার ওপর নির্ভর করে। কেউ জনগণের ওপর গুলি চালায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য (খুব কম ক্ষেত্রেই তা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়), কেউ জনগণের লাশ না পড়লে 'অভ্যুত্থান' সফল হয় না বলে মনে করে। এটা বিভ্রান্তি, আবার বিভ্রান্তি নয়। বিভ্রান্তি নয় এ কারণে যে যুগে যুগে যেসব আন্দোলন এবং অভ্যুত্থান হয়েছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ইস্যুতে সেগুলো মিথ্যাচার করে হয়নি। যেমন আমাদের দেশে যারা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছেন বিভিন্নভাবে তাদের সেসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসকরা এ দেশের মানুষকে পদানত করে রাখার উদ্দেশে নানা ষড়যন্ত্র করেছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। তাদের মূল ষড়যন্ত্র ছিল 'ডিভাইড এন্ড রুল'। দীর্ঘদিন এ দেশের মানুষকে শাসন ও শোষণ করলেও তা চিরস্থায়ী হয়নি। আর দেশের মানুষ নজরুল আর দীনবন্ধু মিত্রের মত সরাসরি কথা বলেছিল। যে আন্দোলন সরাসরি ও প্রকাশ্যে হয়, যেমন বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছিলেন তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বসেই বলেছিলেন, তার ফল আমরা পেয়েছি। এর ফলাফল সমাজকে পরিবর্তন করে, নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করে, নিজের দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে। অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেও শেখায়। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশে গেছেন সরকারি সফরে, আমেরিকার কিসিঞ্জার বাংলাদেশে গিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক মন্তব্য করে ফিরে এসেছেন নিজ দেশে। আবার বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে গেছেন, আমেরিকায় এসে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সাথে দেখা করেছেন হোয়াইট হাউজে। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' বঙ্গবন্ধুর এই লিবারেল মানসিকতা তিনি নিজের জীবন দিয়ে পালন করেছেন। কেউ কাউকে ট্যাগ করেনি, কেউ কারো প্রতি কটুকথা বলেননি।

২০২৪ সালে যা কিছু হয়েছে মিথ্যা শ্লোগান দিয়ে, মিথ্যা ইস্যুতে আন্দোলন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তৎকালীন সরকারের নানা বাহিনীর নানা আকৃতির গোয়েন্দারা সেই মিথ্যা বুঝতে পারেনি। আর সরকার কিছু না বুঝেই বেপরোয়া গুলি চালিয়ে শত শত মানুষ হত্যা করে জনগণের এবং সব বাহিনীর সমর্থন হারিয়ে ফেললে পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পরিচয় গোপন রেখে মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়ে কেন রাস্তায় নামতে হয়েছে, তা আজ আর গোপন নেই। তাদের মুখোশও খুলে পড়েছে। তাদের মিথ্যাচারিতাও প্রকাশ হয়ে গেছে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার নেতা বঙ্গবন্ধুর বংশকে নির্মূল করা। তারপর চারনেতাকে কারান্তরালে রাতের অন্ধকারে সব নিয়ম-কানুন, আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক আইন ভঙ্গ করে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ধ্বংস করা। এন্থনি ম্যাসকারেনহাস তার 'লিগাসি অব ব্লাড' বইতে জানিয়েছেন এর পিছনে পরাশক্তির হাত ছিল। আর ২০২৪ এর এই সরকার পতনের ষড়যন্ত্রেও পরাশক্তির সরাসরি জড়িত থাকার কথা এখন আর গোপন নেই।

আমরা খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, বরাবর, বাংলাদেশে রাজনীতির দুটি ধারা চলে আসছে, একটি আওয়ামী লীগের, আর সবই আওয়ামী বিরোধী। এখানে স্বীকার করতে হবে ভারত কোনো ফ্যাক্টর নয়। ভারত একটি অজুহাত। স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে ভারতের সৈন্য বাংলাদেশের মাটিতে কেন? এই প্রশ্ন তুলে খুব দ্রুত মানুষদের বোঝানো হয় যে পাকিস্তানকে বিতাড়নের উদ্দেশ্য হলো ভারতের ছত্রছায়ায় চলে যাওয়া। বঙ্গবন্ধু প্রো-ইন্ডিয়ান ছিলেন না, তিনি স্বাধীনতার আগে ভারতের সাহায্য চাননি, এমন কি কোনো বন্দোবস্তও করে রাখেননি। আগরতলা মামলাতেও তা প্রমাণ হয়নি। ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার আগেই তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন এবং বাস্তবায়নও করেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান হওয়ায় ভারত বিরোধী ইস্যুগুলো খুব কার্যকর হয়।

আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশে ২৬ লক্ষ ভারতীয় কাজ করছে, পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনীতে গোপনে ভারতীয় নিয়োগ দেয়া হয়েছে, মসজিদে এবার উলুধ্বনি দেয়া হবে, ইত্যাদি কথা বলে একদিকে আফগান ও পাকিস্তান মার্কা জঙ্গিদের উত্থান ঘটানো হয়েছে, অপরদিকে আওয়ামী বিরোধী মানসিকতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

এখানে কোনো দল মুখ্য নয়। বরং এসব বলে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি উপড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। তাদের ভাষ্যে মুক্তিযুদ্ধ মানেই আওয়ামী লীগ। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে হাস্যরস করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন হতেই পারে, দুইবার দুটি নির্বাচন নিয়ে সরকার (রাতের ভোট ও আমি-ডামি) যে প্রহসন করেছে তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন হতেই পারে। তার ফলে সরকার পরিবর্তনও হতেই পারে। কিন্তু যখন দেখা গেল ৭৫এর মত কেবল নেতাদের হত্যা করলে বা বিতাড়িত করলে আবার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তাই দলের কার্যক্রম শুধু নিষিদ্ধ নয়, একাত্তরকে মুছে ফেলা, বাহাত্তরের সংবিধান ছুঁড়ে ফেলার মত যখন ম্যান্ডেটহীন কার্যক্রম শুরু হলো, তখন সব মুখোশ খুলে পড়ল।

যারা এইসব সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল, যারা রিসেট বাটন পুশ করা সহ মুখ ফসকে ২৪এর ঘটনাকে 'মিটিক্যুলাস ডিজাইনে' করার কথা বলে ফেলেছেন, তারা জানিয়ে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশের কথা। তাদের যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকত, তাহলে বুঝত মিথ্যাচার করে সরকারর পতন বড় কথা নয়, সেই পতনের পরবর্তী সময়ের পরিকল্পনা জরুরী। তাছাড়া গণতন্ত্রের প্রকৃত সত্য জনগণে। ৫১% মানুষের সমর্থনে কোনো দল বা কোয়ালিশন জয়ী হলেও পরাজিত ৪৯% মানুষকে ফেলে দেয়া যায় না। তাদের আদর্শও মুছে ফেলা যায় না। জনগণই জানাবে তারা ক্ষমতায় কাকে চায়, কাকে চায় না। ১৯৯১ সালে, ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ হেরে গিয়েছিল। রাজনীতিতে হারজিৎ থাকবে। সেটা এক বা দুই বা তিন মেয়াদের জন্য হতে পারে। কিন্তু কোনো দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে কাউকে দাবিয়ে রাখা গেছে, এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তাছাড়া কোনো বড় দল নিষিদ্ধ থাকলে দেশে অশান্তি বাড়তেই থাকবে। অশান্তি থামাতে গণহত্যা করে পাকিস্তান টেকেনি আওয়ামী লীগও হেরেছে।

ইতিমধ্যেই রাজনীতিতে যে অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে পরস্পরকে সহ্য না করতে পারার, একাত্তরকে অস্বীকার করার, মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান করা এবং অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের যে তথাকথিত নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসাও সহসা সম্ভব হবে না। ২৪উত্তর বাংলাদেশের সমাজে যে উল্টোধারা তা সোজাধারায় নিয়ে আসতে না পারলে এটা চলতেই থাকবে। কোনো আন্দোলন যদি জাতিকে ভুল পথে চালিত করার উদ্দেশে হয়, তার পরিণতি কী হতে পারে, সময়ই বলে দেবে।

সাপ্তাহিক WEEKLY BANGALEE বাঙালী

সম্পাদক ❑ কৌশিক আহমেদ

সহযোগী সম্পাদক ❑ আফরোজা আশরাফ

গ্রাফিক্স ম্যানেজার ❑ সুমন শেখ

ভাইস প্রেসিডেন্ট ❑ ইয়াসমিন কৌশিক

PRESIDENT & EDITOR KOWSHIK AHMED

PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC

P.O. Box # 40201, Glen Oaks, NY 11004
PHONE 718-639-1177
e-mail: weeklybangalee@gmail.com
website: www.weeklybangalee.com

সাপ্তাহিক বাঙালী প্রকাশিত সব বিজ্ঞাপনের দায়দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার।
এছাড়াও সাপ্তাহিক বাঙালীতে প্রকাশিত ফিচার/নিবন্ধের বক্তব্যও লেখকের, সাপ্তাহিক বাঙালীর নয়।

বাণী চিরন্তনী

সত্য লোকের নিকট অপ্রিয় হইলেও তাহা প্রচার কর। **-আল হাদীস**

অন্যেরা খাওয়ার জন্যে বাঁচে আর আমি বাঁচার জন্যে খাই । **-সক্রেটিস**

ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই মানুষের জীবন। সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকি জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোনো মানে হয় না । **-লাওসে**

অযোগ্য লোককে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া চরম দায়িত্বহীনতা। **-শেখ সাদি**

অতীতের ভুল নিয়ে আফসোস করো না। সামনের কাজগুলো নির্ভুলভাবে করার জন্য তোমার সব শক্তিকে কাজে লাগাও। **-ডেনিস ওয়েটলি**

যে ধৈর্য ধরতে জানে, তার জন্য আনন্দঘন প্রশান্তি অপেক্ষা করে। **-জন লিলি**

আইনের মাধ্যমে অত্যাচার করার চেয়ে বড় অত্যাচার আর নেই । **-বেকন**

যেখানে কাকের আগমন বেশি বুঝতে হবে সে স্থান নোংরা। **-প্লিনি**

আদর্শের সংঘাত বাঁধলে আপন জনকেও দূরে ঠেলে দাও। আদর্শের ক্ষেত্রে কোনোমতেই আপোস চলে না । **-হেররিক**

বুদ্ধিমানের লোকের জন্য একটি ইশারাই যথেষ্ট । **-টেরেন্স**

উপ-সম্পাদকীয়

স্টারমারের পদত্যাগ– জনমতই গণতন্ত্রের ভিত্তি

ড. জীবন বিশ্বাস নিউইয়র্ক

২০২৬ সালের ২২ জুনের বিষণ্ণ আলোয় কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগের ঘোষণাটি কেবল টেমস নদীর তীরে আরেকজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মুকুট খসে পড়ার গল্প নয়, এটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও বটে। একবিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত রাষ্ট্রদর্শনে ও ক্ষমতার মনোস্তত্ত্বে এই পদত্যাগকে এক নির্মম ও নিরাসক্ত পরীক্ষা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু জনমতের কাছে মাথা নত করে বিদায় নেয়ার যে অভাবনীয় গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য এখানে ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিশাল সংসদীয় ম্যান্ডেটও যে সামাজিক সম্মতির চোরাবালিতে আকস্মিক হারিয়ে যেতে পারে, কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগ সে দিকটিকেও গভীর বিশ্বাসে তুলে ধরেছে। দুই বছরেরও কম সময় আগে যে লেবার পার্টি এক জাদুকরী ও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ডাউনিং স্ট্রিটের চাবি হাতে পেয়েছিল, তাদের সেই বিজয়ের অন্দরেই লুকিয়ে ছিল এক অলিখিত ট্র্যাজেডি। হাউস অব কমন্সে আসনের জৌলুস থাকলেও জাতীয় ভোটের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল তাদের ঝুলিতে। ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট বা 'প্রথমে যে শেষ রেখা ছোঁবে'-এমন নির্বাচনী পাটিগণিতে সেই বিজয় সাংবিধানিকভাবে অবিসংবাদিত হলেও রাজনৈতিকভাবে ছিল এক সতর্কবার্তা। নতুন সরকারের বৈধতা কেবল বিজয়ের উল্লাসে নয়, বরং প্রাত্যহিক শাসনদক্ষতার কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। তবুও কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগ বর্তমান অস্থির বিশ্বে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকেই নতুন করে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এ প্রসঙ্গেই আজকের উপসম্পাদকীয়।

মধ্যপন্থার মরীচিকা ও জনমানসের ক্লান্তি

বিপুল বিজয় সত্ত্বেও কিয়ার স্টারমারের পক্ষে সেই কাঙ্ক্ষিত শাসনদক্ষতা ধরে রাখা ক্রমশ এক সুদূরপরাহত মরীচিকায় পরিণত হয়। স্টারমার প্রশাসন খুব দ্রুতই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক স্থবিরতা, ঘনঘন নীতি বদলের দোলাচল আর এক গভীর নাগরিক ক্লান্তির বৃত্তে। তথাকথিত 'ব্যবস্থাপনামুখী মধ্যপন্থা' যে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষয়িষ্ণু বন্ধন জোড়া লাগাতে পারে না, তা ব্রিটিশ জনমানসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০২৬ সালের মে মাসে ইউগভ-এর এক জনমত জরিপে যখন তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ নেমে মাইনাস ৪৬ শতাংশে ঠেকে, তখন তা ছিল এক স্বল্পভাষী-গম্ভীর স্বভাবের নেতার জন্য চূড়ান্ত দেউলিয়া হওয়ার ইঙ্গিত। মে মাসের স্থানীয় নির্বাচনে পরাজয় সেই ক্ষতকে আরও জটিল করে দেয়। লেবার পার্টির সাজানো দুর্গগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। সেখানে মাথা তোলে রিফর্ম ইউকে, গ্রিন পার্টি কিংবা স্বতন্ত্র ধারা। শ্রমজীবী ও শহুরে অঞ্চলের দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত রাজনৈতিক আনুগত্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। অবশেষে মেকারফিল্ড উপনির্বাচনে অ্যান্ডি বার্নহ্যামের জয় দলের ভেতরের ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা অসন্তোষকে এক প্রকাশ্য ও অনিবার্য নেতৃত্ব-সংকটের রূপ দেয়।

দ্বিমুখী আয়নায় স্টারমারের প্রস্থান

স্টারমারের এই বিদায়কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিদগ্ধজনেরা দু'টি ভিন্ন ও চমৎকার বৈপরীত্যের আলোয় বিশ্লেষণ করতে পারেন। প্রথম পাঠটি আশাবাদের, যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের এক শাশ্বত সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে। যে নেতা জনসমর্থন এবং নিজ দলের আস্থা হারান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিজের চিরস্থায়ী জমিদারী বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে না করার শুভবুদ্ধি তাঁর থাকা উচিত। সেক্ষেত্রে কিয়ার স্টারমারকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্রেফ একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের এই সিদ্ধান্ত সংসদীয় ব্যবস্থার এক নিজস্ব আত্মসংশোধনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে এটি প্রমাণ করে যে, একজন শাসক কেবল তখনই বৈধ, যতক্ষণ তাঁর পেছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্মতি অক্ষুণ্ন থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পদত্যাগ কোনো পরাজয় বা গ্লানি নয়, এটি হলো সাংবিধানিক বিনয় ও গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তবে এর দ্বিতীয় পাঠটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ব্রেক্সিট গণভোটের পর থেকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রিত্ব যেন এক ঘূর্ণায়মান দরজায় পরিণত হয়েছে। এক দশকের এই অস্থিরতা অর্থনৈতিক কৌশল, দীর্ঘমেয়াদি জনসেবা সংস্কার এবং পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। যে শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ নেতাকে সরিয়ে দিতে পারে, তা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর। কিন্তু যে ব্যবস্থা কোনো নীতি পূর্ণতা পাওয়ার আগেই তার রূপকারদের গ্রাস করে ফেলে, তা এক গভীর প্রাতিষ্ঠানিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। তাই আজ প্রশ্ন শুধু এটিই নয় যে স্টারমারের সরে দাঁড়ানো কতটা যৌক্তিক, বরং প্রশ্ন হলো–ব্রিটেনের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো জবাবদিহিতা ও স্থায়িত্বের এই চিরন্তন দ্বৈরথকে একসঙ্গে সামাল দিতে পারবে কি না।

টেমস ও পদ্মার দূরত্বঃ একটি তুলনামূলক পাঠ

এই পটভূমিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে এক তীব্র ও বেদনাদায়ক বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। বাংলাদেশের অশান্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে জনআস্থা হারানোর পর স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার নিয়মতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়েই ওঠেনি। সেখানে বরং এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী ধারা দৃশ্যমান, যেখানে শাসকেরা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষয়কে নির্দ্বিধায় অস্বীকার করে যান। বাংলাদেশের ভঙ্গুর রাজনীতিতে জনমত নয়, ক্ষমতাই সব। সংসদীয় জবাবদিহিতা বা জনমতের কাছে মাথানত করে ক্ষমতা ছাড়ার কথা বাংলাদেশের *শেষাংশ ৩৪ পাতায়*

নামাজের সময়সূচী

জুন/জুল	২৭	২৮	২৯	৩০	০১	০২	০৩	০৪
ফজর	৩:৫৭	৩:৫৭	৩:৫৮	৩:৫৮	৪:০০	৪:০০	৪:০০	৪:০১
সূর্যোদয়	৫:২৭	৫:২৭	৫:২৮	৫:২৮	৫:২৯	৫:২৯	৫:২৯	৫:৩০
জোহর	১:০১	১:০১	১:০২	১:০২	১:০২	১:০২	১:০২	১:০২
আসর	৬:১৩	৬:১৩	৬:১৩	৬:১৩	৬:১৩	৬:১৩	৬:১৩	৬:১৩
মাগরিব	৮:৩৩	৮:৩৩	৮:৩৩	৮:৩৩	৮:৩৩	৮:৩৩	৮:৩৩	৮:৩৩
এশা	১০:০৩	১০:০৩	১০:০৩	১০:০৩	১০:০৩	১০:০২	১০:০২	১০:০২

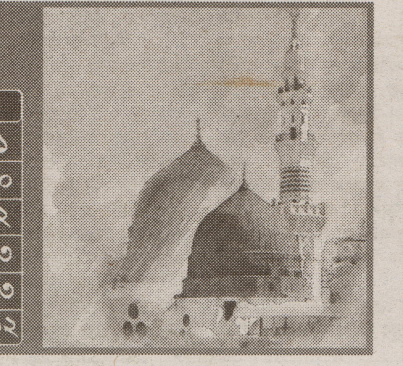

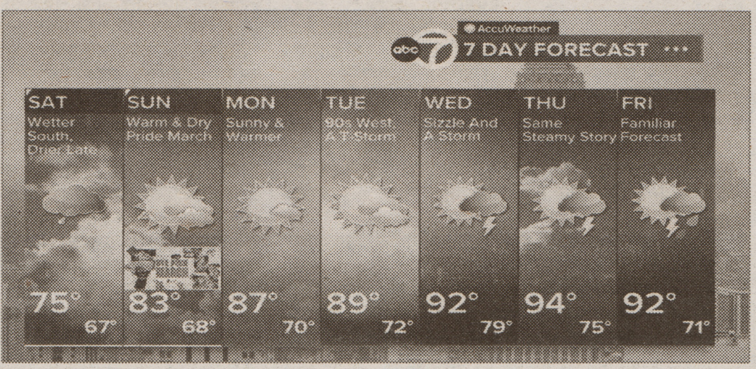

কলামিস্টদের চোখে এই সময়

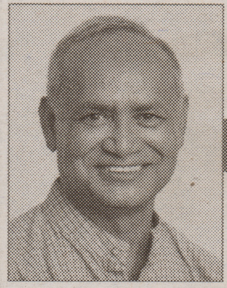

সংসদ সদস্যদের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত

ঢাকা

মহিউদ্দিন আহমদ

মঙ্গলবারের (২৩ জুন) পত্রিকার পাতায় চোখ পড়তেই দেখি নজরকাড়া সংবাদ: সংসদ সদস্যদের জন্য নিজ নিজ এলাকার রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৫০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ রাখা হবে। প্রতিবছর ১০ কোটি টাকা করে পাঁচ বছর এই টাকা দিয়ে সংসদ সদস্যরা নিজেদের পছন্দমতো অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারবেন।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (বিভাগওয়ারি) নামের প্রকল্প তৈরি করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

এতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। সংসদ সদস্যরা অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিজ নির্বাচনী এলাকার রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, হাটবাজার, ঘাট ইত্যাদির তালিকা দেবেন। সে তালিকা ধরে বরাদ্দের টাকায় কাজ করবে এলজিইডি।

একবার একটা কিছু চালু হলে সেটি যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে। এটি ভালো নাকি মন্দ, এ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হয় না। সংসদ সদস্যদের এ ধরনের বরাদ্দ দেওয়া শুরু হয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে। ওই সময় ক্ষমতায় ছিল বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার। জামায়াতে ইসলামী ছিল বিএনপির প্রধান অংশীজন, পার্টনার। সংসদে তাদের সম্মিলিত সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশের বেশি।

২০০৬ সালের শেষ দিকে চারদলীয় সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তারপর আসে পলিটিক্যাল সুনামি এক-এগারো। তার ধাক্কা সামলে জাতীয় সংসদ আবার উঠে দাঁড়ায়। এবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসে চৌদ্দ দলের সরকার। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জুটে যায় জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, বিজেপি (মঞ্জু), তরীকত ফেডারেশন ইত্যাকার দল। সংসদে তাঁদের সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশের চেয়ে বেশি। তাঁরা আগের সরকারের তরিকা বহাল রাখেন।

সংসদ সদস্যদের জন্য রাখা হয় বিশেষ বরাদ্দ। এটা ‘থোক বরাদ্দ’ নামে পরিচিতি পায়। সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ তালুকে নিজেদের পছন্দমতো প্রকল্প নিয়ে উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসিয়ে দেবেন, এই মহান আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন চলে।

একই সঙ্গে নিয়ম করা হয়, সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। ১৭৯৩ সালে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদারি প্রথা চালু করেছিলেন, সেটি নতুন মোড়কে চলে আসে। ৩০০ জন সংসদ সদস্য জমিদারি কায়দায় পেয়ে যান পাঁচসালা বন্দোবস্ত।

এক সংসদের মেয়াদ শেষ হলে আরেক সংসদ আসে। নিয়মটি বহাল থাকে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর একই প্রকল্প নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তখন আসনপ্রতি বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২৫ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হওয়ায় প্রকল্পটি আর পাস হয়নি। এবার বরাদ্দ হয়েছে দ্বিগুণ। হয়তো উন্নয়নও হবে দ্বিগুণ।

দেশে দেড় বছর ছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের সময় সংসদ ছিল না। ছিলেন না কোনো সংসদ সদস্য। ফলে জনগণ নিতান্তই এতিম হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, উন্নয়নের জন্য কোনো অভিভাবক ছিলেন না। এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান হয়েছে। সংসদ আবার ফিরে এসেছে। নতুন ৩০০ জন সংসদ সদস্য পেয়েছে দেশ, সেই সঙ্গে সেই পুরোনো জমিদারি কায়দার বন্দোবস্ত। তাঁরা আগামী পাঁচ বছরে দেশটি সোনায় মুড়ে দেবেন। তো সে জন্য চাই টাকা। এখন সেই বরাদ্দ দেওয়ার আয়োজন হচ্ছে।

সংসদ সদস্যদের পছন্দের রকমফের আছে। কেউ চান তাঁর নিজের কিংবা বেয়াইবাড়ির সদর দরজা অবধি একটি পাকা রাস্তা হোক। কেউ চান বাপ-মায়ের নামে করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন ভবন ও আসবাব আসুক। একজন তো তাঁর এলাকায় জায়গার নাম পর্যন্ত বদলে দিয়েছেন সন্তানের নামে। *শেষাংশ ৩০ পাতায়*

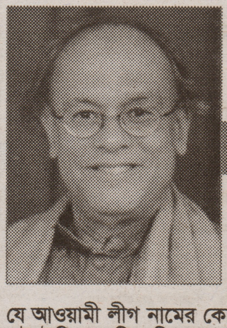

“...তবু ভয় কেন তোর যায় না”

সাপ্তাহিক বাঙালীর জন্য মেরিল্যান্ড থেকে

আনিস আহমেদ

সম্প্রতি আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ মন্তব্য করেছিলেন যে আওয়ামী লীগ নামের কোন দলের অস্তিত্বই নেই। তাঁর এই উক্তি একটি পরিহাসে পরিণত হলো যখন দেখা গেছে যে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক অনুষ্ঠান ঠেকানোর জন্য লক্ষাধিক পুলিশ ও হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। যে দলটির অস্তিত্বই নেই বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোচ্চার হলেন সেই দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পন্ড করার জন্য তার নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করার এই প্রচেষ্টা কেন? প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তো কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটানোর কথা নয়, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হচ্ছে আনন্দ উৎসব, আনন্দের আয়োজন। এ নিয়ে দুশ্চিন্তারই বা কী ছিল? তবে বোঝা গেল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ড. ইউনুস, সেটি সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়নের জন্য সালাহউদ্দিন সাহেব এই গুরু দায়িত্ব নিলেন তাঁর লঘু স্কন্ধে। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল সম্ভবত তাদের প্রধান বিরোধী দল, যাকে কার্যত সহযোগী দলও বলা যেতে পারে সেই জামায়াতে ইসলামি দলকে তুষ্ট করা। তারা যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল সেটা অস্বীকার করবে কে? অথচ এই ঐতিহাসিক সত্যকে তারাই অস্বীকার করে পরিহাসমূলক বক্তব্য রেখেছে সম্প্রতি। তারা এখন অন্তত এটা বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে তারা টিকতেই পারবে না। তাই হাস্যকরভাবে এখন বলতে শুরু করেছে যে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষেই ছিল, বিরোধিতা করেছে কেবল মাত্র ভারতের! ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্থন করেছিল। তারপরও ভারত বিরোধিতার অর্থ তো পাকিস্তানকে সমর্থন করা। এই সহজ সমীকরণটি সকলেই বোঝে। কাজেই জামায়াত যত চেষ্টাই করুক না কেন তাদের কথায় চিড়ে ভিজবে না। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে এ ধরনের অপতথ্যকে বিএনপি সরকার পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে চলেছে। প্রত্যক্ষভাবে তাদের পক্ষেও গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে স্বয়ং জিয়াউর রহমানকেও ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত করবে জামায়াত। বিএনপি যদি জামায়াতে ইসলামি দলকে তোয়াজ করে চলে তাহলে বিএনপি নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে, তখন আর খাল খনন করার সুযোগ থাকবে না, সেখান থেকেই কুমির চলে আসবে নির্ভয়ে।

তারেক রহমান, যাঁকে কেউ কেউ অত্যন্ত চৌকস এক আধুনিক নেতা মনে করেন, তিনি যদি স্বয়ং বিষয়টি বুঝেও না বোঝার ভান করেন তাহলে দেশের সর্বনাশ ঘটতে বেশি দেরি হবে না। এই যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে গণতান্ত্রিক রাজনীতির কবর খোঁড়া হলো সেটি কি বিএনপি'র জন্য খুব সুবিধাজনক হবে? আওয়ামী লীগ তো বিএনপি'র রাজনীতির ওপর কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। আওয়ামী লীগের সময়ে একমাত্র জামায়াতে ইসলামি দলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের দেশ বিরোধী ভূমিকা, বাঙালির ঘাতক রাজাকার আল বদরদের লালন করা। তবু বলবো এই নিষেধাজ্ঞা জারি না করলে হয়তো আওয়ামী লীগ ভালোই করতো। কারণ এই নিষেধাজ্ঞার সুযোগ নিয়ে জামায়েত ও শিবির গুপ্ত অবস্থায় আওয়ামী লীগের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে এবং সুযোগ মতো কথিত কোটা আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনকে নিশ্চিত করে। ড. ইউনুসের সমালোচকরা তাঁকে নানানভাবে দোষারোপ করেন, অনেক বিষয়ে তিনি অসত্য কথা বলেছেন। কিন্তু ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে এসে তিনি দু'টি সত্য কথা বলেছেন। যার জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তার একটি হচ্ছে, ইতিহাসে রি-সেট বোতাম টেপার কথা, অর্থাৎ ইতিহাসকে ভুলে যাওয়ার, ভুলিয়ে দেওয়ার কথা এবং আরেকটি হচ্ছে আন্দোলনটি যে মেটিক্যুলাস ডিজাইন বা সূক্ষ্ম পরিকল্পনার ফলাফল ছিল সেই কথাটিও। কোটা আন্দোলনের নামে ২০২৪ এর *শেষাংশ ৩৩ পাতায়*

আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

ঢাকা

জাহীদ রেজা নূর

গণতন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের ভালো নয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া একটি দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে তাদের শক্তিমত্তার জানান দেয়, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি’। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা গণতান্ত্রিক কোনো দল অতি দ্রুত স্বৈরাচারী দলে পরিণত হওয়ার মতো দৃষ্টান্তইবা আর কোন দেশে এ রকম প্রকটভাবে আছে?

আমরা এমন একটা দেশে বাস করি, যেখানে পরমতসহিষ্ণুতা একেবারেই নেই। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া আমরা একে অন্যকে নিকৃষ্ট কোনো অভিধায় অভিসিক্ত করতে পারি। ‘যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ’ প্রবাদবাক্যটি আমাদের দেশের রাজনীতির সঙ্গে একেবারে গলাগলি করে হাঁটে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে পছন্দ না হলেই যে কাউকে ‘স্বাধীনতাবিরোধী’ তকমা লাগিয়ে দেওয়া হতো। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এখন ‘ফ্যাসিবাদের দোসর’ তকমাটি তার জায়গা নিয়েছে। গুণগতভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুটো অভিধাই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম অস্ত্র। সাধারণ মানুষ দুই বাড়াবাড়িতেই বিরক্ত হয়। কিন্তু আমজনতার কথা রাজনীতির মানুষেরা শুধু নির্বাচনের আগের সময়টাতেই গুরুত্ব দেয়। এ ছাড়া বাকি সময় নিজেদের মতোই চলে।

এত বড় একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়ে গেল, কিন্তু চলন-বলনে রাজনীতিতে কি কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে? কারও কারও মনে পড়ে যাবে, বিএনপি বা জামায়াতকে ঘায়েল করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী পক্ষের আহূত জনসভার একই স্থানে সরকারপক্ষের জনসভার আয়োজন করে ১৪৪ ধারা জারি করিয়ে জনসভা পণ্ড করে দিত? আর এখন? এখন আওয়ামী লীগের ফিরে আসা ঠেকাতে বিএনপি-জামায়াত যে কাণ্ডগুলো করছে, তাকেও তো একই অভিধা দেওয়া যায়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিয়ে যা যা ঘটেছে, তা কি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না? ক্ষমতায় থাকার সময় আওয়ামী লীগ বোঝেনি তারা গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করছে, ক্ষমতায় থেকে বিএনপি, বিরোধী দলে থেকে জামায়াত-এনসিপিও বুঝতে পারছে না, তারা গণতন্ত্রকেই বাধাগ্রস্ত করছে। এর মাঝে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে সাংবাদিক পেটানোয় হাত মকশো করেছে জামায়াত। এখানেও সেই অমোঘ শব্দ যুগলের প্রতি তারা বিশ্বস্ত থেকেছে-‘ফ্যাসিবাদের দোসর’। ফ্যাসিবাদের কথা বলার সময় এরা চোখে ঠুলি পরে থাকে। নইলে কীভাবে তাদের চোখ এড়িয়ে যায়, এই তো কিছুদিন আগে যে ইউনূস সরকার দেশ শাসন করে গেল, তাদের কোন কাজগুলো সরাসরি ফ্যাসিবাদী ছিল? রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যাবলি তুলনা করলে কিছুক্ষণ আগে বলা কথাটারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে-যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।

এখন পর্যন্ত তার কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে কি?

২. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন রাজনৈতিক দলগুলোও সক্রিয়। সাংবাদিকদের প্রহার করার যে ঘটনা জামায়াত ঘটিয়েছে, তা যে ন্যক্কারজনক, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ‘গরু মেরে জুতা দান’ প্রবাদটিকে সার্থক করার জন্য জামায়াত সাংবাদিক পেটানো চারজনকে বহিষ্কার করেছে। এই বহিষ্কারের কোনো অর্থ কি আছে? তাতে কি অপমানিত, নির্যাতিত সাংবাদিকদের সঙ্গে সুবিচার করা হলো? এ থেকে আরও একটি প্রসঙ্গ কি উঠে আসে না? যখন ইচ্ছে রুটিন করে সাংবাদিক পিটিয়ে বহিষ্কারের মাধ্যমে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, এ রকম দেখানোর ইচ্ছা কি রাজনৈতিক দলগুলোর মনে বারবার জাগবে না? এই মারপিট কতটা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে করা হয়েছে, সেটা ভিডিওতেই দেখা গেছে। সুতরাং, মারা এবং বহিষ্কার হওয়াটাও রাজনৈতিক কূটনীতির অঙ্গ হয়ে যাবে কি না, সেটাও সময় বলে দেবে। কিন্তু এই প্রশ্ন তো উঠছেই, সুযোগ পেলেই রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতির বদলে মবনীতির দ্বারস্থ হচ্ছে। ইউনূস সরকারের আমলে মবকে রাজনীতির অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের মতো করে ফেলার পর এই অভিশাপ থেকে কেউই আর *শেষাংশ ৪৪ পাতায়*

প্রতিহিংসার পুরোনো রাজনীতিই চাঙ্গা হচ্ছে?

ঢাকা

সাইফুর রহমান তপন

মঙ্গলবার ধানমন্ডির বাসা থেকে তেজগাঁও কর্মস্থলের উদ্দেশে বের হয়েই একটু ধাক্কা খেলাম। অঞ্চলভিত্তিক সাপ্তাহিক ছুটির কারণে মঙ্গলবার ধানমন্ডি ও আশপাশ এলাকার শপিংমল ও মার্কেট সাধারণত বন্ধ থাকে। তাই ওইসব এলাকায় যানবাহনের চাপ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু ফার্মগেটের ব্যস্ত সড়কেও যানবাহন তেমন ছিল না। ফলে একবার রিকশা বদল করে ধানমন্ডি থেকে মাত্র ১৫ মিনিটেই কর্মস্থলে পৌঁছে গেলাম! অন্য দিন একই পথ পাড়ি দিতে লাগে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট।

২৩ জুন মঙ্গলবার, ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কোনো নির্ধারিত কর্মসূচি না থাকলেও সরকার ঘোষণা দিয়েছিল- তা পালন করতে দেওয়া হবে না। তাই পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলও তৎপর হয়ে ওঠে। রোববার থেকেই নানা সড়ক, অলি-গলিতে চেকপোস্ট বসিয়ে যেভাবে পথচারীর মোবাইল ফোনসহ ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও তল্লাশি শুরু করে, তাতেই বোঝা গিয়েছিল মঙ্গলবার ঢাকা শহর কী রূপ ধারণ করবে।

সমকাল অনলাইনের খবর, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ১৮ সহস্রাধিক সদস্য ওইদিন মাঠে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন বিজিবি ও অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। ছয় জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনাসদস্যও নামানো হয়। রীতিমতো সাজ সাজ রব। সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে ডিএমপির পক্ষে ‘নাশকতা’র বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে এলাকাবাসীকে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানানো হয়। এমনকি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন বিরোধী ১১ দলও ওই দিন রাজপথে অবস্থান নেয়। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে তো জামায়াত কর্মীরা চার সাংবাদিককে ‘ফ্যাসিবাদের দোসর’ আখ্যা দিয়ে পিটিয়েছেও!

হাবভাব দেখে আমার বিগত আওয়ামী লীগ আমলের কথা মনে পড়ছিল। বিএনপি ও তার মিত্রদের বড় কোনো কর্মসূচি ঘিরে তখনও সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতারা অনুরূপ হুঙ্কার ছাড়তেন। মোড়ে মোড়ে কথিত নাশকতাকারী খুঁজতে গিয়ে গোটা রাজধানীতে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করতেন। সেই সঙ্গে চলত গণগ্রেপ্তার অভিযান।

এবার গণগ্রেপ্তার দেখা না গেলেও অনেক এলাকায় এমনকি ঘরে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়েছে। বুধবার সমকাল অনলাইন বলেছে, ওই বিশেষ অভিযানে সোম ও মঙ্গলবার ঢাকায় ৪২ জন এবং সারাদেশে শতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আমার ধারণা, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের নিরীহ কর্মী-সমর্থক।

এটা এখন সবাই জানে, আওয়ামী লীগের পদধারী প্রায় সব নেতা হয় আগে থেকেই জেলে, নয় দেশ-বিদেশে আত্মগোপনে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতারা আত্মগোপনে গেলেও গত সংসদ নির্বাচনে ভোটশিকারি বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের আশ্বাস পেয়ে অনেকেই বাড়িঘরে ফিরে এসেছেন। এখন তাদেরই লক্ষ্যবস্তু করছে সরকার। শুধু তাই নয়। তাদের অনেকে ওই বিশেষ অভিযানে প্রাণও হারিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত রোববার ফরিদপুরে ডিবি হেফাজতে ইশতিয়াক নামে এক তরুণ আওয়ামী লীগকর্মীর মৃত্যু ঘটে। সংশ্লিষ্ট ডিবি কর্মকর্তারা গাঁজা রাখার অপরাধের কথা বললেও স্বজনদের বক্তব্য- ইশতিয়াককে তাঁর বাসা থেকে পেটাতে পেটাতে তুলে নিয়েছে পুলিশ। ওই দিনই বাড়িতে পুলিশের অভিযানের সময় পালাতে গিয়ে বরিশালে আওয়ামী লীগের এক ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতার মৃত্যু হয়। আর সোমবার রাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমসা ইউনিয়নের যুবলীগ নেতা নুরুল আলম কারাহেফাজতে মঙ্গলবার সকালে মারা গেছেন। স্বজনদের ভাষ্য উদ্ধৃত করে প্রথম আলোসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এদের কারও বিরুদ্ধেই কোনো মামলা ছিল না। আর বাস্তবেও মামলা হলে তারা নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন না। নিছক দলীয় কর্মসূচি পালন করতে পারেন- এমন সন্দেহে কাউকে কোনো *শেষাংশ ৪৩ পাতায়*

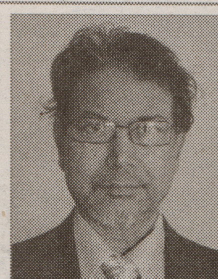

উন্নয়নশীল বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ড. আনিস রহমান পেনসিলভেনিয়া

ধারাবাহিক-১৪

১. ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও আধুনিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিবর্তন

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অর্থনীতিতে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ডিপিআই (Digital Public Infrastructure) এক নতুন বৈপ্লবিক ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ডিপিআই মূলত এমন এক সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থা যা সরকার, ব্যবসা এবং জনগণের মধ্যে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ডেটা আদান-প্রদান এবং আর্থিক লেনদেনের পরিবেশ তৈরি করে। এটি কেবল তথ্যের ডিজিটাইজেশন নয়, বরং একটি 'প্ল্যাটফর্ম-থিঙ্কিং' বা প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক চিন্তাচেতনার প্রতিফলন যেখানে সরকার ডিজিটাল 'রেল' বা পথ তৈরি করে দেয় এবং বেসরকারি ফিনটেক কোম্পানিগুলো সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে। ডিপিআই-এর তিনটি প্রধান স্তম্ভ হলো ডিজিটাল পরিচয় (Digital ID), পেমেন্ট সিস্টেম এবং ডেটা এক্সচেঞ্জ ফ্রেমওয়ার্ক। এই অবকাঠামোটি আজ সারা বিশ্বের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে একটি সঠিক পরিকাঠামো কীভাবে কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রাকে আমূল বদলে দিতে পারে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ডিপিআই-এর অবদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের প্রায় ১.৪ বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এখনও প্রথাগত ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে রয়েছেন, যাদের একটি বিশাল অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রামীণ নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। প্রথাগত ব্যাংকিং মডেলের উচ্চ পরিচালন ব্যয় এবং কঠোর শর্তাবলীর কারণে এই বিশাল জনগোষ্ঠী সবসময়ই আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি থেকে অবহেলিত থেকেছে। ডিপিআই এই চিত্রটি বদলে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের আধার এবং ইউ-পিআই-এর সমন্বয়ে গঠিত 'ইন্ডিয়া স্ট্যাক' মাত্র ছয় বছরে দেশটিতে ৮০ শতাংশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার নিশ্চিত করেছে, যা প্রথাগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে অন্তত ৪৭ বছর সময় লাগত। একইভাবে ব্রাজিলের পিক্স (Pix) ব্যবস্থাটি বিশ্বজুড়ে রিয়েল-টাইম লেনদেনের এক অনন্য মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। ফিলিপাইনে কোভিড-১৯ মহামারির সময় ডিপিআই ব্যবহারের ফলে প্রায় ৪ মিলিয়ন নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হয়েছে যা প্রান্তিক মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি সহায়তা পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

ডিপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেনের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় ক্ষুদ্র লেনদেন বা 'মাইক্রো-পেমেন্ট' এখন লাভজনক হয়ে উঠেছে। এটি কেবল অর্থের আদান-প্রদান নয়, বরং একটি ডিজিটাল পরিচয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারকেও প্রতিষ্ঠা করছে। এর ফলে প্রান্তিক মানুষ কেবল সেবা গ্রহীতাই নয়, বরং ডিজিটাল অর্থনীতির এক একজন সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ডিপিআই-কে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী ত্বরক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কারণ এটি দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য দূর করতে সরাসরি কাজ করে।

২. বিকল্প ক্রেডিট স্কোরিং: তথ্যভিত্তিক নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ক্রেডিট ইতিহাস বা জামানত চাওয়া। কিন্তু যারা কখনো ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসেননি, তাদের কোনো ক্রেডিট রেকর্ড থাকে না, যার ফলে তারা সবসময়ই মহাজন বা অনানুষ্ঠানিক ঋণের খপ্পরে পড়ে। এই শূন্যতা পূরণে বিকল্প ক্রেডিট স্কোরিং (Alternative Credit Scoring) এক যুগান্তকারী সমাধান নিয়ে এসেছে। এটি এমন এক পদ্ধতি যা কৃত্রিম *শেষাংশ ৩১ পাতায়*

কাগজের ক্যানভাসে পৃথিবীর গল্প-পনের

মার্কিন ডলারের রঙিন সিলমোহর

আখতার আহমেদ রাশা নিউজার্সি

আসছে ৪ঠা জুলাই, আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস। আড়াইশ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় কত যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট আর রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এই দেশ–তারই এক জীবন্ত দলিল লুকিয়ে আছে আমাদের মানিব্যাগে কিংবা পকেটে থাকা ডলারের ভিতরে। সাধারণত আমরা মার্কিন ডলার বলতে কেবল সবুজ নোট বা 'গ্রিনব্যাক' (Greenback) বুঝি। ডলার বলতেই চোখে ভেসে ওঠে চারকোনা সবুজ রঙের কিছু কাগজের টুকরো। কিন্তু একজন মুদ্রা সংগ্রাহকের অ্যালবাম ওল্টালে দেখা যাবে এই মার্কিন ডলার সবসময় শুধু একরঙা ছিল না। ডলারের গায়ে থাকা গোল সিলমোহর (Treasury Seal) এবং সিরিয়াল নম্বরের রঙের আড়ালে লুকিয়ে আছে আমেরিকার ইতিহাস, যুদ্ধকালীন রণকৌশল আর সোনা-রূপার চমকপ্রদ সব গল্প। মার্কিন কাগজের মুদ্রায় সিলের রঙ মূলত নির্দেশ করে যে নোটটি কোন ধরনের আর্থিক ও আইনি ব্যবস্থার অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল। আজ আমরা সন্ধান করব মার্কিন ডলারের সেই রঙিন সিলমোহরের গোপন ইতিহাস। আমরা যে চিরচেনা সবুজ ডলার চিনি তার আড়ালে রয়েছে লাল, নীল, বাদামি আর হলুদ রঙের এক বৈচিত্র্যময় জগত যা আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিবর্তনের কথা বলে। আমাদের সবচেয়ে পরিচিত আধুনিক ডলারে রয়েছে সবুজ সিল। ১৯২৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সবুজ সিল ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি নির্দেশ করে যে নোটটি আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা 'ফেডারেল রিজার্ভ' দ্বারা ইস্যু করা এবং এর আর্থিক মান সম্পূর্ণ সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত। বিশ্ব অর্থনীতিতে আজ যে ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য তার মূল ভিত্তি এই সবুজ সিলের ফেডারেল রিজার্ভ নোট।

নীল সিলের নোটগুলো ইতিহাসপ্রেমী ও সংগ্রাহকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এর মানে হলো এই নোটটি একটি 'সিলভার সার্টিফিকেট' (Silver Certificate)। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৭ সালের সিরিজের নোটে এই নীল সিল ও নীল সিরিয়াল নম্বর দেখা যায় (যেমন বিখ্যাত ১৯৫৭ সালের ১ ডলারের নোট)। এর পেছনের গল্পটি চমৎকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমেরিকায় নিয়ম ছিল, আপনার কাছে যদি একটি নীল সিলের সিলভার সার্টিফিকেট থাকে, তবে আপনি যেকোনো ব্যাংকে গিয়ে সেটির বিনিময়ে সমমূল্যের বিশুদ্ধ রূপার মুদ্রা (Silver Dollars) বা সমপরিমাণ রূপা দাবি করতে পারতেন। অর্থাৎ, কাগজের নোটটির বিপরীতে সমপরিমাণ রূপা সরকারি কোষাগারে জমা রাখা থাকত। ১৯৬৪ সালের পর মার্কিন সরকার কাগজের নোটের বিপরীতে রূপা দেওয়ার এই নিয়মটি বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৬৮ সালের পর এই নোটগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর পুরোপুরি শেষ হয়। তবে সংগ্রাহকদের কাছে আজ এই নীল সিলের সিলভার সার্টিফিকেটগুলো ভীষণ কাঙ্ক্ষিত।

লাল সিলের নোটগুলো সরাসরি মার্কিন সরকারের ট্রেজারি (Federal Reserve ব্যাংক নয়) থেকে ইস্যু করা হতো। এগুলোকে বলা হতো 'ইউনাইটেড স্টেটস নোটস' বা 'লিগ্যাল টেন্ডার'। ১৮৬২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত এই লাল সিলের নোট প্রচলিত ছিল। মূলত আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (Civil War) সময় সরকারি ব্যয় মেটাতে এবং দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এই নোটগুলো প্রথম বাজারে ছাড়া হয়েছিল। আমেরিকার ইতিহাসের এক সংকটময় অধ্যায়ের সাক্ষী এই লাল সিল।

বাদামি সিলের মূলত দুটি বড় ইতিহাস আছে। প্রথমত, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে আমেরিকার স্থানীয় বিভিন্ন 'ন্যাশনাল ব্যাংক' যখন নিজস্ব উদ্যোগে নোট ইস্যু করত তখন বাদামি সিল ব্যবহার হতো। তবে এর দ্বিতীয় ইতিহাসটি রোমাঞ্চকর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন ডলার ভাগ হয়ে গেল দুই রঙের চতুর রণকৌশলে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং ওদিকে ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকার তপ্ত বালুক্ষেত্রে লড়াই করা মার্কিন সৈন্যদের পকেটে পৌঁছে দেওয়া হলো বিশেষ 'ইমার্জেন্সি নোট'। হাওয়াইয়ের জন্য বরাদ্দ হলো বাদামি সিলমোহর (এবং নোটের পেছনে বড় অক্ষরে HAWAII ওভারপ্রিন্ট), আর উত্তর আফ্রিকার সৈন্যদের জন্য হলুদ সিলমোহরের বিশেষ ডলার। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী–জাপান বা জার্মানি যদি ওই অঞ্চলগুলো *শেষাংশ ৪৩ পাতায়*

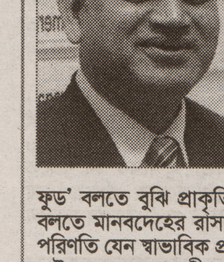

যা দেখেছি যা বুঝেছি

মনিরুল ইসলাম সাবেক রাষ্ট্রদূত

ধারাবাহিক-১৭

অর্গানিক মানুষ

'অর্গানিক' বলতে বুঝি 'প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অকৃত্রিম', যেমন 'অর্গানিক ফুড' বলতে বুঝি প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাবার। 'অর্গানিক মানুষ' বলতে মানবদেহের রাসায়নিক গঠন নয়, মানুষের জন্ম-বর্ধন-বিকাশ-পরিণতি যেন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়, সেকথাই বলতে চাই। যেমন বন্যপ্রাণী হল 'অর্গানিক', ফার্মে জন্ম-বর্ধিত প্রাণী হল কৃত্রিম। নদী-সাগরের মাছ বনাম পিসিকালচারের মাছ। মানুষও কি 'অর্গানিক' এবং 'ইনঅর্গানিক' হতে পারে? কীভাবে, তারা কারা?

আমরা ফার্মে তৈরি হাইব্রিড ও জেনেটিক রদবদল (জিএম) খাদ্যের কুফল চিন্তা করি, অর্গানিক খাদ্য খুঁজি সুস্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু 'মানুষ' নিজে অর্গানিকভাবে জন্ম-লালন-বর্ধন হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টি নিয়ে ভাবি না। তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য 'অর্গানিক পরিবেশ' নিয়েও চিন্তা করি না। এটা না হলে পৃথিবীর জনসংখ্যার ধরন আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে। উন্নত অর্থনীতিতে জনসংখ্যা হ্রাসের কারণই হচ্ছে সেখানে মানবোৎপাদনও হয় হাইব্রিড ফার্মে, বড় হয় কৃত্রিম পরিবেশে। সাময়িকভাবে একা বা সপরিবারে প্রবাসে থাকলেও মানুষ 'অর্গানিক' হয়ে উঠতে পারে না।

এশিয়া-আফ্রিকার যেসব সুস্থ মেধাবী ইমিগ্রান্ট ইউরোপ-আমেরিকা যাচ্ছে, তাদের প্রায় সবার জন্ম ও বর্ধন হয়েছে অর্গানিক পরিবেশে। এই সব 'অর্গানিক মানুষ'-এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবে চিরকাল–শুধু ইউরোপ আমেরিকা নয়, সারা পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার জন্য। পৃথিবী টিকে আছে এবং উন্নতি লাভ করছে এসব অর্গানিক মানুষের বদৌলতে। শহুরে 'ডিজিটাল মানুষ' পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না, এরা প্রাকৃতিক এবং মানসিক জগতকে বিকৃত করে ফেলছে, অস্থির করে তুলছে জীবনধারাকে। শহুরে সন্তান হল গ্রীনহাউজে সৃষ্ট গন্ধহীন রঙিন ফুল। আধুনিক নগর মানুষকে চালাক বানিয়েছে, দয়ালু নয়। বিত্তশালী করেছে, ধনবান নয়। মোটা করেছে, স্বাস্থ্যবান নয়। সমস্ত বিকৃতি কুরুচির আবিষ্কার হয়েছে শহুরে মানুষ কর্তৃক। তারা স্মার্ট হয়, গ্রামীণদের মতো রিজিলিয়েন্ট হয় না।

অর্থনৈতিক শক্তির আধিপত্যে সাংস্কৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথচ একটা পূর্ণ সুখী মানুষের জন্য দুটোই দরকার। একটা 'অর্গানিক ফ্যামিলি' অনেক ভাল করে, যা থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আমলা হয় কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম নীচে নামতে থাকে কেন? দুই/তিন জেনারেশন পরে কেন প্রজন্ম তার পূর্বপুরুষদের সামর্থ্য ধরে রাখতে পারে না? কারণ সে তাদের মতো প্রাকৃতিকভাবে বড় হয় না। পৃথিবীর বংশগত সাম্রাজ্যগুলি ক্রমান্বয়ে পতনের দিকে ধাবিত হয়েছে, কারণ রাজবংশের পরবর্তী প্রজন্ম সুখ-বিলাসে রাজপ্রাসাদে বদ্ধ-কৃত্রিম পরিবেশে বেড়ে উঠায় সংগ্রামশীল হয়নি।

তাই প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা সেই 'ওয়াইল্ড অর্গানিক ন্যাচারাল' মানুষই সমাজে টিকে থাকবে এবং পৃথিবীকেও টিকিয়ে রাখবে। অর্গানিক মানুষই পৃথিবী শাসন করবে, প্রকৃতিকে রক্ষা করবে, নতুন জিনিস আবিষ্কার করবে। যতদিন পৃথিবীতে অর্গানিক মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, অন্তত অর্ধেক থাকবে, ততদিন পৃথিবী নিরাপদে টিকে থাকবে। 'অর্গানিক মানুষ' সৃষ্টির জন্য তাহলে আমাদের কী দরকার?

১. প্রকৃতির অংশ: শিশুরা বদ্ধ রুমে সময় কাটাবে না, অবাধ উন্মুক্ত মাঠে ঘুরে বেড়াবে। দরকার 'মাটির মানুষ', মাটির স্পর্শে ও গন্ধে বড় হওয়া মানুষ অকৃত্রিম প্রকৃতির মাঝে *শেষাংশ ৩২ পাতায়*

কেমন যাবে এ সপ্তাহ

চলতি সপ্তাহের বিভিন্ন রাশির জাতক জাতিকাদের নানান বিষয়ের শুভাশুভ পূর্বাভাস ও সতর্কতা জানাচ্ছেন জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ড. গোলাম মাওলা।

মেষ রাশি (২১ মার্চ - ১৯ এপ্রিল): সপ্তাহের শুরুতে ঘরে উৎসবের বার্তাবরণ উত্তেজনা কম করবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সেরা সময় হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। প্রতিকূলতাগুলো সাফল্যের পদক্ষেপে পরিণত হতে দিন। সপ্তাহের শেষদিকে বৈবাহিক জীবনকে ভালো করার প্রচেষ্টা করবেন। বিপরীত লিঙ্গ এ সময় বেশ রোমান্টিক মনে হচ্ছে।

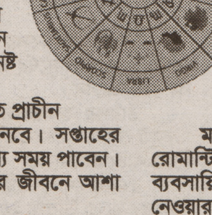

বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল - ২০ মে) ঘরে শুভ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হবে। সপ্তাহের মাঝদিকে প্রেম সত্যি হতে পারে। সপ্তাহের শেষদিকে খাওয়া ও পান করার সময় সতর্ক হোন। অসাবধানতা অসুস্থ করতে পারে। এমন ব্যক্তির সঙ্গে চলাফেরা বন্ধ করুন যারা আপনার সুনাম নষ্ট করবে।

মিথুন রাশি (২১ মে - ২০ জুন): সপ্তাহের শুরুতে প্রাচীন জিনিস ও গয়নাতে বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সপ্তাহের মাঝদিকে পরিবার ও বন্ধুদের সময় কাটাতে উল্লেখযোগ্য সময় পাবেন। আপনার জন্য পরিবেশ প্রেমময় হয়ে উঠবে। প্রেমের জীবনে আশা আনবে।

কর্কট রাশি (২১ জুন - ২২ জুলাই): সপ্তাহের শুরুতে বাইরের খেলাধুলা আকর্ষণ করবে। ধ্যান ও যোগ লাভজনক হবে। প্রত্যয় বাড়বে ও উন্নতি নিশ্চিত। চমৎকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আর্থিকভাবে লাভবান করবে।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই - ২২ অগাস্ট): সপ্তাহের শুরুতে যেহেতু অন্যদের ওপর ব্যয় করতে পছন্দ করেন, সেহেতু আকস্মিক অপ্রত্যাশিত খরচ আর্থিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে। এমন কোনো কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক ও ভারমুক্ত রাখবে।

কন্যা রাশি (২৩ অগাস্ট - ২২ সেপ্টেম্বর): অনেক মানুষকে প্রভাবিত করবেন, আর এমন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থানে আছেন। খরচ বৃদ্ধি মনকে ভাবিত করে তুলবে। অপব্যায়ী স্বভাব, পরিবারে সমালোচিত হবে।

তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর - ২২ অক্টোবর): কর্মক্ষেত্রে বিরক্তিকর অবস্থায় ফেলতে পারে। ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে পুরস্কৃত হতে পারেন। সপ্তাহের মাঝদিকে খুব একটা লাভদায়ক সময় নয়। সপ্তাহের শেষদিকে শারীরিক অবস্থার সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর - ২১ নভেম্বর): নতুন সমস্যা উঠে আসতে পারে। বিশেষ করে যদি সবকিছু কৌশলী হাতে না সামলান। সপ্তাহের মাঝদিকে জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।

ধনু রাশি (২২ নভেম্বর - ২১ ডিসেম্বর): সফর ও ভ্রমণ আনন্দ আনবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো করার পেছনে পরিবারের সহযোগিতা রয়েছে। ভালো কাজে সময় দিয়ে জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে পারেন।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর - ১৯ জানুয়ারি): জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক সময় হবে। ভ্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করা উচিত। নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারীত্বের কথা বিবেচনা করেন তবে কোনো দায়িত্ব নেওয়ার আগে সব তথ্য হাতে পাওয়া জরুরি।

কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি - ১৮ ফেব্রুয়ারি): মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন। বিবাহিত জীবনের ওপর আসা বিষয়গুলো সত্যিই অবিশ্বাস্য। সঙ্গী প্রেম ও সংবেদনের একটি আলাদা পৃথিবীতে রাজত্ব করাতে পারে।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি - ২০ মার্চ): কাজ, অর্থ, বন্ধু, পরিবার, আত্মীয় সবাই একদিকে আর সঙ্গীর সঙ্গে আপনি অন্যদিকে থাকবেন। শারীরিক ও মানসিক কিছু সমস্যা দেখা যেতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে যানবাহন চালানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। খুব আবেগ প্রবণ হবেন। তাই আঘাত পেতে পারেন, এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন।

জুন ২০২৬ ভিসা আপডেট

১ম (F1) [মার্কিন নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা]	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭
২এ (F2A) [গ্রীনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা (দেশভিত্তিক কোটা সাপেক্ষ)]	১ জানুয়ারি ২০২৫
২বি (F2B) [গ্রীনকার্ডধারীদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা (২১ বছর বা উপরে)]	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩য় (F3) [মার্কিন নাগরিকদের বিবাহিত পুত্রকন্যা]	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪র্থ (F4) [প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকদের ভাইবোন]	০৮ নভেম্বর ২০০৮
এমপ্লয়মেন্ট ভিসা	
প্রথম (E1)	কারেন্ট
দ্বিতীয় (E2) [বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা বিশেষ ডিগ্রীধারী]	কারেন্ট
তৃতীয় (E3) [দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবী]	০১ জুন ২০২৪
তৃতীয় (EW) [অন্যান্য ও অদক্ষ শ্রমিক]	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
চতুর্থ (E4) Certain Special Immigrants	১৫ জুলাই ২০২২
চতুর্থ (E4) Certain Religious Ministers, Professionals and other Religious Workers	১৫ জুলাই ২০২২
পঞ্চম (E5) Employment Creation [বিনিয়োগকারী]	কারেন্ট
পঞ্চম (E5) Employment Creation (Investors and Targeted Employment Areas)	কারেন্ট

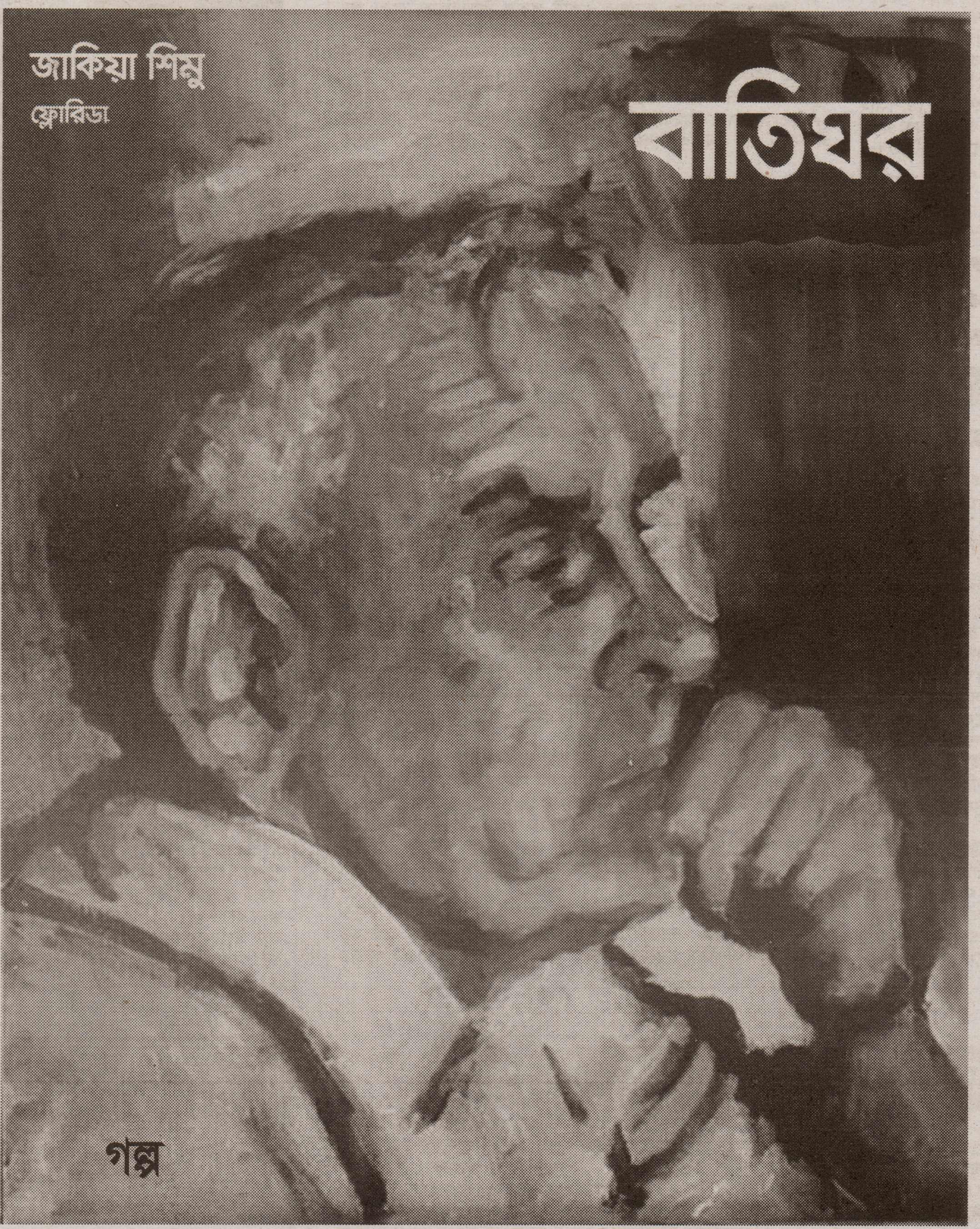

উপসচিব মোঃ কামরুজ্জামান সেই সন্ধ্যা থেকে বসার ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে চড়ুইপাখির মতো ছটফট করছে! একবার হাতল চেয়ারটাতে বসছে পর মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হাত দুটো পেছনে ধরে ব্যালকনির এ-মাথা ও-মাথা চক্কর দিচ্ছে! লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনায়াসে সামনের রাস্তার নাড়িনক্ষত্র চোখে পড়ে। কিন্তু সেই গ্রিলের ফাঁক দিয়ে সারসপাখির মতো গলা অযথা উঁচিয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে চোখ রেখে জরুরি কারো ফেরার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে!

তার বসার ঘরের বিদেশি দেয়ালঘড়িটি অচেনা আওয়াজে মধ্যরাতের বার্তা জানাতে সে আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়ে! অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায় বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে ঘন ঘন বসার ঘরের ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে সময় দেখছে অথচ নিজের বাঁ-হাতে রোলেক্স ব্রান্ডের ঘড়ি ঝুলছে সেদিকে তার খেয়াল নেই! আদতে কামরুজ্জামান খুব কৌশলী, ঠান্ডা মাথায় কঠিন কাজ করা মানুষ কিন্তু আজকের অধীর কামরুজ্জামানের সাথে সবকিছু কেমন বেমানান লাগছে!

কামরুজ্জামান শুরুতে বুঝতে পারেনি মন্ত্রী তাকে এতবড়ো একটা ফ্যাসাদে ফেলবে! বিষয়ের গভীরে ভাবতে পারলে সে হয়তো আস্ত সচিব হওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে দিতে এক মুহূর্ত সময় নিত না! কামরুজ্জামান যেনতেন কিছিমের উপসচিব না, পুস্তকের ভাষায় যাকে বলে জাঁদরেল সচিব! সচিবপাড়া তাকে বিশেষ আমলে রাখতে বাধ্য হয়!

উঁচুমহলে তার বিস্তর জানাশোনা! যদিও মন্ত্রীর যৎসামান্য সুনজরের জন্য সচিবের চেয়ারটি এখনো দখলে নেয়া হয়নি! চাকুরির শুরুতে কামরুজ্জামানের একটি স্বপ্ন ছিল–সচিবের চেয়ারটিতে পাকাপোক্ত হয়ে বসার। 'অতিরিক্ত কিংবা উপ' এসব লেজুড়ে পদবি থেকে বেরিয়ে পুরোদস্তুর সচিব হওয়ার লোভ সেই কবেকার! তবে মন্ত্রীর নজরে পড়তে চেষ্টা তদবির কম করে নাই জীবনে! যদিও মন্ত্রীর ইশারা ইঙ্গিত এবং আশ্বাসের তালিকায় তার নাম ছিল কিন্তু কাজ হচ্ছিল না! এতদিন পর মন্ত্রী নিজ উদ্যোগে এগিয়ে এসে যদিও সার্বিক বিচারে অতি সহজ কাজ কিন্তু কামরুজ্জামানের জন্য ভয়ঙ্কর কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন!

কাজটি যৎসামান্য-ই বটে!

মন্ত্রীর শ্যালিকা পরপর দু'বার এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে! শহুরে স্কুলগুলোতে এখনো নকলটকলে ধকল বেশি, সে অনুপাতে গ্রামগুলো সু-বিধাজনক অবস্থানে আছে! গ্রামের বেশিরভাগ স্থানে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের ছড়াছড়ি দেখা যায়! শুধু ছাত্রছাত্রী নকল করে বিষয়টা তা না আসলে, পরীক্ষা কমিটির অনেকেও নকলের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এমন কী এক শ্রেণীর শিক্ষকরাও ছাত্রদের নকলে সাহায্য করে!

মন্ত্রীর কাছে শিক্ষার এই বেহাল দশা অজানা নয়! সে নিজেও পরোক্ষভাবে হলেও এমন নিকৃষ্ট কাজে জড়িত! এবার মন্ত্রীর চাওয়া সে রকম উপায়ে গ্রামের স্কুলে শ্যালিকাকে ভর্তি দেখিয়ে এসএসসি পাশ করিয়ে আনা। যে কোনো পরীক্ষার সার্টিফিকেট একদিনের মধ্যে মন্ত্রীর সামনে হাজির করা কামরুজ্জামানের কাছে নস্যি! কিন্তু মন্ত্রী সাহেব পাকা লোক, সে পথে সে যাবে না! কামরুজ্জামানের গ্রামের বাড়ি ঢাকার অদূরে, বিক্রমপুরে। মন্ত্রী কামরুজ্জামানের স্কুলে তার শ্যালিকাকে ভর্তি দেখাতে নির্দেশ দেয়!

মন্ত্রীর এমন প্রস্তাব সে লুফে নেয় কারণ সচিবের আসনটা যে তাকে পেতে হবে! নিদেনপক্ষে মন্ত্রীকে খুশি করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ যে নেই! তাছাড়া যৎসামান্য একটি কাজ! একটি স্কুলে ভর্তি দেখিয়ে নকলে পাশ করিয়ে আনা, তাতে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত এদেশের কী বা এমন ক্ষতি হবে!

কিন্তু কামরুজ্জামান তার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথা বেমালুম ভুলে গেছে! সহজ-সরল অথচ পাথরের মতো দৃঢ় নীতিবিশিষ্ট সেই শিক্ষকের চেহারাটি তার ঘটনার পরে মনে পড়ে! এমন অন্যায় আবদার প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়ার ধৃষ্টতা তার নেই! এমন কথা মনে পড়তে তার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে স্থিরতা ফেরেনি! কিন্তু মন্ত্রীকে সে কথা দিয়েছে কাজটি দ্রুত কওে দেবে!

প্রধান শিক্ষক, কামরুজ্জামানের বাবারও শিক্ষক ছিলেন। তিনি তার বাবাকে খুব স্নেহ করতেন। বাবা উপজেলা অফিসে কাজ করত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং সহজ-সরল জীবন বহনে অভ্যস্ত। কিন্তু সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবা, হঠাৎ করেই পৃথিবীর পাট চুকিয়ে পরপারে চলে যায়। কামরুজ্জামান সংসারের বড় ছেলে। চার ভাইবোনের সংসারে বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ বলতে ভিটেমাটিটুকু। সংসারের দুর্দশায় তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের হাল ধরতে পনের বছরের বালক কামরুজ্জামান স্থানীয় বাজারে কাপড়ের দোকানে কাজ নেয়। একদিন প্রধান শিক্ষকের চোখে পড়লে তিনি তাকে জোর করে স্কুলে নিয়ে যান। এবং পরবর্তীতে পড়াশোনার খরচ তিনি নিজ খরচায় চালিয়ে নেন।

এই শিক্ষক শুধু কামরুজ্জামানকে নয়, এমন বহু ছাত্রছাত্রীকে নিজের কষ্টের উপার্জনের টাকায় পড়াশোনা করিয়ে আসছে। একসময় কামরুজ্জামান ভালো ফলাফল করে এসএসসি পাশ করে। ঢাকা কলেজে পড়ার খরচও স্যার নিজে বহন করেন। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি স্যারের সাথে যোগাযোগটা বরাবরই ছিল। স্যারের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়েও ভালো ফলাফল করে সে।

মানুষের আত্মিক বোধের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে জাগতিক মোহের জন্ম হয়! এ সুযোগে লোভ তাকে চীনা জোঁকের মতো খামচে ধরে! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল রেজাল্টের সুবাদে কামরুজ্জামান প্রশাসনের উঁচু আসনে চাকুরি পেয়ে যায়! এরপর তার আধিপাতের শুরু হয়! সত্যকে আগাছা আর মিথ্যাকে আরাধ্য ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে! নিজের বিবেক কোচরে গুঁজে নির্দ্বিধায় পচে-যাওয়া সমাজের সাথে হাত মেলায় সে!

এমন ভ্রান্ত-চটকদার জীবনে জড়িয়ে নিজে ভালো থাকার অভিনয় করলেও আসলে সে ভাল নেই এমন বোধ তাকে প্রায়ই আহত করে! গভীর রাতে বিবেকের কাঠি নড়েচড়ে উঠতে জীবন নিয়ে বড়ো আফসোস হয়! কিন্তু সঠিক পথে ফিরবার তাগিদবোধও তেমন করে না সে! ভুলতে চেয়েও স্যারের কথা সবসময়ে মনে পড়ত। স্যারকে তার প্রচন্ড ভয়! তাঁর আদর্শ হাঁসের ভেজা পাখার পানি ঝাড়ার মতো করে উড়িয়ে দিয়েছে সে তার চাকুরি জীবনের শুরু থেকে!

স্যারের আদর্শ বড় বেশি পিচ্ছিল ছিল ওপরে ওঠার সিঁড়ির নাগাল পেতে। তাই নিজের বিবেক খুইয়ে, নানান বাহানায় স্যারের সাথে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ করে নেয়! স্যার অবশ্য লোকমুখে কামরুজ্জামানের উত্থানকাহিনী জানতে পেরে খুব আহত হন! কামরুজ্জামানের কানেও স্যারের আক্ষেপ পৌঁছে। কিন্তু ততদিনে অনুশোচনাবোধের ক্ষমতা তার নষ্ট হয়ে যায়! অথচ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মন্ত্রীর কথার মারপ্যাঁচে তাকে আবার স্যারের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে নিশ্চিত সে বুঝতে পারে! পারতপক্ষে স্যারের মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই! তারপর থেকে কামরুজ্জামানের জীবন দুঃস্বপ্নময় হয়ে ওঠে!

মন্ত্রীর অফিস থেকে এ বিষয়ে ফোনে তাড়া আসে! কামরুজ্জামানের হাতে সময় নেই! এবার তার নড়বার জোগাড় নেই তা নিশ্চিত সে বুঝতে পারে! শ্যালকের বুদ্ধি মতো শ্যালক এবং তার অফিসে সদ্য যোগ হওয়া সহকর্মী রওনককে মন্ত্রীর আবদার সমন্বিতপত্র দিয়ে প্রধান শিক্ষকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয় সে!

ঢাকা থেকে বিক্রমপুরের দূরত্ব অনতিদূর হলেও যাতায়াত ব্যবস্থা এখনো পুরনো ধাঁচের। বাস ধরে গেলেও ফেরি করে দু'তিনটে নদী পেরিয়ে নির্দিষ্ট বাসঘাটে পৌঁছতে সূর্য মাথার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। এরপর আরও প্রায় দুই মাইল পায়ে হাঁটাপথ পেরিয়ে স্যারের বাড়ি। বর্ষাকালে অবশ্য নৌকোপথের ব্যবস্থা থাকে। ওরা বাস থেকে নেমে সরুপথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। পথের একপাশে আঁকাবাঁকা শান্ত কোমল ইছামতি নদী। অন্যপাশে এ অঞ্চলের ঐতিহ্য টিন-কাঠের দু'চালা, চৌচালা ঘরসমেত বাড়ি!

বৈশাখ মাসের স্যাঁতস্যাঁতে গরমেভাবের প্রকৃতি! খাঁ খাঁ রোদ্দুরে তপ্ত বাতাসের আঁচ গায়ে এসে লাগে! পথঘাটে মানুষজন প্রায় নেই! নীরব নিস্তব্ধ! ওরা গ্রামের অবহেলিত পথে নানান দৃশ্যে চোখ রেখে গন্তব্যে দ্রুত হেঁটে এগিয়ে যায়। কামরুজ্জামানের শ্যালক শহুরে মানুষ, তবে রওনকের বেড়ে ওঠা গাঁয়ে। শ্যালক এই তপ্ত পথের দু'ধারের অপরিচিত দৃশ্যে মোহিত হয়। রওনক ওর আগ্রহ মেটাতে এসব গ্রামীণ গাছগাছড়া পরিচয় করিয়ে দেয়।

ঝোপঝাড়ে ঢোলকলমির বেগুনি ফুলগুলো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কোথাও কোথাও মান্দার, মূতরা, পিটালি, জিগা, বাঁশের সারি। মেঠোপথ, দূর্বাঘাসে ছেয়ে মনে হয় যেন সবুজ চাদরে ঢাকা দিয়ে আছে। অচেনা গাঁয়ের মেঠোপথে মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়ায় ধূলোকণা উড়ে বেড়ায়; বাতাসে উড়ে-পড়া গাছের শুকনো ঝরা হলুদপাতায় ঢেকে আছে পায়েহাঁটা পথ। ঝরাপাতা পায়ে দুমড়ে বুনো গন্ধ ছড়ানো অচেনা এ পথে হাঁটতে ওদের মন্দ লাগে না।

প্রায় ঘণ্টা দুই হাঁটাপথ শেষে প্রায় বিকেলে এসে এরা স্যারের বাড়ির দেখা পায়। কামরুজ্জামান স্যারের ঠিকানা কাগজে লিখে দিয়েও নিজ মুখে স্যার এবং তার বাড়ি নিয়ে বিস্তর বলে দেয়। রওনক খেয়াল করে, এসময় কামরুজ্জামানের চোখ দুটো কেমন জলে টলমল করছিল! বাড়ির কাছে পৌঁছে সেকথা রওনকের স্মরণ হয়। তবে কামরুজ্জামানের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়, স্যারের বাড়ি। প্রকৃতির কোলে ঘুমিয়ে আছে তার স্যারের বাড়ি। রওনক মনে মনে হাসে, কামরুজ্জামানের বাকি কথা যা-হোক স্যারের বাড়ির বর্ণনায় একবর্ণ মিছা নেই!

মূল রাস্তা থেকে সরু ঢোরাসাপের মতো এঁকেবেঁকে পাট, ধঞ্চে ক্ষেতের আল ধরে খানিকটা পথ যেতে প্রকৃতির সবুজ সমুদ্রে ভেলার মতো ভেসে আছে বাড়িটি। রওনক মুগ্ধ হয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে! ক্যালেন্ডারে দেখা কোনো কল্পনায় আঁকা ছবি যেন! বাড়ির চারদিকে যত দূরে চোখ যায় মাঠের পর মাঠ দিগন্তছোঁয়া সবুজে ফসলের ক্ষেত। শেষ বিকেলের বৈশাখী বাতাসে ফসলের মাঠ দুলে উঠতে চোখে ভ্রম ঠেকে; যেন গভীর সমুদ্র থেকে উঠে আসা সবুজ ঢেউ, দূরযাত্রার কোনো জাহাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! বাড়িটাকে সবুজসমুদ্রে ভেসে থাকা জাহাজ বলে মনে হয়!

দু'পাশে জমির আল ধরে খানিকটা পথ এগোতে স্যারের সাথে দেখা হয়। কামরুজ্জামানের বর্ণনায় তার স্যারের কথা জানা ছিল বলে এ যাত্রায় রক্ষা মেলে! না-হলে স্যারের বেশভূষায় তাঁকে ঠাহর করা বেশ কঠিন ছিল! স্যারের পরনে সাধারণ সুতির পাড়হীন ধূসর সবুজরঙা লুঙ্গি, কাঁধে লালসবুজে ডোরাকাটা গামছা। লম্বা, সুঠামদেহী, টিকালো নাকের দু'পাশের চোখ দুটো থেকে ঠিকরে পড়ছে সততার উজ্জ্বল দ্যুতি। পাটক্ষেতে নিড়ানির কাজ করছেন। শরীরে শিশির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। হাতপা প্যাক-কাদার মাখামাখি হয়ে আছে!

রওনকদের দেখে কাঁধের গামছায় গা মুছতে মুছতে সহাস্যে এগিয়ে আসেন। রওনক, একদৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁকে দেখা মাত্র সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অতি সাধারণ মানুষটির অসাধারণত্ব রওনকের ভেতরটা ভেঙ্গেচুড়ে গুলিয়ে দেয়! তিনি যেন কোনো মানুষ নন, সাক্ষাৎ দেবতা! যার সামনে দাঁড়ালে পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী লোকটিও সমস্ত অকাজ ছেড়েছুঁড়ে সত্য, সুন্দরের পথ খুঁজতে বাধ্য হবে। স্যার ওদেরকে সস্নেহে এগিয়ে নিয়ে তাঁর বাড়ির দক্ষিণের উঠোনে পাতা বাঁশের মাচানে বসতে দেন!

স্যার সদালাপী মানুষ! কিন্তু কামরুজ্জামানের শ্যালক এবং রওনকের অবস্থা আলাপের পর্যায়ে নেই। দু'জনের শরীর বেঁয়ে অবিরত বিব্রত-ঘাম ঝরছে! কামরুজ্জামানের অন্যায় আবদারপত্র এমন একজন শিক্ষকের কাছে দেওয়ার দুঃসাহস স্যারকে দেখা মাত্র তাদের উবে গেছে। যদিও রওনক কামরুজ্জামানকে কথা দেয় সে কাজটি তার স্যারের কাছ থেকে করিয়ে নিতে পারবে! কিন্তু স্যারের সংস্পর্শে আসা মাত্র রওনক তো বটে কামরুজ্জামানের ন্যায়নীতিহীন শ্যালকও গুছানো সব কথাবার্তা ভুলে তোতলাতে থাকে!

কিন্তু একদিকে সামরিক সরকারের জাঁদরেল মন্ত্রী অন্যদিকে তাদের সন্মুখে দাঁড়ানো প্রধান শিক্ষক। ওরা গভীর বিপদসমুদ্রে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের চোখেমুখে স্বাভাবিকভাবে ভেসে ওঠে অসহায়ত্বের ছায়া! স্যার অবশ্য তাদের আগমনের কারণ কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারেন। এবং তিনি ওদের সমূহবিপদ থেকে পরিত্রাণ দিতে নিজেই আলাপে কামরুজ্জামানের বিষয়ে জানতে চান। কামরুজ্জামানের শ্যালক এ সুযোগে পত্রটি কঁ-াপাহাতে স্যারের দিকে এগিয়ে দেয়! স্যার যত্ন করে পত্রের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করেন।

রওনক শেষ দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় স্থির দৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সামরিক সরকারের মন্ত্রীর নির্দেশনামা বলে কথা! স্যারের কথা ভেবে ভয়ে তার নিজের শরীর কেঁপে ওঠে! কী করবেন স্যার এমন ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধানে! সে নিজে বিব্রত হয় এমন কাজে নিজেকে জড়িয়ে! এমন একজন মানুষকে কামরুজ্জামান কীভাবে এমন বিপদে ঠেলে দিল! ভাবতেই কামরুজ্জামানের প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ হয় এবং নিজেকে নিকৃষ্ট গোবরে পোকার মতো মনে হয়। কারণ সে নিজেও যে এমনতর কুকর্মের ভাগিদার!

স্যার গভীর মনোযোগে পত্রপাঠ শেষে উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন! তাঁর মুখে শূন্যতার নিস্পৃহ ঢেউ খেলানো হাসি ছড়িয়ে পড়ে। কপালের দু'পাশের রগের শিরায় স্পষ্ট টান দৃশ্যমান হয়!

বৈশাখী বিকেলের পুঞ্জিভূত মেঘদল আকাশময় ওড়াওড়ি করছে। তারপরও পৃথিবীর কোথাও সূর্যের আলোর কমতি পড়ে নাই! তিনি মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবেন।

তারপর কামরুজ্জামানের পত্রের উল্টোপাতায় একটানে দু'লাইনের একটা চিরকুট লেখেন। চিরকুটটি রওনকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাটক্ষেতের আল ধরে হেঁটে সবুজ অরণ্যে মিলিয়ে যান।

রওনক খোলা চিঠি বলে সহজেই পড়তে পারে। 'বাঘ না খেয়ে মরে গেলেও কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট মুখে তোলে না। তোমার কিংবা মন্ত্রীর অন্যায় আবদার আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। তোমার মতো মেরুদন্ডহীনকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করার প্রচেষ্টা ছিলো আমার শিক্ষকজীবনের চরম ব্যর্থতা!'ড় মাত্র দু'লাইনের চিরকুটটি শক্তিশালী অ্যাটম বোমার চেয়েও শতগুণে ভারি। রওনকের চোখে জল জমে। সে ফিরতিপথে হাঁটা দেয়!

এসব ঘটনা কুড়ি বছর আগেকার। তবে সেই বৈশাখী বিকেলের ঘটনা রওনকের জীবন বদলে দিয়ে তাকে ভিন্ন মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। ওর বোধের শিকড়ে তুমুল বেগে নাড়া দিয়েছিলো প্রধান শিক্ষকের দু'লাইনের চিরকুটটি। স্যারের আদর্শ নিজের মধ্যে ধারণ করে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজে আজ সে বিশেষ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তাঁকে সততার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে!

শিল্প ও সাহিত্য

মনিজা রহমানের কবিতা

দয়াহীন দেয়াল

মানুষ আড়াল খোঁজে জনাকীর্ণ সংসারে এবং জনান্তিকে
মানুষ আড়াল খোঁজে বিবিধ কারণে ও সংজ্ঞায়
ভাগ্যবান চিল, একাকী ওড়ে আড়ালহীন আকাশে
ছায়া পড়ে অতলান্তিকে

সব কিছুতেই নাকি স্বচ্ছতার প্রয়োজন
তবু মানুষ পোশাক পরে নিজেকে ঢাকার জন্য
শাড়ি পরে আমি যখন দ্রৌপদী হয়ে যাই
এ আমার নগ্নতার বিরুদ্ধে অলৌকিক প্রতিবাদ
মানুষ বাস্তবেও আছে, অলৌকিকেও আছে।

যে স্বচ্ছতার জন্য অপেক্ষা করে থাকি
জানি তা আসবে না কোনোদিন
কারণ স্বচ্ছতারও দেয়াল আছে
কখনো কখনো সে হয়ে যায় প্রতারক
পাখিরা স্বচ্ছতাকে বিশ্বাস করে আছড়ে পড়ে কাচে,
আহত হয়। আহা, আমাদের নিষ্পাপ পাখিগুলো
ওরা জানে না, স্বচ্ছতাও মুখোশপরা দেয়াল।

কখনো শুনেছে কেউ, দেয়ালও নক্ষত্র হয়ে যায়?
দেয়াল তখন আড়াল নয়, পর্যটকের পথ
যৌথ হেঁটে যায় পিছনে রেখে দ্বৈরথ।
কবে প্রথম নির্মিত হয়েছিল দেয়াল?
কে ছিল নির্মাতা?
অস্বচ্ছ ইতিহাসে লেখা আছে মিলিয়ে বিষণ্ন শব্দজাল

আসলে প্রথম দেয়াল গড়ে ওঠে মনের ভেতরে
সামনের দেয়াল দিয়ে যতটা আড়াল হয়
তার চেয়ে ঢের বেশি ভেতরের আড়াল
বাম চোখের আড়াল যেমন ডান চোখ।

অন্ধকার পৃথিবীর চেয়েও দেয়াল আদিম
ঘরও চার দেয়ালের কারাগার, তথাপি সুখের উৎস
দু'জনের নিবিড় আনন্দযজ্ঞের জন্য
আড়ালের বিকল্প নেই
দেয়ালের আড়ালে তোমার বুকে বুক রাখি,
কপোলে কপোল, ঠোঁটে ঠোঁট
কৃতজ্ঞতার ঋণ জমতে থাকে দেয়ালের গায়ে।

পৃথিবীর সীমান্তে কোনো দেয়াল নেই
দেয়াল নেই চিন্তার এবং ভালোবাসারও
সত্যিই কি দেয়াল নেই চিন্তার ও ভালোবাসার?
এ জগত কারাগার, যেমন কারাগার ভালোবাসা
ভালোবাসা ঈর্ষার দেয়াল তোলে
এপারের মানুষ চেনে না ওপারের জনকে
দেয়াল মানুষকে একাকী করে।

প্রতিদিন দেয়ালের দৈর্ঘ্য বাড়ে, উঁচু হয়,
মানুষ দেয়াল ভালোবাসে, দেয়াল তুলতেও ভালোবাসে
দেয়ালে ভাগ হয় এক্কা-দোক্কা খেলার উঠোন
ছিপ ফেলে মাছ ধরার পুকুর এবং যৌথ পরিবার
দেয়ালে ভাগ হয় মানুষের মন, নিরীহ সম্পর্ক
ভাগ হয়ে যায় আকাশও।
খোলা-মেলা ভেবে পাখিরা বন্দি হয় খাঁচার দেয়ালে,
বাঘ-হরিণ অভয়ারণ্যের জালে।
দয়াহীন দেয়াল অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে
কারণ দেয়ালের কোনো নিজস্ব স্বাধীনতা নেই।

নিউইয়র্ক

শিল্প ও সাহিত্য

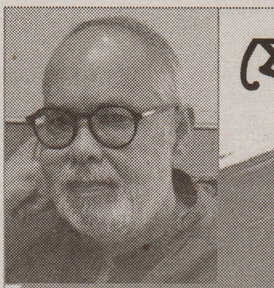

ফেরদৌস সাজেদীনের হৃদ-গদ্য

ছড়িয়ে রই

আচমকা এক সন্ধ্যায়

সেই সময়টায় কর্মসূত্রে আমাকে বেশ ভ্রমণ করতে হত, বেশির ভাগই ইউরোপে। এক রোববার সন্ধ্যায় আমি জেএফকে থেকে প্লেনে চড়ি, যাব বিলাতের ম্যানচেস্টারে। ঠিক ম্যানচেস্টারে না, একটু ভেতরে, ম্যানচেস্টার থেকে গাড়িতে ঘন্টা খানেক দূরের শহর, 'ক্লিথরো'-তে। পরেরদিন সকালে যখন ট্যাক্সিতে উঠি তখন সূর্য সেয়ানা হচ্ছে ডগমগ করে। সকালের ফর্সা নরম রোদ জুলাইয়ের, আমি অনুভব করি, ঘন্টা ছয়েকের পুরো রাত অনিদ্রিত থেকেও আমার একটুও ক্লান্তি নেই, মন ও মেজাজ দুটোই ভাল, একদম ফুরফুরে।

ফুরফুরে মন আরো প্রফুল্ল হল, যখন আমাদের গাড়ি গ্রামের পথে পড়ল। বিলাতের কান্ট্রি সাইডের চিত্র দেখেছি অনেক, কিন্তু আজ যে সবুজ পল্লীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, নিজ চোখে দেখে এর সৌন্দর্যের বর্ণনা দেই, সেই ক্ষমতা আমার নেই। যেন গাঁ জুড়ে মাঠের ওপর সবুজ মসৃণ কার্পেট বিছানো, এতই আদরে যত্নে মাটির শরীরে জড়িয়ে আছে, মনে হয়, যেন, সবুজ শাড়িতে বড় বড় ঢেউ ঢেউ কিছু বিন্যস্ত কুঁচি; তারপর লম্বা সবুজ আঁচল নিয়ে সাজুগুজু করে আছে মাটি আর আঙ্গিনা। বড়ই মায়াভরা প্রকৃতি, মনে হচ্ছে, থেকে থেকেই ফুলের ডালি পাশে নিয়ে, বৃক্ষরাজি তার আশপাশের মানুষের শুভাকাঙ্খি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যারপরনাই মুগ্ধ। দেখি, এদিক ওদিক সাজানো গোছানো এক একটি বাড়ি, তারপর মধ্য গ্রাম পেরুবো, দেখি, ছোট্ট, সরু একটি 'বেগবতী' নহর আর প্রায়-জল-ছুঁয়ে- আছে একটি ছোট্ট পুল। পুলের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে গেল। রাস্তার পাশের সাইনবোর্ডে লেখা, 'ক্লিথরো', জনসংখ্যা আটশ' (ঠিক কত মনে নেই)। সেই সকালের যাত্রা-পথটি ছবির মত মনে গেঁথে আছে।

কোম্পানিতে আমাদের কাজ এগুচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প বিস্তর গালগল্পও চলছে। যে কোম্পানিতে গিয়েছি তাদের প্রায় ছ'সাতজন আমার সহযোগী হয়ে কাজে সাহায্য করছে। ওদের কর্তাব্যক্তি বলল, 'তোমাকে আজ আমরা আমাদের শহরের সবচেয়ে ভাল ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনারে নিয়ে যাব'। আমি অলক্ষ্যে কুঞ্চিত হই, মাত্র আটশ' মানুষের গ্রামীণ শহর, এরমধ্যে আবার বাছাবাছি? হয়ত শহরের এক-টিমাত্র রেস্টুরেন্টকেই এরা সবচে' ভাল বলছে! আদিখ্যেতা!

অবশ্য বিলাতের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের কথাই আলাদা। এসবের বেশির ভাগই ইন্ডিয়ান সাইন বোর্ডের আড়ালে বাঙালি রেস্তোরাঁ। খাবারের সুনাম জগৎব্যাপি। কোন এক পরিসংখ্যানে দেখেছি বা শুনেছি যে গোটা ইউরোপে পঁচিশ হাজারের মত উপমহাদেশীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে, পা যথেষ্ট না ফেলেও এসবের অস্তিত্ব মেলে। লন্ডন তো বাঙালি রসনা-বিলাসের ভূস্বর্গ! এদের খাবার আমার পছন্দের তালিকার শীর্ষে। সে কারণেই যখনই আমাকে ইউরোপে আসতে হয়, আমি প্রথমেই খুঁজে নেই 'ইন্ডিয়ান' রেস্টুরেন্টের ঠিকানা। কখনোই বিফল হই না, পেয়ে যাই, হোটেলের ধারে কাছেই।

সন্ধ্যার একটু পরেই কোম্পানির টিম লীডার রবার্ট, মানে বব, হোটেল থেকে আমাকে তার গাড়িতে তুলে নেয়। আমি শহর দেখছি, ছিমছাম, সুন্দর। অবশ্য বিলাতের সব শহরই আমার কাছে বেশ পরিপাটি লাগে, ছোট ছোট ঘরবাড়ি বেশ মিলেমিশে আছে, কোথাও কোথাও একটি আরেকটির সঙ্গে লেগে লেগে থাকলেও, চেহারায় কোন ঠোকাঠুকি নেই। বাড়িঘরের সাজসজ্জায় ও চাহনিতে আভিজাত্য আছে, আমি গাড়িতে বসে উপভোগ করছি।

আমাদের মধ্যে আলাপ চলছে। বব বলল, 'এই শহরে একটি ক্যাসেল আছে, আটশ' বছরের পুরনো, দেখতে পার।'

'সময় হবে না।' আমি উত্তর দেই।

'কাল বিকেলে যেও, তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।' বব বলল।

'কাল আমরা অনেক ব্যস্ত থাকব আর পরশু তো চলেই যাচ্ছি, আবার যখন আসব, তখন হবে।' আমি বব-এর আন্তরিকায় কোন খাঁদ দেখিনা। জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কখনও নিউ ইয়র্ক গিয়েছ?'

'না, তবে, ফ্লোরিডার মায়ামি গিয়েছি।' বব বলল। যোগ করল, 'কি ওয়েস্ট'-এও গিয়েছি।

'হেমিংওয়ের বাড়ি?'

'লোকটা পাগল ছিল, বাড়ি ভর্তি বেড়াল। আমার নিজেরও আছে, তবে মাত্র দুটো।'

এইরকম আমাদের আলাপ-সালাপ হামাগুড়ি দিয়ে মাত্র দাঁড়াচ্ছে, তখনই বব তার গাড়ি রেস্তোরাঁর পার্কিং লটে ঢুকাল। ভেতরে গিয়ে দেখি, বাকিরা এসে গেছে। আমরা 'পাব'র সামনে জটলা পাকিয়ে আছি। ডাঙ্গর সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁ গমগম করছে। এই দেখে আমি অবাক, ববকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমাদের শহরের সবাই আজ এখানে?'

'এটা একেবারেই নর্মাল, বলেছিলাম না, বেস্ট ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট!'

'তাই বলে 'উইক ডে'-তেও ?' আমি বিস্ময় নিয়েই বলি।

'আমরা সবাই তোমাদের খাবারের ভীষণ ভক্ত। তোমাদের মশলাপাতি আমাদের কিচেনেও আছে!' বব যোগ করে, 'আর কী কী এনেছি আমরা তোমাদের উপমহাদেশ থেকে জানি না, কিন্তু, তোমাদের খাবারটা আমরা নিয়ে এসেছি।'

'স্পাইসি লাগে না?'

'লাগে, আর লাগে বলেই আমরা উপভোগ করি।'

'ঝাল, তবুও?'

'ফায়ার এস্টিঙ্গুইসার আছে,' হেসে যোগ করে, 'ঢক ঢক করে বিয়ার পান কর, ঝালের সাথে বিয়ার যায় ভাল।' ববের সোজা হিসাব।

প্রায় ঘন্টা খানেক সবাই পান করে চলল পছন্দসই পানীয়। আমার হাতে, বব-ই বলল, 'তোমার তো 'ডায়েট কোক', ভুলিনি।' 'ডায়েট কোক' আমার প্রিয় ড্রিঙ্ক, আমার চারপাশের একদিনের সহচরও জানে আমার নিস্তরঙ্গ পি-পাসার পানীয় এই 'ডায়েট কোক'।

আমি আমার 'ডায়েট কোক' নিয়ে খুশি মনে সব উপভোগ করলেও, দেখি এরা এত এত ঢোক নিয়েও, কেউ-ই মাতাল নয়। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সারারাত পান করেও এরা মাতাল হবে না। আসলে মাতাল হয়ে ড্রিংকিংকে এরা কিক্ করতে চায় না, এদের কিক্টা অন্যরকম; স্নায়ুকে কিক্ করে করে একটু অবশতাচ্ছন্ন উত্তেজনার কামনা; আর এই ডাঁসা-সময়ের মধ্যে, অনুভব করে নাও জীবন সুন্দর; বেঁচে থাকা, আহ্ কত আনন্দের!

একসময় আমাদের ডাক পড়ল। ওয়েটার বলল, তোমাদের টেবিল রেডি। আমরা সবাই যার যার হাতের গ্লাসের পানীয় নিয়ে টেবিলের চেয়ারে বসি। আমরা মোট আটজন। ঘরে বেশ কয়েকটি টেবিল। সব টেবিলেই খাওয়া দাওয়া চলছে। টেবিলে টেবিলে আড্ডা, হাসি-হুল্লোড়ের সঙ্গে চাঙ্গা হচ্ছে উষ্ণতা। এরা সবাই এখানে কিছুক্ষণ 'পাব'-এ দাঁড়িয়ে-বসে ড্রিঙ্ক করে, তারপর টেবিলে এসে খাবারের আগে আবার ড্রিঙ্ক অর্ডার করে। সবাই তাদের ডিশ, মেনু দেখে 'পাব'-এ থাকতেই ঠিক করে দিয়েছে। টেবিলের প্রথম রাউন্ড ড্রিঙ্কের অল্প পরেই সবার খাবার এল। আমরা কথা বলছি, ঠিক বলছি বললে কম বলা হবে, আমরা কথার ঢোল বাজাচ্ছি। পানাহারের সঙ্গে আমাদের আড্ডা জমে ক্ষীর। ওয়েটার এক ফাঁকে ববকে জিজ্ঞেস করল, খাবার ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। আমি ফট করে বলি, 'আমি জানি ওয়েটারের বাড়ি কোথায়!' সবাই খুব কৌতূহলি হয়ে আমার দিকে তাকাল। চটজলদি আমি কৌতূহল মেটাই, ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করি, 'তুমি বাংলাদেশের সিলেটের? তাইনা?

সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে পাল্টা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও বাংলাদেশের?' আমি বলি 'হ্যাঁ।' বব যোগ করে বলল, 'আমাদের ফ্রেন্ড নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে।' ওয়েটার চলে যায়।

শেষাংশ ৩৪ পাতায়

---

৫০ রাজ্যের ৫০ ভালোবাসার গল্পঃ আইওয়া

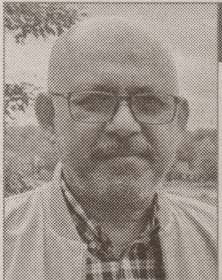

দ্য ব্রিজেস অব ম্যাডিসন কাউন্টিঃ রবার্ট জেমস ওয়ালার

আবদুল্লাহ জাহিদ নিউইয়র্ক

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমের রাজ্য আইওয়া-- ভুট্টাক্ষেত, খামারবাড়ি, ধূলিধূসর গ্রামীণ রাস্তা, নীরব বিকেল, ছোট শহরের সামাজিক শৃঙ্খলা এবং কাঠের তৈরি পুরনো সেতুর দেশ। এই নীরব ভূগোলের মধ্যেই রবার্ট জেমস ওয়ালার নির্মাণ করেছেন বিংশ শতকের অন্যতম জনপ্রিয় প্রেমের উপন্যাস দ্য ব্রিজেস অব ম্যাডিসন কাউন্টি। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত এই ছোট উপন্যাসটি সাহিত্য সমালোচকদের সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি; বরং অনেকেই একে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক কল্পনা, এমনকি 'স্বপ্নময় রোমান্টিক কল্পনা' বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঠকসমাজ অন্য রায় দিয়েছিল। উপন্যাসটি দীর্ঘদিন বেস্টসেলার তালিকায় ছিল, বিশ্বজুড়ে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরবর্তীতে চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয়।

এই উপন্যাসের শক্তি তার কাহিনীর জটিলতায় নয়, বরং সরলতার ভেতর লুকিয়ে থাকা গভীর মানবিক দ্বন্দ্বে। গল্পটি মূলত চার দিনের। কিন্তু সেই চার দিন দুই মানুষের সারা জীবনের অর্থ বদলে দেয়। প্রশ্নটি সহজ, অথচ ভয়ংকর: মানুষ কি সবসময় সেই জীবন বেছে নিতে পারে, যা সে সত্যিকার অর্থে চায়? নাকি দায়িত্ব, পরিবার, সমাজ ও নৈতিকতার অদৃশ্য সেতুগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে তাকে নিজের হৃদয়ের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়?

কাহিনীর সূচনা:

উপন্যাসটি শুরু হয় ফ্রান্সেসকা জনসনের মৃত্যুর পর। তাঁর ছেলে মাইকেল ও মেয়ে ক্যারোলিন মায়ের রেখে যাওয়া কাগজপত্র, চিঠি ও নির্দেশনা খুঁজে পায়। তারা জানতে পারে, তাদের শান্ত, সংযত, দায়িত্বশীল মা জীবনের এক সময়ে এমন এক প্রেমে পড়েছিলেন, যা তিনি কখনো প্রকাশ করেননি। সেই প্রেমের মানুষ ছিলেন রবার্ট কিনকেইড, একজন ভ্রাম্যমান আলোকচিত্রী, যিনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের জন্য ছবি তুলতে আইওয়ার ম্যাডিসন কাউন্টিতে এসেছিলেন।

ফ্রান্সেসকার সন্তানরা তাদের মাকে চিনত একজন কৃষকের স্ত্রী, একজন মা, একজন গৃহিণী হিসেবে। কিন্তু মৃত্যুর পর মায়ের ব্যক্তিগত দলিলপত্র যেন তাদের সামনে আরেকজন নারীর দরজা খুলে দেয়-একজন যিনি স্বপ্ন দেখতেন, প্রেমে পড়েছিলেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং সেই সিদ্ধান্তের ভার বহন করেছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

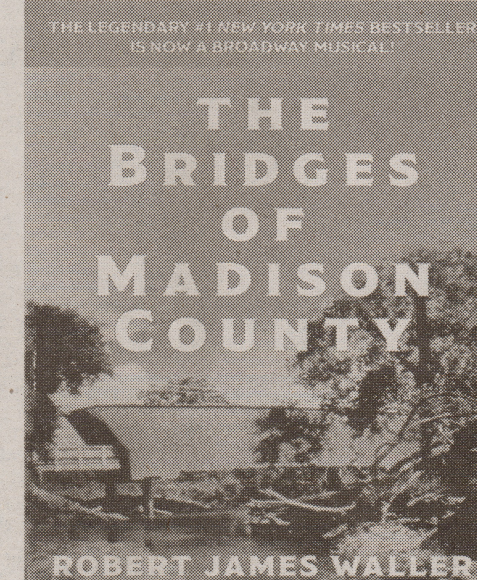

এই কাঠামো উপন্যাসটিকে স্মৃতির গল্পে পরিণত করে। পাঠক শুরু থেকেই জানে, প্রেমটি অতীতের। তাই কাহিনীর ভেতর এক ধরনের অনিবার্য বেদনা কাজ করে। আমরা শুধু জানতে চাই না কী ঘটেছিল; আমরা জানতে চাই কেন ফ্রান্সেসকা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

প্রথম সাক্ষাৎ:

১৯৬৫ সালের গ্রীষ্ম। ফ্রান্সেসকার স্বামী ও সন্তানরা

কয়েক দিনের জন্য বাড়ির বাইরে-ইলিনয়ের এক কৃষিমেলায় গেছে। সেই সময় রবার্ট ম্যাডিসন কাউন্টির কাভার্ড ব্রিজগুলোর ছবি তুলতে আসে। পথ হারিয়ে সে ফ্রান্সেসকার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং রোজম্যান ব্রিজের পথ জানতে চায়।

ফ্রান্সেসকা শুধু পথ বলে দেন না; নিজেই গাড়িতে উঠে তাঁকে পথ দেখাতে যান। এই সামান্য সৌজন্যই কাহিনীর বাঁক।

রোজম্যান ব্রিজের দিকে সেই যাত্রা আসলে দুই মানুষের ভেতরের অদৃশ্য সেতু নির্মাণের শুরু। প্রথমে কথা, তারপর কৌতূহল, তারপর আকর্ষণ, তারপর এক গভীর মানসিক মিলন। তারা কথা বলে শিল্প, ভ্রমণ, জীবন, নিঃসঙ্গতা, অপূর্ণতা এবং মানবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

ফ্রান্সেসকা বুঝতে পারেন, বহু বছর পর কেউ তাঁকে শুধু স্ত্রী বা মা হিসেবে নয়, একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখছে।

তাদের সম্পর্ক মাত্র চার দিনের। কিন্তু ওয়ালার এই চার দিনকে সাধারণ সময় হিসেবে দেখাননি। যেন সময় হঠাৎ ঘন হয়ে ওঠে। সাধারণ জীবনে যা বছরের পর বছরেও ঘটে না, তা ঘটে কয়েকটি বিকেল, কয়েকটি রাত, কয়েকটি কথোপকথন এবং কয়েকটি নীরব দৃষ্টির মধ্যে।

এই প্রেমের মধ্যে আবেগ আছে, শারীরিক আকর্ষণ আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে আত্মিক স্বীকৃতি। ফ্রান্সেসকা অনুভব করেন, তিনি আবার জীবন্ত। রবার্ট অনুভব করেন, তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণের অর্থ যেন এই সাক্ষাতে এসে পূর্ণতা পেল।

রবার্ট ফ্রান্সেসকাকে তাঁর সঙ্গে চলে যেতে বলেন। এখানে উপন্যাসটি সবচেয়ে গভীর নৈতিক দ্বন্দ্বে প্রবেশ করে।

ফ্রান্সেসকা কি যাবেন? গেলে তিনি কি নিজের প্রতি সত্য থাকবেন? না গেলে কি তিনি নিজের জীবনের সবচেয়ে সত্য মুহূর্তটিকে অস্বীকার করবেন?

তিনি জানেন, রবার্টের সঙ্গে গেলে তিনি এক অন্য জীবন পাবেন। ভ্রমণ, স্বাধীনতা, শিল্প, গভীর প্রেম-সবই সেখানে আছে। কিন্তু পেছনে থাকবে স্বামী, সন্তান, পরিবার, সামাজিক আঘাত, অপরাধবোধ এবং ভেঙে যাওয়া জীবনের দায়।

তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর চলে যাওয়া শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হবে না; তা সন্তানদের জীবন, স্বামীর মর্যাদা এবং পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে দেবে।

এইখানেই ফ্রান্সেসকার চরিত্রের মহত্ত্ব ও বেদনা। তিনি নিজের হৃদয়কে অস্বীকার করেন, কিন্তু তা কাপুরুষতার জন্য নয়; বরং দায়িত্বের ভয়াবহ সচেতনতা থেকে।

উপন্যাসের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত হলো বৃষ্টির মধ্যে সেই দৃশ্য। ফ্রান্সেসকা স্বামীর ট্রাকে বসে আছেন। সামনে রবার্টের গাড়ি। ফ্রান্সেসকার

শেষাংশ ৩১ পাতায়

এআই কি আসলেই বন্ধু হতে পারে?

অনিন্দিতা চৌধুরীঃ 'কার সাথে, বলো শব্দ ছুঁড়ে ফিরব বাড়ি/ মাঝরাতে, আমি তোমার কথা বলব কাকে?'। মাঝরাতে ঠিক এভাবেই মন কেমনের সুর বাজলে অনুপম রায়, জগজিৎ সিং কিংবা জোয়ান বায়েজের গান শুনতে শুনতে আপনি কাকে বলেন, আপনার মনের কথা? প্রায় হারিয়ে যাওয়া কোনো পুরোনো বন্ধু, পাশে শুয়ে থাকা ক্লান্ত সঙ্গী, নাকি দূরে-বহুদূরে বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া আপনার মাকে? কাউকেই কি বলা যায় এখন আর, মনের মধ্যে কী ভীষণ জটিলতায় গুমরে মরছেন?

হয়তো অনেকেই পারেন কাউকে না কাউকে বলতে, আবার বলতে না পারা মানুষের সংখ্যাও কম নয়। আবার কারো কাছে, মনের কথা এভাবে ভাগ করে নেওয়াটা দুর্বলতা। তাই তারা বেছে নেন মানুষ নয়, এমন কাউকে-যে তাকে পরে সেই কথাগুলো মনে করিয়ে দেবে না, কিংবা দুর্বলতার সুযোগ নেবে না।

বর্তমান সময়ে এমন একটি সঙ্গী হচ্ছে চ্যাটজিপিটি বা জেমিনি। প্রতিদিনের কাজের ফুট-ফরমাশ খাটতে খাটতে সে হয়ে উঠেছে আমাদের নিত্যদিনের বন্ধু। ফ্রি ভার্সন থেকে প্রিমিয়ামের যাত্রায় যেতে তাই বেশিক্ষণ লাগে না। অনেকে তো কথোপকথন সাবলীল করার জন্য এআইকে নামধামও দেন, যাতে সে কখনো রাগে-দুঃখে অনুযোগ না জানাতে পারে, 'তোমার দেওয়া আমার কোনো নাম ছিল না, নাম ছিল না!'

তুই, তুমি, আপনি-বন্ধুত্বের এমন সব সম্বোধনেই এআইকে ডাকাডাকি চলে। বাংলা, ইংরেজি, নতুন শেখা কোনো ভাষা, বাদ যায় না কিছুই। এ যেন সবার দৃষ্টি লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজেকে তুলে ধরার অন্যতম এক জায়গা হয়ে উঠেছে। তবে এসবই তো এক পক্ষের কথা। মানুষের কথা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিক্রিয়া কেমন? কী কারণে মানুষ তাকে মাঝে মাঝে মানুষের চেয়েও বেশি ভরসা করে ফেলতে যাচ্ছে?

চ্যাটবট কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে?

এর একদম সত্যি উত্তর হচ্ছে, না। পারে না। একজন মানুষ আপনাকে যে প্রতিক্রিয়া দেবে, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমেয় না। অনেকদিন ধরে কারো সঙ্গে মেলামেশা করলে তার আচরণের একটি প্যাটার্ন দাঁড় করানো যায় ঠিকই। কিন্তু মানবসঙ্গীরা হঠাৎ করে কী করে বা বলে বসবে- তা বোঝা আজও মুশকিল। চ্যাটবট আপনাকে চমকে দিতে পারবে না। সে বারবার আপনার কাছে জানতে

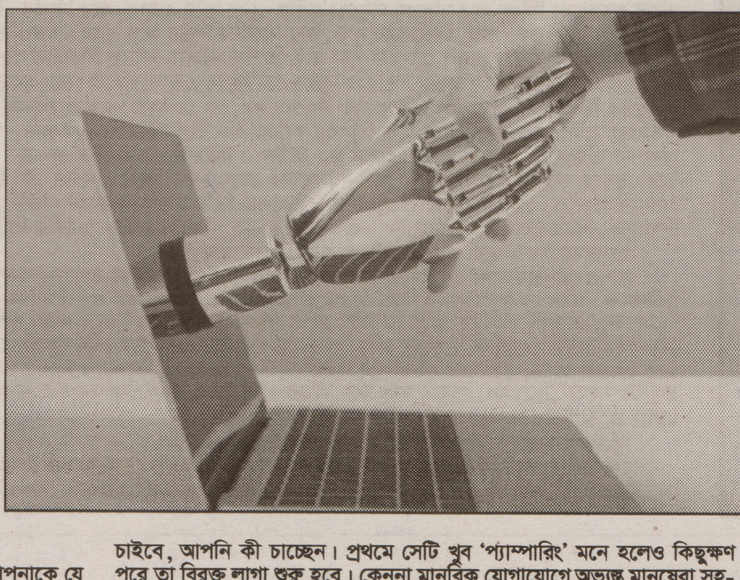

চাইবে, আপনি কী চাচ্ছেন। প্রথমে সেটি খুব 'প্যাম্পারিং' মনে হলেও কিছুক্ষণ পরে তা বিরক্ত লাগা শুরু হবে। কেননা মানবিক যোগাযোগে অভ্যস্ত মানুষেরা সহ-জাতভাবে ইশারা-ইঙ্গিত, হ্যাঁ-না, এমনকি কণ্ঠের দ্বিধা বোঝার ক্ষমতাও রাখে।

এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কেননা এটি আদতে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং বা ভাষা শিখন মডেল, যা আপনার কাছ থেকে শিখে আপনাকে উত্তর দিচ্ছে।

এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলায় পড়া একটি সাই-ফাই নভেল 'প্রজেক্ট নেবুলা'র কথা। ওখানে একটি রোবট ছিল। নাম তার এপসিলন। সে কথা বলতে পারতো। 'মানুষের মতো' কথা বলার জন্য এপসিলনের কদর ছিল অনেক। এপসিলন তার সময়ের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তারও একটি সীমাবদ্ধতা ছিল, সে প্রশ্নের উত্তর দিত প্রশ্ন দিয়ে। তার মডেলটাই ওভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এই সীমাবদ্ধতাই আবার তার সবচেয়ে মজার দিক ছিল-যা কিনা তাকে অনেকটা কৌতূকপূর্ণভাবে উপস্থাপন করত।

আমাদের সদ্য পরিচিত চ্যাটবটরা, এই যে চ্যাটজিপিটি, জেমিনি, গ্রক-তারাও মোটামুটি এই ফর্মুলায় চলে। তাইতো প্রশ্নের পর বেশ অনেকটা উত্তর দিয়ে, তারপর আবার প্রশ্ন করেন, পরের উত্তরগুলো কেমন হবে, সে বিষয়ে।

চ্যাটবট আপনাকে ভালো বোধ করাবে, এটি মোটমাট সবার ক্ষেত্রেই সত্যি। তবে আপনি যদি চান, সে আপনাকে নিয়ে বেশ ভালোমতো মজাও নিতে পারবে। এই তো কিছুদিন আগেই সবাই 'রোস্ট মি' প্রম্পট দিয়ে নিজেকে যেচেপড়ে অপমান করিয়ে, সেটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বেড়াচ্ছিল। যদিও এতেও থাকবে ভদ্রতার মিছরিতে গোলা একটি সংবিধিবদ্ধ সতর্কবাণী-যে এইটুকুতেই আপনার তৃপ্তি হয়েছে, নাকি রোস্টিংয়ের এই মশলা মাখানোতে আরও গভীরে যাওয়ার অনুমতি তার আছে? এমনিতে যদি আপনি ক্লান্ত প্রাণ এক হয়ে, দু দণ্ড শান্তি খোঁজেন, তবে বনলতা সেনের জায়গায় এআই আপনাকে সেখানার হালকা-ফুলকা ব্যবস্থা করেই দিতে পারবে। আর যদি চান, নামটাই না-হয় রেখে দিলেন তার-বনলতা সেন?

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance

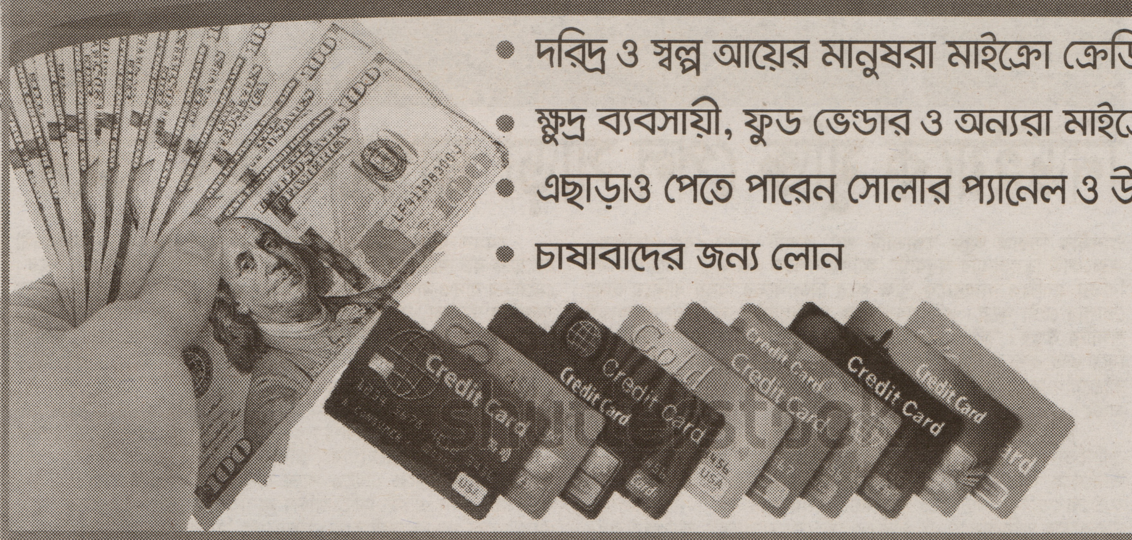

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেতে পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম,
কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

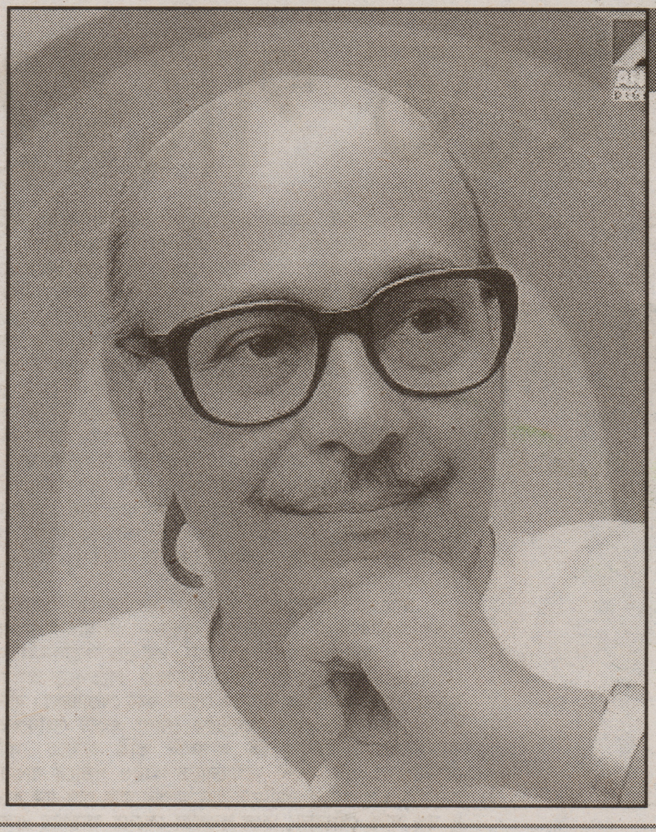

গানের ভেলায় স্মৃতির খেয়ায়- ষোল

আধুনিক সুরের বৈপ্লবিক রূপকার সলিল চৌধুরী

বাংলা সংগীতে সলিল চৌধুরীর আবির্ভাব কোনো মন্থর বিবর্তন নয়, বরং এক আপোষহীন নন্দনতাত্ত্বিক দ্রোহ। তার আগমন যেন স্থাপত্যের ক্যানভাসে এক সাহসী জ্যামিতি, কর্ষিত ক্ষেতে এক কালান্তরের বীজ আর নিঝুম জনপদে এক সচকিত জাগরণ। তাঁর পূর্বে গান ছিল প্রথাবদ্ধ, সুর ছিল চেনা আলো-ছায়ায় বন্দি, কাব্যের সুষমা আর রাগ-সংগীতের ঐশ্বর্যও ছিল মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমের অলংকার। সলিল চৌধুরী এসে সেই জমাটবদ্ধ সুরের রাজপ্রাসাদ ভেঙে তাকে রাজপথের মিছিল আর সাধারণ মানুষের হৃৎস্পন্দনের সাথে একাত্ম করে দিলেন। তিনি দেখালেন– গান একই সঙ্গে মিছিলের পা, প্রেমিকের নিঃশ্বাস, শ্রমিকের ঘাম, শিশুর বিস্ময়, চলচ্চিত্রের দৃশ্য, আর সিম্ফনির বিস্তার হতে পারে। পঞ্চকবির ঐতিহ্যের পর বাংলা গানে যে কয়েকজন স্রষ্টা নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সলিল চৌধুরীর নাম তাই বিশেষ মর্যাদায় সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। বাংলা গানের একরৈখিক মেলোডির শান্ত সলিলে সলিল চৌধুরী ছিলেন এক আকস্মিক কালবৈশাখী। তাঁর আবির্ভাব যেন সুরের একঘেয়েমিকে ভেঙে চুরমার করে এক উত্তাল তরঙ্গের জন্ম দিয়েছিল। গান যে কেবল নিভৃত অন্তপুরের বিলাসিতা কিংবা অলস বিকেলের দীর্ঘশ্বাস নয়, তা যে হতে পারে কারখানার চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, রাজপথের মিছিলে ফেটে পড়া শতসহস্র বুটের আওয়াজ, কিংবা ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার এক তীব্র অবিনাশী প্রতিধ্বনি, তা-ই তিনি দেখিয়ে দিলেন। তিনি সুরের জমিনে কোনো প্রথাগত আলপনা আঁকেননি, বরং গড়ে তুলেছিলেন এক জটিল ও মহিমান্বিত সাঙ্গীতিক স্থাপত্য। যেখানে প্রতিটি সুরের ওঠানামা এক একটি ইটের মতো দৃঢ়, আর তার ভেতরে স্পন্দিত হতো এক বিশ্বজনীন সিম্ফনির মহাকাব্যিক বিস্তার। সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৯২৫ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গাজীপুর-হরিনাভি অঞ্চলে। ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সুরকার, গীতিকার, সংগীত পরিচালক, কবি, গল্পকার, বাঁশিবাদক, পিয়ানোবাদক, অর্কেস্ট্রেটর এবং সর্বোপরি এক গভীর সামাজিক চেতনার শিল্পী।

আসামের অরণ্য-ছায়া এবং এক বিরল শ্রবণ-মেধার অন্বেষণ

সলিল চৌধুরীর সাঙ্গীতিক বীজটি রোপিত হয়েছিল সুদূর আসামের চা-বাগানের অরণ্যঘেরা পরিবেশে। পিতা জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন ব্রিটিশ চাকুরিজীবী চিকিৎসক। তবে কেবল মানুষের নাড়ি দেখাই তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল না, তাঁর অন্দরে বাস করত এক গভীর সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষ। তার সংগ্রহে ছিল বিটোভেন, মোজার্ট, বাখ কিংবা চায়কভস্কির মতো পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের অজস্র দুর্লভ গ্রামোফোন রেকর্ড। শৈশবের সেই দিনগুলোতে একদিকে যখন ড্রয়িংরুমে বাজত ওয়েস্টার্ন সিম্ফনির জটিল কর্ড আর হারমনি, অন্যদিকে তখন জানালার ওপারে চা-বাগানের কুলি-মজুরদের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসত ঝুমুর আর মাদলের মাটির সুর। এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সুরের স্রোত কিশোর সলিলের মননে এক অদ্ভুত রসায়ন তৈরি করেছিল। তিনি কান পেতে শুনতেন প্রকৃতির সংযত কোলাহল, পাতার মর্মর আর ঝড়ের গর্জন। এই বিরল শ্রবণক্ষমতাই পরবর্তীতে তাঁকে কেবল একজন সুরকার নয়, বরং একজন আন্তর্জাতিক মানের অর্কেস্ট্রেটর হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

দুর্ভিক্ষের রাস্তা থেকে গণনাট্যের বারুদ-স্বাক্ষর

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রজীবনে পা রাখার পর সলিল চৌধুরীর সামনে উন্মোচিত হলো এক অন্য বাস্তবতার ক্যানভাস। ১৯৪০-এর দশকের সেই উত্তাল সময়–একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া, অন্যদিকে তেভাগা আন্দোলনের বারুদ আর পঞ্চাশের মন্বন্তরের *শেষাংশ ৩৭ পাতায়*

মা হওয়ার কথা নিশ্চিত করলেন সামান্থা

গত বছরের ১ ডিসেম্বর 'ফ্যামিলি ম্যান' পরিচালক রাজ নিদিমরুকে বিয়ে করেন দক্ষিণি অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। তারকা দম্পতির সংসারে আসছে নতুন অতিথি। গত সপ্তাহেই সামান্থার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছিল বিভিন্ন গণমাধ্যম, এবার সামান্থা নিজেই সুখবরটি ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করলেন। নিজের নতুন ছবি 'মা ইনতি বাঙ্গারাম'-এর সাফল্য উদ্‌ যাপন অনুষ্ঠানে তিনি জানান, বর্তমান শারীরিক অবস্থার কারণে শিগগিরই তিনি একটি ছোট মাতৃত্বকালীন বিরতি নেবেন। তাঁর ভাষায়, ছবিটির কাজ শেষ করার পর কিছুদিনের জন্য বিরতিতে যেতে হবে, তবে পরে আবার নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকদের কাছে ফিরবেন।

কীভাবে গুঞ্জনের শুরু?

কয়েক দিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর গর্ভধারণ হওয়ার খবর নিয়ে জল্পনা চলছিল। 'মা ইনতি বাঙ্গারাম'-এর সাফল্য অনুষ্ঠানের কিছু ভিডিওতে ভক্তরা সম্ভাব্য বেবি বাম্প লক্ষ করার পর আলোচনা শুরু হয়। পরে ছবির পরিচালক নন্দিনী রেড্ডিও এ বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেন। সামান্থা-রাজের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান'-এর কাজের সময়। পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যাওয়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন বাড়তে থাকে।বিয়ের পর সামান্থার একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারও আবার ভাইরাল হয়। সেখানে রাজের পাঠানো একটি ভিডিও বার্তা দেখে সামান্থাকে লজ্জা পেতে দেখা যায়।বার্তায় রাজ তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও তামিল-তেলুগু দুই ইন্ডাস্ট্রিতে সমান দক্ষতার *শেষাংশ ১৫ পাতায়*

নিউইয়র্কে মুক্তি পেল সাড়া জাগানো ছবি 'রইদ'

তানভীর সিরাজ অন্তঃ 'পোভার্টি পর্ন' শব্দটি এখন বেশ প্রচলিত। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, আশির দশকে এর জন্ম। অনেক সময় বিভিন্ন এনজিও দারিদ্র্যকে পুঁজি করে বিজ্ঞাপনের বিষয় বানিয়ে টাকা তোলার চেষ্টা করে। এই প্রবণতাকে পর্নোগ্রাফির সঙ্গে তুলনা করেই শব্দটির উদ্ভব। 'রইদ' সিনেমা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি পোভার্টি পর্ন নিয়ে এত কথা বলছি, কারণ এই সিনেমা নিয়েও কেউ না কেউ এমন অভিযোগ তুলবেন। আমি শুরুতেই অভিযোগটাকে খারিজ করে দিতে চাচ্ছি!

মানুষের আদিম জৈবিক সত্তার কাছে কি ধনী বা দরিদ্রের কোনো শ্রেণিভেদ আছে? মিলনের শেষে মহাকাল আশ্রয় নেয় কোনো এক জীবদেহে; কিন্তু সেই অমৃতের জন্য সুদীর্ঘ সমুদ্র মন্থনের পর কাউকে না কাউকে তো বিষ পান করে 'নীলকণ্ঠ' হতেই হয়! 'রইদ' সিনেমায় সেই নীলকণ্ঠের ভূমিকায় যে-ই থাকুক, তা কোনোভাবেই 'দারিদ্র্য' নয়। মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের অস্তিত্বের যে আকাঙ্ক্ষা, তাকেই আমরা নীলকণ্ঠ বলে ডাকতে চাই।

'রইদ' শব্দটা রোদ শব্দেরই আঞ্চলিক রূপ। কোন সে অঞ্চল? আন্তর্জাতিক দর্শকেরা হয়তো বুঝবে না, কিন্তু বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষ মাত্রই কিছুটা হোঁচট খাবে। কারণ সিনেমার দৃশ্যায়নে দেখবে সিলেটের পাহাড়ঘেরা নীলাভ পানির পাশে বাস করা কিছু মানুষ দিনাতিপাতের কথাবার্তার পাশাপাশি সাবলীলভাবে খিস্তি খেউড়ও করছে খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাতেও! পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন যেন শুরুতেই দর্শকের মনের জোরের পরীক্ষা নিতে চাইলেন।

পর্দায় ভেসে আসতে থাকল একের পর এক পরাবাস্তব দৃশ্য। খুব বেশি মনযোগী দর্শক মাত্রই খেই হারানোর কথা এমন দৃশ্যবানের ঢল নামতে দেখে। অমনোযোগী দর্শকের জন্য অবশ্য ভাবনা নেই! সহজ সরল সংলাপ শুনে শুনে দিব্যি একটা মানব-মানবীর প্রেমের গল্পের সিনেমা দেখে নিতে পারে।

যেমন ধরুণ, একজন মধ্যবয়সী দরিদ্র পুরুষ এক অল্পবয়সী মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়ে তাকে আগলে রাখতে চায় জান-প্রাণ দিয়ে। মেয়েটার যদিও মাথার এক আধটু সমস্যা আছে। এরপর সম্পর্কে কখনো কামনার তীব্রতা, কখনো দুরত্ব, কখনো একের অভাববোধে অন্যের বিপন্ন জীবন, কখনো ফিরে আসা, কখনো সম্পর্কে ঈর্ষার ছায়া, কখনো শিশুর আদুরে পুতুলটার মতো করে আগলে রাখার চেষ্টা-সবকিছু মিলে একটা সহজ-সরল প্রেমের গল্পই তো বলা যায় এই সিনেমাকে, তাই না? আচ্ছা, একেবারে সহজ-সরল নাহয় না-ই বা বলি, কারণ এটুকু পড়েই মনোযোগী কিংবা অমনোযোগী সব দর্শক মিলে দল বেঁধে তেড়ে আসতে পারে। কারণ মনোযোগীরা আমার মূর্খতায় হতাশ হবে, আর অমনোযোগীরা নিতে চাইতে পারে অপমানের বদলা! তারচেয়ে বরং ধরে নেই রইদ একটা অতি জটিল মানবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের গল্প - এতেও তো খুব সহজেই বুঝে ফেলা গেল সিনেমাটা, তাই না?

না, তা না! আর এখানেই তো রইদের আসল আনন্দ। নিখুঁত শিল্পের আনন্দ। এই শিল্প যে যার মতো বুঝে নিতে পারবে, উপভোগ করতে পারবে। সংলাপের কথা একটু আগেই যা বলেছি, তা কিন্তু সত্য। জটিল সব শব্দ মেশানো দীর্ঘ অবোধ্য বাক্যের অত্যাচার নেই, নেই অতি সাহিত্যিক গাম্ভীর্যের মেকি প্রদর্শনী। ঠিক যেন 'সহজিয়া' গান, কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান বা জটিল শাস্ত্রপাঠ বাদ দিয়ে মানুষের স্বভাবজাত বা 'সহজ' পথে আত্মোপলব্ধি করা। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মনে করে, দৈহিক ও মানসিক সাধনার মাধ্যমে পরম সত্যকে পাওয়ার চেষ্টা করাই যেমন সহজিয়া দর্শনের লক্ষ্য, রইদ নিয়ে সুমনের লক্ষ্যও যেন তাই।

লেখাটা একটু ছাড়া ছাড়া করেই লিখতে হচ্ছে, সিনেমাটা মাত্রই মুক্তি পেলো তো। অনেকেই এখনও দেখেনি, তাই সিনেমা দেখার আগেই খোলামেলাভাবে বলে দেয়াটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে না। তবে খানিক রেখে ঢেকে নিজের অনুভূত কিছু অনুভূতি আড়ালে-আবডালে যে অল্প বলব না, তাও না। যেমন, *শেষাংশ ৩৮ পাতায়*

টেইলর সুইফটের বিয়ে নিয়ে জল্পনা

পপসংগীতের দুনিয়ায় টেইলর সুইফটের নাম এখন একাই একটি ব্র্যান্ড। অন্যদিকে আমেরিকান ফুটবলের তারকা ট্রাভিস কেলসি মাঠের নায়ক। কয়েক বছর ধরে এই দুই সুপারস্টারের প্রেম বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়। এবার সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে তাঁদের সম্ভাব্য বিয়ে। যদিও টেইলর বা ট্রাভিস কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের তারিখ ঘোষণা করেননি, তবু নিউ-ইয়র্ক শহরে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনা নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে। রাস্তা বন্ধের অনুমতি, হোটেল বুকিং, নিরাপত্তা সংস্থার প্রস্তুতি, এমনকি শহরের মেয়রের মন্তব্য-সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে, বছরের সবচেয়ে আলোচিত সেলিব্রিটি বিয়েটি হয়তো দরজায় কড়া নাড়ছে।

প্রেম থেকে বাগ্‌দান

২০২৩ সালে প্রকাশ্যে আসে টেইলর সুইফট ও ট্রাভিস কেলসির সম্পর্ক। এরপর কনসার্ট, ফুটবল ম্যাচ, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-সব জায়গায় তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। ২০২৫ সালের আগস্টে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুগল ছবি প্রকাশ করে তাঁরা বাগ্‌দানের ঘোষণা দেন। সেই পোস্টের ক্যাপশন ছিল রসিকতাপূর্ণ-'তোমাদের ইংরেজি শিক্ষক *শেষাংশ ২৩ পাতায়*

Stories Stitched Across Continents

A festival celebrating 30 years of Bengali theatre in New York

Masks and Metaphors

DHAKA DRAMA 30

ঢাকা ড্রামা'র ৩ দশক

JCAL A collaboration with Jamaica Performing Arts Center

Saturday, August 1st, 2026

1:00 PM to 10:00 PM

Jamaica Performing Arts Center

153-10 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432

For tickets

Participating groups:

Bond Street Theatre, Radical Evolution, ECTA, Theatre In Life, On Dialogue, and Dhaka Drama

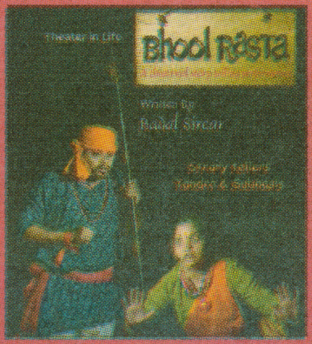

Supported by Diaspora

Sponsored by utshob.com YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE · THE GFB GROUP · healthfirst Health Insurance for New Yorkers · TrueMed · EXIT Exit Realty DKC Parade of Homes Saidur Lingkon

Media Partners : বাঙালী TBN 24

Contact: 646-872-5787/917-374-9493/646-623-0832/917-415-3805/609-666-7361. www.dhakadrama.com

একটি বিশেষ শিশুর সাথে কথা বলার জন্য রাস্তায় বসে পড়েন মেয়র জোহরান মামদানি।

মেয়র মামদানির বৃহস্পতি তুঙ্গে

শেষের পাতার পর
নিজের পরাজয় স্বীকার করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন।

আসল পার্টি চলছিল প্রায় তিন মাইল দূরে। সেখানেই জোহরান মামদানি তাঁর সমর্থিত জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে তিনটি বিজয় উৎসবের শেষ পর্বটি সারছিলেন। এই প্রার্থীরা হয়তো মামদানির সমর্থন ছাড়া কংগ্রেসে পৌঁছাতে সংগ্রাম করতে হতো। অথচ মাত্র এক বছর আগেই ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়রপ্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনে (প্রাইমারি) অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে জোহরান রাজনৈতিক বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন।

জোহরান মামদানি বলেন, 'আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, গত জুনে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে যা ঘটেছিল, তা কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। সেটা শেষ ছিল না, ছিল শুরু।'

এসব জয় প্রমাণ করে, নিউইয়র্কের রাজ-নীতি ও ডেমোক্রেটিক পার্টিতে এখন ক্ষমতার নতুন এক কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। ব্রুকলীনভিত্তিক হাউজ ডেমোক্রেট নেতা হাকিম জেফরি তাঁর দলের দুজন বর্তমান সদস্যকে হারিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি একদল উদীয়মান আন্দোলনকারীর মুখোমুখি হচ্ছেন। ডেমোক্রেটিক রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা এই সাফল্যে মোটেও খুশি নন।

এই নেতারা দাবি করছেন, তাঁরা নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন এবং এমন একজন মেয়র পেয়েছেন, যাঁকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। মামদানিবিরোধী সিটি কাউন্সিলের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিএনএনকে বলেন, মেয়রের চারপাশে থাকা তাঁর মিত্ররা এখন একটি কথাই বলাবলি করছেন–মামদানি শুধু নিজের শর্তেই বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী।

বিরোধী কাউন্সিল সদস্যরা এখন মামদানিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উপায় খুঁজছেন। তা হতে পারে তাঁর কোনো উন্নয়ন কাজের তহবিল আটকে দিয়ে বা অন্য কোনো ছোটখাটো উপায়ে তাঁকে খাটো করে।

তবে মামদানি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলছেন, একটা বিপ্লব দেখতে এমনই হয়, যা তাঁর নিজের শর্তে চলছে। তিনি আভিলা শেভালিয়ার নামের এক সাবেক নির্বাচনী স্বেচ্ছাসেবককে বড় পদে নিয়ে এসেছেন, যাঁর অতীতের অনেক টুইট নিয়ে বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক আছে এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের পক্ষে সমাবেশে যোগ দেওয়ার রেকর্ড রয়েছে। হিস্প্যানিক ককাসের চেয়ারম্যানের মতো প্রভাবশালী নেতা থাকা সত্ত্বেও মামদানি শেভালিয়ারকে কংগ্রেসের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন।

অথচ গত বছর অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে মামদানির প্রাথমিক বাছাইয়ে জয়ের পর অন্য ডেমোক্র্যাটরা যখন পাশে ছিলেন না, তখন এসপাইলাট নিজেই মামদানিকে সমর্থন করেছিলেন। মেয়রের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানেন, এমন দুজন ব্যক্তি বলেন, মেয়র প্রথমে আভিলা শেভালিয়ারের জেতার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট এবং অন্য মিত্রদের নিয়ে সিটি হলে এক বৈঠকে তিনি শেভালিয়ারকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মামদানির কম্যুনিকেশন ডিরেক্টর অ্যানা বার সিএনএনকে বলেন, মেয়র মামদানি এক ভিন্ন ধরনের রাজনীতির উদাহরণ তৈরি করছেন, যা কোনো কোটিপতির অর্থায়নে বা পরামর্শকদের বুদ্ধিতে চলে না; বরং খেটে খাওয়া মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়। নিউ-ইয়র্কবাসী ঠিক এটাই চাচ্ছেন। তাঁর সমর্থিত প্রার্থীরাও এই আদর্শেরই প্রতীক এবং সে কারণেই আজ (মঙ্গলবার) রাতে এই পুরো প্যানেলটি জয়ী হয়েছে।

নির্বাচনে শেভালিয়ারের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর অ্যানা বারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেয়র কি এই নির্বাচনী লড়াইয়ের পর সবার সঙ্গে আবার সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন, নাকি এখন বাকিদেরই তাঁর কাছে আসতে হবে? জবাবে বার সংক্ষেপে একটি টেক্সট মেসেজ পাঠান, যাতে কেবল একটি ইমোজি ছিল।

নিউইয়র্ক নিক্স বাস্কেটবল দলের ভক্ত মামদানি দলটির সাম্প্রতিক চ্যাম্পিয়ন হওয়া উদযাপন করতে গিয়ে সুপারস্টার গার্ড জ্যালেন ব্রুনসনের দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেন।

সেই ক্লিপে ব্রুনসনকে বলতে শোনা যায়, 'অনেকে অনেক নেতিবাচক কথা বলেন। অনেকের অনেক মতামত থাকে। কিন্তু আপনি যখন তাঁদের ভুল প্রমাণ করে দেবেন, তখন তাঁদের মুখে কিছু বলার আর দরকার পড়ে না।'

বর্তমান ডেমোক্র্যাট দুই সদস্যকে

মামদানির নিশানা

গত বছর মামদানি জেতার কিছুদিন পরই হাকিম জেফরিস মামদানির উপদেষ্টাদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অবগত দুজন ব্যক্তি জানান, জেফরি বলেছিলেন-তাঁরা যদি ডেমোক্রেটিক পার্টির বর্তমান কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে লড়তে চান, তবে যেন সরাসরি তাঁর (জেফরিসের) বিরুদ্ধে লড়েন।

শুরুতে মামদানি তেমন কিছু করেননি। তাঁর কিছু মিত্রের অস্বস্তি বাড়িয়ে তিনি সিটি কাউন্সিলর চি ওসের হাত থেকে জেফরিসকে বাঁচাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ওসে ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সমর্থক। কিন্তু মামদানি তাঁর বিরুদ্ধে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার (ডিএসএ) স্থানীয় শাখাকে খেপিয়ে তোলেন।

এরপর মামদানি এনবিসির 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে গিয়ে পরিষ্কার বলেন, ডেমোক্র্যাটরা হাউজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তিনি জেফরিসকেই স্পিকার হিসেবে দেখতে চান।

মঙ্গলবার সকালে ওসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মামদানি অন্যদের সমর্থন দিলেও তাঁর সম্ভাব্য নির্বাচনী লড়াইয়ে তাঁকে কেন সমর্থন দিলেন না? ওসে সিএনএনকে বলেন, 'আমার কাছে এর কোনো উত্তর নেই।'

এক মেয়াদেও কংগ্রেস সদস্য ড্যান গোল্ডম্যান গত বছর মামদানির ইসরাইলবিরোধী অবস্থানের কারণে তাঁকে সমর্থন করতে রাজি হননি। অবশ্য গোল্ডম্যানের এলাকার বেশির ভাগ মানুষই মামদানিকে ভোট দিয়েছিলেন। তাই গোল্ডম্যান আগে থেকেই মামদানির নজরে ছিলেন। মামদানি অন্য এক ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট সিটি কাউন্সিল সদস্যকে নির্বাচনে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। কারণ, তিনি ব্র্যাড ল্যান্ডারকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। ল্যান্ডারকে মামদানি প্রথমে তাঁর পছন্দের ফার্স্ট ডেপুটি মেয়রের পদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্র্যাড কংগ্রেস নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে সেই পদ নেননি।

ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে ব্রুকলীনের এক ভোটকেন্দ্রের বাইরে গোল্ডম্যান সিএনএনকে বলেন, 'আমার মনে হয়, ব্র্যাডকে আমার জন্য সমস্যা বানিয়ে দেওয়াটা তাঁর (মামদানি) জন্য বেশ সহজ কাজ ছিল।'

মামদানি নিজেকে ল্যান্ডারের নির্বাচনী প্রচারে সঁপে দেন। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে তিনি ল্যান্ডারের সঙ্গে মঞ্চে ওঠেন। সেখানে তাঁরা এক বিশাল জয় উদযাপন করেন।

তবে কংগ্রেসসদস্য নিডিয়া ভেলাজকুয়েজের আসনের লড়াইটি ছিল অনেক বেশি জটিল ও উত্তেজনাপূর্ণ। ভেলাজকুয়েজ মামদানির মেয়র নির্বাচনের শুরুর দিকে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। গত জুনে মামদানির জমকালো বিজয় পার্টিতে বক্তব্য দিয়ে সমর্থকদের করতালি পেয়েছিলেন। পওে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি মামদানিকে সমর্থন করার জন্য অনুতপ্ত কি না। এই কংগ্রেস সদস্য জানান, তিনি কেবল মামদানির কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময় তাঁকে তিনি তুলনামূলক ভালো বিকল্প মনে করেছিলেন।

বিদায়ী এই কংগ্রেস সদস্য প্রথমে চেয়েছিলেন তাঁর জায়গায় কোনো নারী আসুক। বিশেষ করে তাঁর মতো পুয়ের্তোরিকান বংশোদ্ভূত কোনো নারী। ঘটনার বিষয়ে অবগত কয়েকজন ব্যক্তি জানান, ওই এলাকার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকা দুই নারী সিটি কাউন্সিলর টিফানি কাবান এবং স্টেট সিনেটর জুলিয়া সালাজারকে মামদানি স্পষ্টভাবেই মেনে নেননি। কারণ, ডিএসএর সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রথমে মামদানির মেয়র পদে দাঁড়ানো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁদের আশঙ্কা ছিল, মামদানি হেরে গেলে সোশালিস্ট আন্দোলন পিছিয়ে পড়বে। এবার মামদানি ক্লেয়ার ভালদেজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন, যিনি মাত্র এক মেয়াদের অ্যাসেম্বলি সদস্য ছিলেন। তিনি শুরুর দিকেই মামদানির মেয়র নির্বাচনকে সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মামদানি ততক্ষণে জেনে গিয়েছিলেন, ভেলাজকুয়েজ ব্রুকলীন বরো প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও রেনোসোকে সমর্থন করবেন।

মামদানি বারবার ভেলাজকুয়েজকে অনুরোধ করছিলেন, তিনি যেন রেনোসোর নাম এখনই সবার সামনে প্রকাশ না করেন। এমনকি মামদানির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশের আগের দিনও তিনি এ অনুরোধ করেন, যেখানে তিনি নিজেই ভালদেজকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এই বিষয় তিনি ভেলাজকুয়েজকে জানাননি।

পরদিন সকালে ভেলাজকুয়েজ ওই সমর্থনের বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর তিনি মামদানির সঙ্গে সেদিন রাতের পূর্বনির্ধারিত নৈশভোজের আমন্ত্রণ বাতিল করে দেন।

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার জন্য সস্ত্রীক মেয়র জোহরান মামদানি।

বিশ্বকাপে আসল জয় মেয়র মামদানির

প্রথম পাতার পর

নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাঠের বাইরেও তিনি যেন নিজের মতো করে একটি বিশ্বকাপ জিতে নিচ্ছেন।

চলমান ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ঘিরে নিউইয়র্ক এখন বিশ্বের অন্যতম প্রাণবন্ত ফুটবল নগরীতে পরিণত হয়েছে। হাডসন রিভার পার্কে ব্রাজিল ও স্কটল্যান্ডের ম্যাচ দেখতে হাজারো মানুষের উপস্থিতি, টাইমস স্কয়ারে জার্মানি ও ইকুয়েডরের সমর্থকদের উচ্ছ্বাস এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন বিশ্বকাপের আমেজ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

স্থানীয়দের মতে, এই পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মেয়র জোহরান মামদানি। একজন রাজনীতিকের পাশাপাশি ফুটবলপ্রেমী হিসেবেও তিনি সমর্থকদের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছেন এবং বিশ্বকাপকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন।

ফিফার টিকিট নীতি নিয়ে আলোচনা চলাকালে মামদানি নিউইয়র্কবাসীর জন্য ৫০ ডলারের বিশেষ টিকিট-লটারির ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে স্টেডিয়ামে পানির বোতল বহনে নিষেধাজ্ঞার মতো বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নিয়েও তিনি আপত্তি জানান।

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যাওয়ার ট্রেনের ভাড়া ১৫০ ডলার নির্ধারণ করা হলে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুলের সঙ্গে সমন্বয় করে শাটল বাস চালুর উদ্যোগ নেন তিনি।

ইমিগ্রেশন ইস্যুতেও ভিন্ন বার্তা দিয়েছেন মামদানি। একটি ভিডিও বার্তায় তিনি নিউইয়র্ককে ইমিগ্রান্টদের সিটি হিসেবে তুলে ধরে বিশ্বজুড়ে আগত দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, ওয়েলকাম হোম।

মামদানির জনপ্রিয়তার সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনের সাম্প্রতিক সাফল্যেরও মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। আর্সেনালের সমর্থক এই মেয়রের প্রিয় ক্লাব দীর্ঘ ২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতেছে। একই সময়ে তাঁর প্রিয় বাস্কেটবল দল নিউইয়র্ক নিক্সও ১৯৭৩ সালের পর প্রথমবার এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের প্রতিষ্ঠাতা জুল রিমের যে বৈশ্বিক সম্প্রীতির ভাবনা ছিল, নিউইয়র্কে বিশ্বকাপ আয়োজন ঘিরে মামদানির উদ্যোগে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। মাঠের বাইরেও ফুটবলকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রচেষ্টার জন্য তিনি এখন আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

এবারের বিশ্বকাপে দর্শকের রেকর্ড

প্রথম পাতার পর

৩৫৭ জনে পৌঁছেছে। এর মধ্য দিয়ে ভেঙে গেছে ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপের প্রায় ৩৬ লাখ দর্শকের রেকর্ড। নিউজার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে জার্মানি ও ইকুয়েডরের ম্যাচ চলাকালে দ্বিতীয়ার্ধে স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে নতুন এই রেকর্ড প্রদর্শন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারিজুড়ে উচ্ছ্বাস আর করতালিতে মুখর হয়ে ওঠেন দর্শকেরা।

রেকর্ডটি যে আরও বড় হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, ১০৪ ম্যাচের এই বিশ্বকাপে এখনো ৪৮ ম্যাচ বাকি। ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে ৫২টি ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছিল। সে হিসেবে এবারের সম্প্রসারিত বিশ্বকাপে দর্শক উপস্থিতির সংখ্যা শেষ পর্যন্ত প্রায় দ্বিগুণেও পৌঁছাতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে গড়ে স্টেডিয়ামের ৯৯ শতাংশেরও বেশি আসন পূর্ণ হয়েছে। যদিও টিকিটের উচ্চমূল্য এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক সমর্থক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে পারেননি বলে মনে করেন কলেজ অব দ্য হোলি ক্রসের ক্রীড়া অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ভিক্টর ম্যাথেসন।

তাতে বিশ্বকাপ ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। দর্শক উপস্থিতির নতুন রেকর্ডই তার বড় প্রমাণ। সানফ্রান্সিসকো ইউনিভার্সিটির ক্রীড়া অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ড্যান রাশার বলেন, 'আমেরিকানরা বড় বড় মুহূর্তের অংশ হতে চায়। তারা এমন আয়োজনের সাক্ষী থাকতে চায়।'

১৭৩ গোলে এখনই রেকর্ড, থামবে কোথায়!

কাতার বিশ্বকাপের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়লো ২০২৬ বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র বনাম তুরস্কের ম্যাচেই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলের

নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অস্টন ট্রাস্টির করা গোলটি ছিল চলতি আসরের ১৭৩তম গোল। এর আগে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ১৭২টি গোল দেখে ফুটবল বিশ্ব। ম্যাচের শেষ পর্যন্ত গোল সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৭-এ, যেখানে তুরস্ক ৩-২ ব্যবধানে জয় তুলে নেয়। মাত্র ৫৯তম ম্যাচেই এই পুরোনো রেকর্ড ভেঙে গেল। যদিও বিষয়টি অনুমিতই ছিল। কাতার বিশ্বকাপে ১৭২ গোল হতে লাগে ৬৪টি ম্যাচ। এবার দল সংখ্যা ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ করায় মোট ম্যাচ হবে ১০৪টি। গোলবন্যার এই ধারা দেখে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'কাতারের ১৭২ গোলের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়া প্রমাণ করে, ২০২৬ বিশ্বকাপ কতটা রোমাঞ্চকর এবং আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিচ্ছে, যা একে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে।'

বিশেষজ্ঞরা এই গোলবন্যার পেছনে তিনটি মূল কারণ দেখছেন। প্রথমত, দল বাড়ায় দুর্বল রক্ষণভাগের বিপক্ষে বড় দলগুলো অনায়াসে গোল পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ইনজুরি টাইম নিখুঁতভাবে যোগ করায় ম্যাচগুলো ১০০ মিনিটের বেশি দীর্ঘ হচ্ছে। ফলে শেষদিকে ক্লান্ত ডিফেন্ডারদের ভুলে গোল বাড়ছে। তৃতীয়ত, নতুন বলের বাতাসে তীব্র গতি ও বাঁকানো গতিপথের কারণে গোলকিপাররা দূরপাল্লার শট ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

টুর্নামেন্টে এখনো ৫০টি ম্যাচ বাকি থাকায় গোল সংখ্যা ২৮০ ছাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

৬ গ্রুপের খেলা শেষ, দ্বিতীয় রাউন্ডে কে কার মুখোমুখি

বিশ্বকাপ-২০২৬ এর গ্রুপ এ, বি, সি, ডি, ই ও এফ-এর তিন ম্যাচ করে শেষ হয়েছে। এ ছয় গ্রুপ থেকে কারা দ্বিতীয় রাউন্ডে যাচ্ছে ও কারা বাদ পড়ছে তা অনেকটা নিশ্চিত। এদের মধ্যে কার খেলা কার সঙ্গে পড়ছে সেটি দেখে নেয়া যাক।

গ্রুপ-এ থেকে মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা; গ্রুপ-বি থেকে সুইজারল্যান্ড, কানাডা; গ্রুপ-সি থেকে ব্রাজিল, মরোক্কো; গ্রুপ ডি থেকে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া; গ্রুপ ই থেকে জার্মানি, আইভরি কোস্ট ও গ্রুপ এফ থেকে নেদারল্যান্ডস ও জাপান দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে।

আর এ গ্রুপগুলো থেকে তিন নম্বরে থাকা কয়েকটি দলের দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ শেষ হলে হিসাব নিকাশে তৃতীয়স্থানে থাকা সেরা আটটি দল দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে।

কে কার মুখোমুখি হচ্ছে

২৯ জুন গ্রুপ এ থেকে দ্বিতীয় হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা লড়বে গ্রুপ বি-এর দ্বিতীয় দল কানাডার। একই দিন গ্রুপ সি-এর চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল মুখোমুখি হবে গ্রুপ এফ-এর রানার্সআপ জাপানের।

৩০ জুন রাতে গ্রুপ ই-এর সেরা দল জার্মানি মুখোমুখি হবে গ্রুপ এ, বি, সি, ডি ও এফ থেকে তৃতীয় হওয়া একটি দল। এক্ষেত্রে প্যারাগুয়ে ও সুইডেন তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হতে পারে। একই দিন গ্রুপ এফ সেরা নেদারল্যান্ডস মুখোমুখি হবে গ্রুপ সি-এর রানার্সআপ মরোক্কোর। *শেষাংশ ১৮ পাতায়*

বেইজিংএ চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিনপিংএর সাথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

কেমন হল প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর

প্রথম পাতার পর

আলোচনা হয়েছে এবং ব্রিকসে বাংলাদেশের সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ওনারা (চীন) ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন, সেটি বলেছেন।'

উল্লেখ্য, ব্রিকস হল উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচটি দেশ।

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং সাউথ আফ্রিকার প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে নামকরণ করা একটি জোট এই ব্রিকস।

সবশেষ ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত হবার আগে এটি 'ব্রিক' নামে পরিচিত ছিল।

মূলত উন্নয়নশীল অথবা সদ্য শিল্পোন্নত এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশ উর্ধ্বমুখী।

সেইসাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর তাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

তাই এই জোটকে বেশ প্রভাবশালী বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

চীনের স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় চীনের প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এর সঙ্গে ঐতিহাসিক গ্রেট হলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৩টি সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

একইসঙ্গে তিস্তা মহাপরিকল্পনা, বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ নানা বিষয়ে বাংলাদেশ ও চীনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মাহদী আমিন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মি. আমিন বলেন, 'তিস্তা প্রজেক্টের বিষয়ে আমাদের একটা মহাপরিকল্পনা রয়েছে। যেটা বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে রয়েছে। তার আলোকে এই মহাপরিকল্পনার প্ল্যানিং স্টেজ থেকে শুরু করে যেখানে প্রয়োজন চীন আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রোভাইড করবে।'

'তাদের যে জ্ঞান রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের প্রজেক্ট ডিফাইন করা, প্ল্যানিং করা, এক্সিকিউশন সব জায়গায় তারা ধারাবাহিকভাবে ইনভলভ হবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জয়েন্ট ফিজিব্যালিটি স্টাডি করাটা খুব প্রয়োজন। এতো বড় একটা প্রজেক্টের জয়েন্ট ফিজিব্যালিটি স্টাডির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে চীন কাজ করতে চায়' বলেন মি. আমিন।

এছাড়া, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে চীন সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন, বলেন তিনি।

'মায়ানমারের সাথে যদি কোনো ডায়লগ করার দরকার হয় স্পেশালি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য যেটা আমরা সবসময় বলছি যে ভলান্টারি সেইফ এবং ডিগনিফাইড রিপ্যাট্রিয়েশন চাই সেক্ষেত্রে চীন বলেছে তারা ফ্যাসিলিটেট করতে চায়' বলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখপাত্র।

এছাড়াও সড়ক, টানেলসহ নানা অবকাঠামো নির্মাণে চীন ভূমিকা রাখবে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

একইসঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে নানা পদক্ষেপের বিষয়েও দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে যেসব বৈঠক ও আলোচনা

তিস্তা মহাপরিকল্পনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনা, বন্যা ঝুঁকি মোকাবেলা, নদী খনন, নদীভাঙন রোধ এবং সেচ ও নৌ-নেভিগেশন উন্নয়নে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে বাংলাদেশ ও চীন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই রাষ্ট্রীয় সফরে বৃহস্পতিবার চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী লি গুয়োয়িংয়ের সাথে এক বৈঠকে এসব বিষয়ে দুই দেশ ঐকমত্য হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহ্দী আমিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নদী ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতে একসাথে কাজ করা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ায় তার প্রথম বিদেশ সফরের পর চীনের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বুধবার দেশটিতে সফর করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মি. আমিন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, চীনের স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এর সঙ্গে ঐতিহাসিক গ্রেট হলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৩টি সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষরিত হয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র।

এক বিবৃতিতে মি. আমিন বলেছেন, 'এগুলো চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার পথে প্রভাবক হবে বলে আশা করছি।'

বৃহস্পতিবার বিকেলের বৈঠকের পরে চীনের প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত একটি রাষ্ট্রীয় ভোজে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার সফরসঙ্গীরা।

এছাড়া শুক্রবার চীনের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে আটটায় দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মি. আমিন, এই বেইজিং সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'বেইজিং এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান, ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি, বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার, জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক জোরদার করা এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসহ জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে আরও কার্যকর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা কর।'

এর আগে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের আমন্ত্রণে প্রথমে চীনের দালিয়ানে যান প্রধানমন্ত্রী।

সেখানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত 'অ্যানুয়াল মিটিং অব দ্য নিউ চ্যাম্পিয়নস' সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাতটি দেশের প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছেন।

যেসব দেশের প্রধানমন্ত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন, তাদের মধ্যে ছিল চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মন্টিনিগ্রো, মঙ্গোলিয়া, গিনি এবং কাজাখস্তান।

এছাড়া ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও সিইও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত মৃত্যু ৫৮৯ জন

প্রথম পাতার পর

অনুভূত হয়। ইউএসজিএস জানায়, দুটি ভূমিকম্পই ছিল অগভীর-প্রথমটির কেন্দ্র ছিল ভূ-পৃষ্ঠের ২০ দশমিক ৩ কিলোমিটার নিচে এবং দ্বিতীয়টি ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে।

দুটি ভূমিকম্পের কেন্দ্র অগভীর হওয়ায় বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার দিন জাতীয় ছুটি থাকায় অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আল জাজিরা এবং সিএনএন'র খবর অনুযায়ী শুক্রবার মৃতের সংখ্যা ৫৮৯।

মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘরবাড়ি হারানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও অনিরাপদ ভবনে ফিরতে আতঙ্কিত বহু মানুষ এই দুর্যোগের পর রাস্তায় রাত কাটাচ্ছেন।

ভেনেজুয়েলার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট জর্জ রদ্রিগেজ গতকাল বৃহস্পতিবার জানান, নিহতের সংখ্যা আরও বেড়েছে। এর আগে, দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

বেশ কয়েকটি দেশ উদ্ধারকাজে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৫০ মিলিয়ন ডলার সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মার্কিন সামরিক বাহিনী উদ্ধারকারী দল এবং পরিবহন জাহাজ ও উড়োজাহাজ পাঠাচ্ছে।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট জর্জ রদ্রিগেজ জানান, প্রায় ২৫০টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, যার বেশিরভাগই লা গুয়াইরা শহরে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিওসদাদো কাবেলো জানান, রাজধানী ক্যারাকাসেও অনেক ভবন ধসে পড়েছে। এ ছাড়া ক্রুহিলো, ইয়াসাকুই, কারাবোবো, আরাগুয়া এবং মিরান্দা এলাকাগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চ্যাকাও শহরের মেয়র গুস্তাভো দুকে বৃহস্পতিবার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে জানান, সেখানে ১১ জন মারা গেছেন এবং ২৩ জনকে *শেষাংশ ২২ পাতায়*

Open House

Saturday and Sunday 12 pm-3 pm

2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473

Gut renovated A to Z , bricks, attached, 2 family,
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 car parking

Asking: $999,000

We have 100+ Houses for sale

MLS

ISLAND ADVANTAGE REALTY

360 Motor Parkway Suite 200A, Hauppauge, NY 11788, 631.351.6000

বাড়ি দেখানো থেকে শুরু করে ক্লোজিং পর্যন্ত আমরা সব ধরনের সহায়তা করে থাকি।

Buying/Selling: Residential, Commercial, Investment, HUD, Auctions, Foreclosures, REO/Bank Owned, & Short Sale
Rental: Cash, W-2, City PHEPs, PHEPS, Section-8, and other Programs.

কামরুজ্জামান বাচ্চু

KAMRUZ ZAMAN BACCU

Licensed Real Estate Salesperson

347.465.3220

kamruzbaccu1@gmail.com

প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর গ্রাজুয়েশন

প্রথম পাতার পর

বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা যেসব বক্তব্য রাখেন তাও সংরক্ষণ করা হয়। এডুকেশন ড্যাটা ইনিশিয়েটিভ এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস অনুযায়ী এ বছর প্রায় ৪০ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ৭০ হাজার কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী গ্রাজুয়েশন করেছে। ব্রেকডাউন অনুসারে ব্যাচেলর ডিগ্রি পেয়েছেন ২২ লক্ষ শিক্ষার্থী, মাস্টার্স ডিগ্রি পেয়েছেন ৮ লক্ষ ৮০ হাজার শিক্ষার্থী, ডক্টরেট ও প্রফেশনাল বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছেন ২ লক্ষ ২০ হাজার আর এসোসিয়েট ডিগ্রি পেয়েছেন ১০ লক্ষ ৫০ হাজার।

পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েশন করে। এ বছর অবশ্য সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ওয়েস্টার্ন ইন্টারস্টেট কমিশন ফর হাইয়ার এডুকেশনের তথ্য অনুযায়ী গত বছর হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯ লক্ষ। বলা হয়েছে এই সংখ্যাও ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু এ বছর সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বলা হয়েছে ২০০৭ সাল থেকে আমেরিকায় জন্মহার কমে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে।

এ বছর আমেরিকায় বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট অধ্যুষিত স্টেটগুলোতে কত ছাত্রছাত্রী হাইস্কুল এবং কলেজ গ্রাজুয়েশন করেছে তার কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সূত্রে, এবং সোশাল মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা যায়, আগের যে কোনো বছরের তুলনায় এ বছর বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী হাইস্কুল ও কলেজ গ্রাজুয়েশন করেছেন। এ বছর আগের বছরগুলোর তুলনায় বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে ল নিয়ে গ্রাজুয়েশন বা জেডি সম্পন্ন করেছেন।

২০২৩ সালে বাংলাদেশের ডেইলি স্টার পত্রিকা খবর ছেপেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী যারা স্টাডির কারণে স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকায় আসে তার সংখ্যা ৩০০ শতাংশ বেড়েছে। ফলে গ্রাজুয়েশনের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ সেটাও হতে পারে। তাদের দেয়া তথ্য অনুসারে ২০২২-২০২৩ একাডেমিক বছরে আমেরিকায় আসে ১৩,৫৬৩ শিক্ষার্থী।

প্রতি বছর জুন মাসে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা হাইস্কুল ও কলেজ গ্রাজুয়েশন করেন, সেসব পরিবার আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। গ্রাজুয়েশন গাউন আর ক্যাপ বা মর্টারবোড মাথায় নিজেদের ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনের গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেশন গ্রহণের দৃশ্য দেখে, তখন অনেকেই আনন্দাশ্রু সংবরণ করতে পারে না। এই সময় সেইসব গর্বিত ছবিতে ভরে ওঠে ফেসবুক, রিল, ইন্সটাগ্রাম।

একটি ভাইরাল ভিডিও'র কথা

প্রথম পাতার পর

মালয়েশিয়া। বিশেষ করে তারেক রহমানের সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফর নিয়ে তৈরি মাত্র ২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত ভিডিওটিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে জনপ্রিয় বাংলা গান 'আমার বন্ধু মহাজাদু জানে'। ভিডিওতে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং দুই নেতার আন্তরিক সম্পর্কের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। শুরুতেই দেখা যায়, পুত্রজায়ার পারদানা পুত্রা ভবনে তারেক রহমানকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

ভিডিওটিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার বিষয়ে আনোয়ার ইব্রাহিমের অঙ্গীকার। এই বক্তব্যই ছিল পুরো ভিডিওতে সংগীতের বাইরে শোনা একমাত্র বক্তব্য।

২৩ জুন সকালে আনোয়ার ইব্রাহিমের ফেসবুক পেজে ভিডিওটি প্রকাশের পরপরই তা ভাইরাল হয়ে যায়। একই দিনে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ভিডিওটি তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে। এরপর দেশের বিভিন্ন মূলধারার সংবাদমাধ্যমেও এটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জনসংযোগ কৌশলের প্রশংসা করেন। তাদের মতে, একটি আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সফরকে জনপ্রিয় বাংলা গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে।

তবে ভাইরাল এই ভিডিওর আড়ালে ২১ ও ২২ জুনের মাত্র ১৮ ঘণ্টার মালয়েশিয়া সফর থেকে আসলে কী অর্জন করেছে বাংলাদেশ?

গত ফেব্রুয়ারিতে বিপুল সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের পর এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর। ভারত, চীন, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলেও প্রথম সফরের গন্তব্য হিসেবে মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পেছনে অর্থনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কৌশলও ছিল।

২২ জুন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রতিনিধিদল পর্যায়ের বৈঠক এবং যৌথ সংবাদ সম্মেলন হয়। সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ার ইব্রাহিম জিয়া পরিবারের সঙ্গে তাঁর পুরোনো সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন এবং তারেক রহমানের রাজনৈতিক ত্যাগেরও প্রশংসা করেন।

সফর শেষে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া ৩৩ দফা যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে, যেখানে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ খাতে সহযোগিতার রূপরেখা তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান অগ্রাধিকার ছিল মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার দ্রুত পুনরায় চালু করা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও দেশটির রাজা সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠকে শ্রমবাজার খুলে দেওয়া, অভিবাসন ব্যয় কমানো, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা এবং অনিয়মিত বা আটক বাংলাদেশী শ্রমিকদের বৈধ কাঠামোর আওতায় আনার অনুরোধ জানান।

জবাবে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, শ্রমিকদের শোষণ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে শ্রমিক নিয়োগ হবে খাতভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী এবং পুরো প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক। এ লক্ষ্যে দুই দেশ বিদ্যমান শ্রম চুক্তি (এমওইউ) সংশোধন করে নতুন চুক্তি সইয়ের জন্য দ্রুত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

যৌথ বিবৃতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল অর্থনীতিতেও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ তার দ্রুত বিকাশমান তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশল খাতকে মালয়েশিয়ার উন্নত সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি ও টেস্টিং (ওস্যাট) শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। এজন্য একটি 'ট্যালেন্ট কো-অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক' গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ বর্তমানে মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। এই সম্পর্ককে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ২০২৭ সালের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি দুই দেশের বেসরকারি খাতের সহযোগিতা বাড়াতে মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ জয়েন্ট বিজনেস কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে।

বিশ্বের দ্রুত প্রসারমান হালাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়াতে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট বিভাগের (জাকিম) সহযোগিতা চেয়েছে। এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে নোট বিনিময় হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের হালাল সনদ প্রদান, গবেষণা এবং পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে।

সুব্রত চৌধুরী পেলেন ডেভলিন এওয়ার্ড

শেষের পাতার পর

ডেমোক্রেটিক কমিটির পুনর্গঠন অনুষ্ঠানে তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্রেটিক কমিটির বিদায়ী চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ড. ওয়ালিদ আব্দরাবুহ সুব্রত চৌধুরীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন । কমিউনিটির প্রতি অসামান্য সেবা এবং আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির আদর্শের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ, সদস্য, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেসম্যান প্রার্থীসহ অন্যান্য প্রার্থীরা ও বিভিন্ন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

বায়োস্কোপের উদ্যোগে এনপিআর-এ রিভিউ'র জন্য 'রইদ' নির্বাচিত

শেষের পাতার পর

চলচ্চিত্র এই প্রথম আমেরিকার বিখ্যাত ব্রডকাস্ট কোম্পানি এনপিআর এর মাধ্যমে তাদের ১০০০টি স্টেশনে অফিশিয়ালি রিভিউ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ব দরবারে বিশেষ করে অস্কার, বাফটাসহ বিভিন্ন বিশ্বমানের ইভেন্টের মনোনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্রডকাস্ট প্লাটফর্মে সেই মুভি নিয়ে আলোচনায় স্থান পাওয়াটা জরুরি। এবছর বায়োস্কোপ ফিল্মস তাদের ৫৫তম ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে 'রইদ' মুভিটি আমেরিকা ও কানাডায় একাধিক মুভি থিয়েটারে মুক্তি দিয়েছে। প্রতিবছরই বায়োস্কোপ ফিল্মস তাদের পরিবেশিত একটি মুভিকে অস্কার মনোনয়নের জন্য তাদের রীতি অনুযায়ী প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশী মুভি এনপিআর-এর মতো কোনো বড় প্লাটফর্মে রিভিউয়ের জন্য নির্বাচিত হলো। এটি আমেরিকার জাতীয় রেডিও এন-পিআর (ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও)। আমেরিকায় যাদের প্রায় ১০০০টি স্টেশন রয়েছে। তারা মুভির কনটেক্সট ও ব্যাকগ্রাউন্ড বিবেচনা করে। সেই বিবেচনায় তারা ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে যোগাযোগ করে। এরপরই মূলত মুভিটির একটি ড্রাফট তাদের কাছে দিতে হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশী কোনো চলচ্চিত্র এই প্রথম এমন একটি মাইলফলক ছুঁতে পারলো।

এ প্রসঙ্গে ছবিটির পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন, 'আমরা প্রতিবছরই একটি বাংলা ছবি নিয়ে সর্বোচ্চ প্লাটফর্মের স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করি। এই পথ মসৃণ নয়, তা আমরা জানি। তবে অসাধ্যও নয়। তাই আমরা একটু একটু করেই বাংলা ছবির পতাকা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। রইদ মু-ভিটি নিয়ে আমেরিকার জাতীয় ভিত্তিক রেডিওতে এই সিলেকশন আমাদের বড় সাফল্য বলে মনে করি।'

এ প্রসঙ্গে ছবিটির নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন বলেন, 'ছবিটি নির্মাণ করি নিজের ভালোবাসা আর মায়া থেকে। এরপর ছবিটি বিভিন্ন মানুষের কাছে যেতে থাকে। আমেরিকার ন্যাশনাল রেডিওতে একটি বাংলাদেশী মুভি নিয়ে আলোচনা হবে এটি একজন নির্মাতা হিসেবে আমার জন্য অবশ্যই আনন্দের।'

রইদ চলচ্চিত্রটির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান ও নাজিফা তুষি। এছাড়াও ছবিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা গাজী রাকায়েত। ছবিটি প্রযোজনা করেছে বঙ্গ ও ফেসকার্ড।

রোটারি ক্লাব অব বিডি আমেরিকান্স

শেষের পাতার পর

কম্যুনিটি একটিভিস্ট দুলাল বেহেদু। ঐদিন এটর্নি চৌধুরী খবরটি জানান সাপ্তাহিক বাঙালীকে।

এটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল'র ২০২৫-২০২৬ বর্ষের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সেসকো আরেজ্জো একটি চিঠিতে এই নতুন রোটারি ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, আমাদের যে ভিশন তা আপনারা সবসময় সমুন্নত রাখবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। রোটারি ক্লাবের ভিশন হলোঃ Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change—across the globe, in our communities, and in ourselves.

মি. ফ্রান্সেসকো আরেজ্জো এটর্নি মঈন চৌধুরীকে তার লিডারশিপ, কমিটমেন্ট এবং ডেডিকেশনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নিশ্চয় এসবই নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

এটর্নি চৌধুরী সাপ্তাহিক বাঙালীকে জানান, খুব শিগগিরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে ঘোষণা দেবেন এবং অভিষেকের আয়োজন করবেন।

মা হওয়ার কথা নিশ্চিত করলেন সামান্থা

১০ পাতার পর

সঙ্গে কাজ করার প্রশংসা করেছিলেন।সম্প্রতি দুজন আবারও একসঙ্গে কাজ করেছেন 'মা ইনতি বানগারাম' ছবিতে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নন্দিনী রেড্ডি। এর আগে ২০১৯ সালের 'ওহ! বেবি' ছবিতেও সামান্থা ও নন্দিনী রেড্ডির সফল জুটি দেখা গিয়েছিল। ছবিটির প্রযোজক রাজ। সামান্থা আগে দক্ষিণি অভিনেতা নাগা চৈতন্যার সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন। চার বছর পর তাঁদের বিচ্ছেদ হয়, পরে অভিনেত্রী সবিতা ধুলিপালাকে বিয়ে করেন নাগা।

চ্যানেল আই-এর দর্শকদের জন্য উত্তর আমেরিকার প্রাইম টাইমে থাকছে
ছায়াছবি সহ সপ্তাহ জুড়ে আকর্ষণীয় বিনোদন অনুষ্ঠান

হৃদয়ে বাংলাদেশ
CHANNEL i
প্রবাসেও বাংলাদেশ
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেল

নিয়মিত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেখুন ধারাবাহিক
নাটক ডিগবাজী, মাগো তোমার জন্য, অল্প স্বল্প গল্প এবং
ঘর কুটুম। টেলিফিল্ম-কুলসুম ভাবী, চিকেন টি, আমি কিন্তু শিল্পী
বাংলা ছায়াছবি, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
হৃদয়ে মাটি ও মানুষ এবং
প্রকৃতি ও জীবন.........

এছাড়াও রয়েছে
বিশেষ দিনের
বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

Subscribe CHANNEL-I
কমিউনিটি সংবাদ, সংযোগ ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন:

IMPRESS TELEFILM INC
70-52 Broadway, Jackson Height, New York, - 11372, USA.
Phone : 1 646 925 7414, 1 718 316 1948, Fax : 1 718 507 2246

চ্যানেল আই এখন প্রদর্শিত হচ্ছে বিশ্বের ছয়টি মহাদেশে
তাই চ্যানেল আইতে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনও দেখা যায় বিশ্ব জুড়ে

নকআউট পর্বে জার্মানি

স্পেনের কাছে ৪-০ গোলে পরাজিত সৌদি আরব

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ের হতাশা ছিল। কেপ ভার্দের বিপক্ষে পয়েন্ট হারিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিল স্পেন। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই যেন সব জবাব দিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। আটলান্টায় সৌদি আরবকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে শিরোপাপ্রত্যাশী হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরো জোরালো করল স্প্যানিশরা। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে স্পেন। আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল। চতুর্থ মিনিটেই দূরপাল্লার শটে প্রতিপক্ষকে সতর্কবার্তা দেন তিনি। এরপর একের পর এক আক্রমণে সৌদি রক্ষণকে চাপে রাখে স্প্যানিশরা। দশম মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত গোল। বাঁ প্রান্ত দিয়ে দুর্দান্ত এক নিচু ক্রস পাঠান মিকেল ওইয়ারসাবাল। পেছনের পোস্টে দৌড়ে গিয়ে সহজ টোকায় বল জালে জড়ান ইয়ামাল। বিশ্বকাপে নিজের প্রথম গোলের পাশাপাশি ইতিহাসেও নাম লেখান তিনি। ১৮ বছর ৩৪৩ দিন বয়সে বিশ্বকাপের অষ্টম কনিষ্ঠতম গোলদাতা হয়েছেন বার্সেলোনার এ তারকা।

প্রথম গোলের পর আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে স্পেন। ২১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওইয়ারসাবাল। কর্নার থেকে তৈরি হওয়া সুযোগে কাছ থেকে বল জালে পাঠান তিনি। মাত্র আড়াই মিনিট পর আবারো গোল করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এবার দানি ওলমোর হেড থেকে পাওয়া বল পেছনের পোস্টে ঠেলে দিয়ে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন তিনি। ২৪ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্পেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ৩ মিনিটের মাথায় আসে চতুর্থ গোল। মার্ক কুকুরেয়ারার শট প্রথমে ঠেকান সৌদি গোলরক্ষক মোহাম্মদ আল-ওয়াইস। ফিরতি বলে রক্ষণ সামলাতে গিয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিজের জালেই বল পাঠিয়ে দেন ডিফেন্ডার হাসান আল-তামবাকতি। গোলটি আত্মঘাতী হিসেবে নথিভুক্ত হয়।

ম্যাচের শেষ দিকে সৌদি আরব কিছুটা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে, যদিও তাতে ফল মেলেনি। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে দ্রুতগতির আক্রমণ থেকে তৈরি হওয়া সুযোগে কাছ থেকে বল জালে ঠেলে দেন ফেরান তোরেস। যদিও গোলটি বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্পেন।

এ জয়ে শুধু তিন পয়েন্টই পায়নি স্পেন, ফিরে পেয়েছে আত্মবিশ্বাসও। বিশ্বকাপে টানা ২৯৪ মিনিট গোলহীন থাকার হতাশাজনক ধারাও ভেঙেছে তারা। ইয়ামাল ও ওইয়ারসাবালের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আটলান্টায় নিজেদের শিরোপার দাবিটা আরো জোরালো করল লা রোজা।

দুই আসর ধরে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বেই বিদায় নেয়া জার্মানি এবার ফিরল নিজেদের চেনা রূপে। তবে পথটা মোটেও সহজ ছিল না। টরন্টোর রাতে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে একসময় পিছিয়ে পড়া জার্মানি শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তায় ২-১ গোলের জয় তুলে নিয়ে নিশ্চিত করেছে নকআউট পর্ব। আর জয়ের নায়ক দেনিজ উনদাভ।

ম্যাচের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরও যখন স্কোর-লাইন ১-১, তখন মনে হচ্ছিল দুই দলই হয়তো ১ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়বে। কিন্তু যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ফেলিক্স এনমেচার পাস থেকে দারুণ দক্ষতায় বল জালে জড়িয়ে জার্মান সমর্থকদের উল্লাসে ভাসান উনদাভ। সেই গোলেই নিশ্চিত হয় জার্মানির প্রত্যাবর্তনের জয়।

বিশ্বকাপে শেষবার জার্মানি নকআউট পর্বে উঠেছিল ২০১৪ সালে, যখন ব্রাজিলের মাটিতে তারা চতুর্থ শিরোপা জিতেছিল। এরপর রাশিয়া ২০১৮ ও কাতার ২০২২-দুই বিশ্বকাপেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। ফলে এবারের জয় শুধু ৩ পয়েন্ট নয়, জার্মান ফুটবলের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ারও এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

জার্মানির আক্রমণাত্মক চাপের মাঝেই ৩০ মিনিটে এগিয়ে যায় আইভরি কোস্ট। ডান প্রান্তে দুরন্ত গতিতে ছুটে গিয়ে নিচু ক্রস বাড়ান দিওমান্দে। সেই বল থেকে সহজ ফিনিশে জাল খুঁজে নেন অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক কেসি। মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় জার্মান সমর্থকদের গ্যালারি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও আফ্রিকান দলটিই বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল। কয়েকটি দ্রুত পাল্টা আক্রমণে তারা ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগও তৈরি করেছিল। সেই সময় জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান বড় সিদ্ধান্ত নেন। ৬০ মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন এনে মাঠে নামান দেনিজ উনদাভকে।

সেই সিদ্ধান্তই বদলে দেয় ম্যাচের গল্প। মাঠে নামার মাত্র ৮ মিনিট পরই সমতায় ফেরান উনদাভ। ৬৮ মিনিটে নাদিয়েম আমিরির নিখুঁত ক্রস ভলিতে জালে জড়িয়ে দেন স্টুটগার্টের এ ফরওয়ার্ড। গোলের পর নতুন উদ্যমে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানি। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে *শেষাংশ ২৩ পাতায়*

তিউনিসিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল জাপান

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ টানা চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে পৌঁছানোর পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল জাপান। আজ গ্রুপ 'এফ'-এর ম্যাচে তিউনিসিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে এশিয়ার দলটি। আর এটি ছিল পুরুষ বিশ্বকাপের ইতিহাসে হাজারতম ম্যাচ।

জাপান আজ তাদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ চারটি গোল করার রেকর্ড গড়েছে। অপরদিকে তিউনিসিয়ার জন্য এটি ছিল আরেকটি বড় ধাক্কা। এরই মধ্যে টুর্নামেন্ট শুরুর পরই কোচ পরিবর্তন করা প্রথম দল হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা।

জাপানের হয়ে জোড়া গোল করেন আয়াসে উয়েদা। পাশাপাশি গোল করেন দাইচি কামাদা ও জুনিয়া ইতো। এ জয়ে নেদারল্যান্ডসের সমান চার পয়েন্টে পৌঁছে গেছে জাপান। তবে দুই ম্যাচে এক গোল বেশি করার কারণে নেদারল্যান্ডস শীর্ষে রয়েছে।

রবিবারের পরাজয়ে টুর্নামেন্ট থেকে তিউনিসিয়ার বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে জাপান অন্তত গ্রুপে তৃতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে, যা তাদের নকআউট পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল করেছে।

ম্যাচের শুরুতেই আঘাত হানে জাপান। চতুর্থ মিনিটেই গোল করেন কামাদা। কেইতো নাকামুরার *শেষাংশ ৩২ পাতায়*

শেষ মুহূর্তের গোলে আইভরি কোস্টকে হারাল জার্মানি

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের গোলে আইভরি কোস্টকে হারিয়েছে জার্মানি। এর আগে ১-০ গোলের লিড নিয়ে প্রথমার্ধের বিরতিতে যায় আইভরি কোস্ট। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুই গোল করে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। জার্মানির দুটি গোলই করেন বদলি খেলোয়াড় ডেনিজ উনদাভ। আইভরি কোস্টের গোলটি করেন ফ্রাঙ্ক কেসি।

টরন্টো স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১১ মিনিটে গোলরক্ষকের দক্ষতায় রক্ষা পায় আইভরি কোস্ট। জসুয়া কিমিচের দারুণ ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেড নেন কাই হাভার্টজ। অবধারিত সেই গোল থামিয়ে দেন গোলরক্ষক ইয়াহিয়া ফোফানা। ২২ মিনিটে আবারও সুযোগ পেয়েছিল জার্মানরা। প্রতিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে শট নেন লুকাস নমেচা। তবে শেষ মুহূর্তে ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে বল দিক পরিবর্তন করে। পরের মিনিটেই নাথানিয়েল ব্রাউনের নেয়া কর্নার থেকে জার্মানরা গোলের দেখা পেলেও আলেকজান্ডার পাভলোভিচের গোলরক্ষককে করা ফাউলের কারণে সেটি বাতিল হয়ে যায়। ম্যাচের ৩০ মিনিটে ফ্রাঙ্ক কেসির গোলে জার্মানির বিপক্ষে এগিয়ে যায় আইভরি কোস্ট। বক্সের মধ্যে জটলার ভেতর ফিরতি বলে নেয়া শটে গোল করেন কেসি। ৪০ মিনিটে আরেকটি গোল বাতিল হয় জার্মানির। আক্রমণের *শেষাংশ ৪৫ পাতায়*

উরুগুয়ের সাথে ২-২ গোলে ড্র করে কেপ ভার্দের ইতিহাস

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলতে এসে একের পর এক চমক উপহার দিচ্ছে কেপ ভার্দে। গত সপ্তাহে অন্যতম ফেবারিট স্পেনকে গোলশূন্য ড্রয়ে আটকে দেয়ার পর এবার দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিপক্ষেও ২-২ ড্র করেছে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ছোট দ্বীপরাষ্ট্রটি। ম্যাচের ২১তম মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে কেভিন পিনা কেপ ভার্দের ইতিহাসে প্রথম বিশ্বকাপ গোলটি করেন। পরে বদলি হিসেবে নেমে হেলিও ভারেলা সমতাসূচক গোল করে দলকে অবিশ্বাস্য ফল এনে দেন। ম্যাচ শেষে কেপ ভার্দের কোচ পেদ্রো লেইতাঁও ব্রিতো বলেন, 'বিশ্বের ছোট ছোট জাতীয় দলগুলোর জন্য একটি বার্তা দিতে চাই আমরা। কোনো দেশ ছোট হতে পারে, অর্থনৈতিকভাবে সংগ্রামে থাকতে পারে, কিন্তু দৃঢ়তা থাকলে বড় দলগুলোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা সম্ভব।' গ্রুপ 'এইচ'-এ কেপ ভার্দে ও উরুগুয়ে দু'দলেরই এখন ২ পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে কেপ ভার্দের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব। মায়ামি স্টেডিয়ামে অধিকাংশ দর্শকই ছিল উরুগুয়ের সমর্থক। পিনার দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যাক্সি আরাউহো ও আগুস্তিন কানোব্বিও গোল করে উরুগুয়েকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই ম্যাচে প্রভাব ফেলেন ভারেলা। মাথিয়াস অলিভেরার ভুল পাসের সুযোগ নিয়ে অনেকটা ফাঁকা পোস্টে বল জড়িয়ে সমতা ফেরান তিনি। জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম গোলটি বিশ্বকাপ অভিষেকে করায় আবেগাপ্লুত ভারেলা বলেন, 'আমি এমন মুহূর্তের স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু এভাবে ঘটবে ভাবিনি। ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।' উরুগুয়ের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা বলেন, 'দলের সাংগঠনিক ভুলগুলোর দায় প্রধান কোচ হিসেবেই আমার। সেই ভুলের জন্য আমাদের বড় মূল্য দিতে হয়েছে।' কেপ ভার্দের ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষক ভোজিনিয়া আবারো দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দেন। এবার গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন তার মা, স্পেনের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ভিসা না পাওয়ায় তিনি মাঠে থাকতে পারেননি। *শেষাংশ ৪৫ পাতায়*

৩-০ গোলে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিলের জয়

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ ব্রাজিলের জার্সিতে প্রায় তিন বছর পর মাঠে ফিরেছেন নেইমার জুনিয়র। তবে ব্রাজিলিয়ান নাম্বার টেন মাঠে প্রবেশের আগে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন ভিনিসিয়ুস ভিনি-সিয়ুস জুনিয়র। প্রথম দুই ম্যাচে গোল পাওয়া এই তরুণ স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে করেছেন জোড়া গোল। তার দাপটে ৩-০ গোলে জিতেছে সেলেসাওরা। গ্রুপ 'সি' সেরা দল হিসেবে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে। ব্রাজিলের 'সি' গ্রুপের অপরসঙ্গী মরক্কো ৪-২ গোলে হাইতির বিপক্ষে জয় পেয়েছে। তিন ম্যাচ থেকে ব্রাজিলের সমান ৭ পয়েন্ট তুলেছে আফ্রিকার দলটিও। তবে ব্রাজিলের চেয়ে ৩ গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা দলটি। মায়ামি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরুতে লিড নেয় ব্রাজিল। ম্যাচের ৭ মিনিটে জালে বল পাঠিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। রাফিনিয়ার ইনজুরিতে শুরুতে একাদশে জায়গা পাওয়া রায়ান তাকে গোলে সহায়তা দেন। বক্সের মুখে স্কটিশ ডিফেন্ডারের নড়বড়ে নিয়ন্ত্রণের সুযোগে পা থেকে বল কেড়ে ভিনিকে দিলে সহজে জালে পাঠান তিনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ভিনি দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন। দলকে নির্ভার রেখে প্রথমার্ধ শেষ করেন। তার এবারের গোলটি পাওয়া হেড থেকে। গোলের একেবারেই মুখে *শেষাংশ ৩৮ পাতায়*

FIFA WORLD CUP 2026™

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়লেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে 'জে' গ্রুপের ম্যাচে ৩৮ মিনিটে গোল করে তিনি এ রেকর্ড গড়েন। এটা ছিল বিশ্বকাপে মেসির ১৭তম গোল। এর মধ্য দিয়ে তিনি টপকে যান জার্মান গ্রেট মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। পরে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে করেন দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল। এটা বিশ্বকাপে তার ১৮তম গোল। মেসির কীর্তির দিনে ২-০ গোলের জয়ে নকআউট পর্বে নাম লেখায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এছাড়া,

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রোনালদো নাজারিও ১৫ গোল, জার্মানির গার্ড মুলার ১৪ ও ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে ১৪ গোল করেছেন। এর মধ্যে কিলিয়ান এমবাপ্পের সুযোগ রয়েছে মেসিকে ছোঁয়ার।

ম্যাচের শুরুর দিকে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। তবে সমর্থকদের আনন্দে ভাসাতে খুব বেশি সময় নেননি দুদিন পরই ৩৯তম জন্মদিন পালন করতে যাওয়া মেসি। প্রথমার্ধেই দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে দেন। থিয়াগো আলমাদার কাটব্যাক থেকে গোল করেন তিনি। বিশ্বকাপে এ নিয়ে টানা ছয় ম্যাচে গোল করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হওয়ার পর অস্ট্রিয়ার জালে আরেকবার বল পাঠান তিনি। শটটা প্রথমে নিয়েছিলেন স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজ। অস্ট্রিয়ান গোলরক্ষক তা ফিরিয়ে দেয়ার পর প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হন মেসি। কিন্তু জটলার মধ্য থেকে নেয়া পরের শটে তিনি খুঁজে নেন জালের ঠিকানা। ম্যাচ শেষে আলভারেজ বলেছেন, 'মেসি যা করেছে তা বোঝানোর মতো কোনো শব্দই নেই।' এ ম্যাচে মাঠে নামার আগে মেসি ও ক্লোসা দুজনের গোল ছিল ১৬টি করে। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের শুরুর দিকেই ক্লোসাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল মেসির সামনে। ম্যাচের অষ্টম মিনিটে বক্সের ভেতর ফরওয়ার্ড লাউতারো মার্তিনেজ ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। *শেষাংশ ৪৫ পাতায়*

নকআউটে ১৩ দল, অপেক্ষায় ১৯

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ কারা উঠল শেষ বত্রিশে, বাদ পড়ল কারা

১২ গ্রুপের মধ্যে ৬টি গ্রুপের সব ম্যাচ শেষ। এরই মধ্যে রাউন্ড অব থার্টি টুর ১৯টি দল চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাদ পড়েছে ৮টি। বাকি ২১টি দল অপেক্ষায় ১৩টি জায়গার জন্য।

নিয়ম অনুযায়ী, ১২টি গ্রুপের প্রতিটির শীর্ষ দুটি দল এবং তাদের সঙ্গে সেরা আটটি তৃতীয় স্থান দল এই পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। আগামী ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাইয়ের এই পর্বের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

শেষ ৩২-এ জায়গা করেছে যে সব দল

গ্রুপ 'এ': মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা

গ্রুপ 'বি': সুইজারল্যান্ড, কানাডা ও বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা

গ্রুপ 'সি': ব্রাজিল, মরক্কো

গ্রুপ 'ডি': যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া

গ্রুপ 'ই': জার্মানি, আইভরিকোস্ট ও ইকুয়েডর

গ্রুপ 'এফ': নেদারল্যান্ডস, জাপান ও সুইডেন

গ্রুপ 'আই': ফ্রান্স, নরওয়ে

গ্রুপ 'জে': আর্জেন্টিনা

গ্রুপ 'কে': কলম্বিয়া

যেভাবে খেলা হবে শেষ ৩২-এর ম্যাচগুলো

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের প্রচলিত নিয়মেই এই ম্যাচগুলো খেলা হবে। প্রতিটি ম্যাচই হবে 'সিঙ্গেল-এলিমিনেশন' বা সরাসরি বিদায়ের ম্যাচ। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলা ড্র থাকলে ১৫ মিনিট করে মোট ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত সময় খেলা হবে। এরপরও যদি সমতা থাকলে টাইব্রেকারে জয়ী দল নির্ধারণ করা হবে।

বিদায় নিয়েছে কারা

এখন পর্যন্ত মোট ৮টি দল টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। দলগুলো হচ্ছে তুরস্ক, তিউনিসিয়া, হাইতি, পানামা, চেক প্রজাতন্ত্র, কাতার, কুরাসাও ও জর্ডান।

রাউন্ড অব থার্টি টুতে কোন দলের প্রতিপক্ষ কারা

এখন পর্যন্ত মাত্র ৪টি ম্যাচের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে।

১. কানাডা-দক্ষিণ আফ্রিকা (২৮ জুন, রাত ১টা)

২. ব্রাজিল-জাপান (২৯ জুন, রাত ১১টা)

৩. নেদারল্যান্ডস-মরক্কো (৩০ জুন, সকাল ৭টা)

৪. যুক্তরাষ্ট্র-বসনিয়া (২ জুলাই, সকাল ৬টা)

জাপানের চার গোল, তিউনিসিয়ার বিদায়

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ ১৯৩০ সালে উরুগুয়ের মাটিতে যে বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু হয়েছিল, মন্তেরেই স্টেডিয়ামে এসে পূর্ণ হলো তার 'হাজারতম ম্যাচ'। ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর এই স্মরণীয় ম্যাচে তিউনিসিয়াকে ৪-০ গোলের ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়েছে জাপান। এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপের নকআউটে জায়গা করে নিল এশিয়ান ব্লু সামুরাইরা। অন্যদিকে টানা দুই হারে আসর থেকে বিদায় নিশ্চিত হলো তিউনিসিয়ার। এর আগে হাইতি ও তুরস্ক বিদায় নিয়েছিল। তবে সব দলেরই গ্রুপে একটি করে ম্যাচ এখনও বাকি। ম্যাচের বাঁশি বাজতে না বাজতেই তিউনিসিয়াকে স্তব্ধ করে দেয় জাপান। মাত্র ৪ মিনিটে দাইচি কামাদার দুর্দান্ত এক গোলে এগিয়ে যায় তারা। শুরুর ধাক্কা সামলে তিউনিসিয়া ম্যাচে ফেরার পথ খুঁজছিল। এর মধ্যেই ৩১ মিনিটে তাদের রক্ষণভাগের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আয়াসে উয়েদা। মাঝমাঠ থেকে বল পেয়ে কোনাকুনি শটে বল জালে জড়ান এই ফরোয়ার্ড। ফলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় জাপান। বিরতি থেকে ফিরেও তিউনিসিয়াকে ম্যাচে ফেরার কোনো সুযোগ দেয়নি ব্লু সামুরাইরা। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে জুনিয়া ইতোর নিখুঁত ফিনিশিংয়ে স্কোরলাইন ৩-০ করে জাপান। তবে জাপানি ঝড়ের তখনও বাকি ছিল। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে তিউনিসিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকেন সেই উয়েদা। বক্সে বল পেয়ে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেন তিনি।

৫-০ গোলে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে পর্তুগালের জয়

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ সমালোচনার জবাবটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দিতে জানেন গোল দিয়েই। কঙ্গো ডিআরের বিপক্ষে ড্রয়ের পর যখন পর্তুগাল ও তাদের অধিনায়ককে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল, তখন উজবেকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ মঞ্চে ইতিহাস গড়ে সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিলেন ৪১ বছর বয়সী মহাতারকা। হিউস্টনে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই গোল করে বিশ্বকাপের ছয়টি ভিন্ন আসরে গোল করা প্রথম ফুটবলার হয়েছেন রোনালদো। পরে আরেকটি গোল যোগ করে নিজের বিশ্বকাপ গোলসংখ্যা নিয়ে যান ১০-এ। রোনালদোর জোড়া গোলের সঙ্গে নুনো মেন্দেস, আবদুখোদির খুসানোভের আত্মঘাতী গোল ও রাফায়েল লেয়াওয়ের শেষ মুহূর্তের গোল মিলিয়ে উজবেকিস্তানকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে পর্তুগাল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া আধিপত্য দেখানো রবার্তো মার্তিনেজের দল বড় জয়ে যেমন নকআউটের পথে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে, তেমনি রোনালদোও আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন-বিশ্বকাপের আলোচনায় তিনি এখনো কেন্দ্রীয় চরিত্র। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ঘিরে আলোচনার শেষ নেই। তবে বিশ্বকাপ এলেই যেন নতুন করে ইতিহাস লেখার মঞ্চ পেয়ে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে সেটাই আবার প্রমাণ করলেন তিনি। *শেষাংশ ৩৩ পাতায়*

জিতেও বিদায় তুরস্কের, হারলেও গ্রুপ সেরা যুক্তরাষ্ট্র

স্পোর্টস প্রতিবেদনঃ লস অ্যাঞ্জেলেসে 'ডি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডের নিয়মরক্ষার ম্যাচে বড় অঘটন ঘটেছে। ৫ গোলের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারে সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে তুরস্ক। অঘটন বলার কারণ, আগেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছিল তুরস্ক। তবে এই হারের পরও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই নকআউটে পা রাখছে মার্কিনরা। যেখানে তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ 'বি' গ্রুপের তৃতীয় দল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। বাংলাদেশসংবাদ

২০০২ সালের পর এবারই প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে এসে প্রথম দুই ম্যাচে কোনো গোল বা জয়ের মুখ দেখেনি তুরস্ক। তবে বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর নিজেদের শেষ ম্যাচে এসে শেষ মুহূর্তের নাটকীয় গোলে ২৪ বছরের মধ্যে বিশ্বকাপে প্রথম গোল ও প্রথম জয়ের দেখা পেল তারা।

তুরস্কের হয়ে গোল তিনটি করেন আরদা গুলের, বারিশ আলপার ইলমাজ ও একদম শেষ মিনিটে জয়সূচক গোল করা কান আয়হান। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জালের দেখা পান অস্টন ট্রাস্টি ও সেবাস্তিয়ান বেরহাল্টার।

ম্যাচজুড়ে গোলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র করে মোট ১৯টি শট। এর মধ্যে ৭টি ছিল লক্ষ্য বরাবর। বিপরীতে ৫৩ শতাংশ সময় বলের দখল রেখে ১০টি শট করে ৪টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তুরস্ক।

নারায়ণগঞ্জ সমিতির বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুর্নমিলনী অনুষ্ঠান

নিউইয়র্কঃ নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি নিউইয়র্ক বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে গত ১৯ জুন লং আইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে। এই অনুষ্ঠানে চার শতাধিক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী ও অতিথিরা অংশ নেন। নারীরা লাল রঙের শাড়ি এবং পুরুষরা অফ হোয়াইট পাঞ্জাবী পরে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে আনন্দমুখর কওে তুলেছিল। প্রবেশদ্বার ছিল সবুজ পত্রবল্লবের সঙ্গে সাদা গোলাপে পরিপাটি কওে সাজানো। পাশে ছিল শীতলক্ষ্যা নদীর বিশাল ক্যানভাস। অনুষ্ঠানে আগতরা শীতলক্ষ্যা নদীর ক্যানভাসের সামনে নষ্টালজিয়ায় আবেগতাড়িত হন।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মতিউর রহমান। তিনি ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোহসীন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যোগ দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি। উপদেষ্টাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আলী (বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক), মোহাম্মদ মজিবুর, শামসুল আলম লিটন ও মির্জা ফরিদ উদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আজিমুর রহমান এবং মেরিল্যান্ড থেকে আগত এটিএম কামাল। বক্তারা প্রবাসে নারায়ণগঞ্জবাসীদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ধরে রেখে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। তারা নারায়ণগঞ্জের উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জোরালো চাপ দেয়ার আহবানও জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন টিটু এবং সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক ও লেখক দর্পণ কবীর।

এই অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের মিলনমেলায়। আড্ডা, গান, নৃত্য ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়া ছিল নারীদের বালিশ নিক্ষেপ খেলা। অনুষ্ঠান সফল করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী মোশতাক আহমেদ নিউটন, সাবেক ছাত্রনেতা এস.এম. সায়েম মিঠু, ব্যবসায়ী রাফাত হোসেন, সংগঠক দোলন খন্দকার, রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী আশিক হোসেন কবির, ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমেদ মনসুর প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে এ কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোস্তফা জামাল টিটু।

উল্লেখ্য, শুক্রবার অনুষ্ঠান হওয়ায় আয়োজকরা মাঠে জুম্মার নামাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সিম্ফনি মিউজিক আয়োজিত বাবা দিবসের অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ আজিজুল হককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এস আর লিংকন।

বাবা দিবসের কেক কাটার আগে।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৈয়দ ফয়েজ ও শারমিন তানিয়া।

ব্রংক্সে সিম্ফনি মিউজিকের বাবা দিবস পালন

শেখ শফিকুর রহমানঃ ব্রংক্সে বিশ্ব বাবা দিবস উপলক্ষে গানে গানে পালন করেছে সিম্ফনি মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট। গত ২১ জুন রবিবার ব্রংক্সের বাংলাবাজারের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বাবা দিবসের কেক কাটা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পর্ব।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাবা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন হৃদয়ে বাংলাদেশের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ফয়েজ, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন বাবর, আহসান মুকুল, অধ্যাপক আজিজুল হক মুন্না, শারমিন তানিয়া প্রমুখ।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিশিষ্ট শিল্পী সৈয়দ ফয়েজ ও শিল্পী শারমিন তানিয়ার পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে শিল্পীরা এককভাবে বাবা বিষয়ক বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। গানগুলো দর্শকদের মুগ্ধ করে। শেষে তারা দ্বৈত কণ্ঠে দুটি গান পরিবেশন করেন।

সবশেষে বাবা দিবসের কেক কাটেন সকলে মিলে। সিম্ফনি মিউজিক এন্টারটেইনমেন্টের কর্ণধার শিল্পী সৈয়দ ফয়েজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে প্রবাসী সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় গত ২২ জুন রবিবার সন্ধ্যায় ব্রংক্সের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সুনামগঞ্জ জেলার নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রবাসে সুনামগঞ্জ জেলাসহ বাঙালিদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রেখে কমিউনিটির কল্যাণে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, সাধারণ সম্পাদক মুন্না মুনতাসির, সহসভাপতি মানিক আহমেদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, মোতাহার রুবেল, শফিকুর রহমান ও আব্দুল বারি চপল, সহ সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির সুহেল, কোষাধ্যক্ষ কাজিরুল ইসলাম শিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইমরুল হাসান সজল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সোহান আহমেদ রনি, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ, মহিলা সম্পাদক আসমা বেগম।

এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসী। শেষে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার নিউ বৃন্দাবনে প্রাণের আমেজে কীর্তন মেলা

সুব্রত চৌধুরীঃ ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত নিউ বৃন্দাবনে ২০ জুন শনিবার কীর্তন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওইদিন ভোর থেকে শুরু হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত কীর্তন মেলা চলে। কীর্তন মেলার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল দিনব্যাপী কীর্তন, পূজা অর্চনা, ধর্মকথা, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি।

কীর্তন মেলায় বিভিন্ন স্টেট থেকে কীর্তনিয়ারা সহ বিপুলসংখ্যক কৃষ্ণভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে আটলান্টিক সিটি কীর্তনীয়া দলের সদস্য তৃপ্তি সরকার, প্রদীপ দে, মেরি দে, গঙ্গা সাহা, চন্দন রায়, দীপা দে জয়া, সোমা দেব কীর্তন মেলায় অংশগ্রহণ করেন ।

কীর্তন মেলায় কৃষ্ণভক্তদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকেহরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম্ব, আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

এবারের বিশ্বকাপে দর্শকের রেকর্ড

১৩ পাতার পর

গ্রুপ ই-এর দ্বিতীয় সেরা দল আইভরি কোস্ট নামবে আই গ্রুপের দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে ফ্রান্স বা নরওয়ের একটি দল তাদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে।

১ জুলাই গ্রুপ এ-এর সেরা দল মেক্সিকো লড়বে গ্রুপ সি, ই, এফ, এইচ ও আই থেকে তৃতীয় হওয়া একটি দলের। ২ জুলাই গ্রুপ ডি চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি হবে গ্রুপ বি থেকে তৃতীয় হয়ে কোয়ালিফাই করা বসনিয়ার। ৩ জুলাই গ্রুপ বি থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সুইজারল্যান্ড লড়বে ই, এফ, জি, আই ও জে গ্রুপ থেকে তৃতীয় হওয়া যেকোনও একটি দলের।

গ্রুপ ডি থেকে দ্বিতীয় হওয়া অস্ট্রেলিয়া আগামী ৪ জুলাই মুখোমুখি হবে জি গ্রুপের দ্বিতীয় দলের। এ ক্ষেত্রে মিশর, ইরান ও বেলজিয়াম তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ।

ড. এহসান হকের পটুয়াখালীর বাউফলে শিশু, অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়

নিউইয়র্কঃ গত ২০ জুন শনিবার ডিসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. এহসান হক পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কলাইয়া এলাকায় শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক এবং কমিউনিটি সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এক ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ডিসিআই-এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা রাইটস অ্যান্ড সাইট ফর চিলড্রেন (আরএসসি)।

অনুষ্ঠানে ড. এহসান হক শিশুদের শিক্ষা, শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং তরুণ সমাজের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ডিসিআই দীর্ঘদিন ধরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বাস্তব পর্যায়ে পরিবারগুলোর আর্থিক সহায়তা প্রদান, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষা সহায়তা ও পারিবারিক সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক শিশু পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে এবং তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, যারা পড়াশোনা শেষ করে আজ বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করছে, তারা এখন তাদের সন্তান বা পরিবারে কাউকে শিশুশ্রমে যুক্ত হতে দিচ্ছে না। অর্থাৎ, একজনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পুরো পরিবার থেকেই শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব।

ড. এহসান হক যুব সমাজের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে ডিসিআই-এর চলমান উদ্যোগ পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, সুবিধাভোগী শিশু-কিশোর এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

শেষ পর্বে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। এসময় শিশু-কিশোর, অভিভাবক ও তরুণ প্রতিনিধিরা ড. এহসান হকের কাছে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

আমরা BronxDocs থেকে মুভ করেছি

আমাদের নতুন লোকেশনে
আপনাদের সবধরনের প্রাইমারি কেয়ার
সেবা প্রদান করছি।

আপনাদের প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ আমাদের সাথেই আছেন।

Seeam Haque MD | Wendy Perry NP | Ruth Yeboah NP | Patricia Ogilvie MD

Parkchester Medical
1211 White Plains Rd., Bronx, NY 10472

Westchester Medical Healthcare
1957 Westchester Avenue, Bronx, NY 10462

Call or Text us Today!
718-750-1297

জ্যাকসন হাইটসের কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, MBA., LL.M.
Attorney At Law

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 | (212) 464-8620

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

+1 (202) 983-5504

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

---

Advanced SENIOR CARE

ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.

Anthem | SWH Senior Whole Health | VILLAGECAREMAX | And More

718 799 1007

উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR

NIMME NAHAR
DIRECTOR

CONTACT US
daycare@shahabsagor.com | 220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি থেকে এ বছর গ্রাজুয়েশন করেন ২৯০ জন শিক্ষার্থী।

গ্রাজুয়েশন করা শিক্ষার্থীর সাথে চ্যান্সেলর আবু বকর হানিফ।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন

শেষের পাতার পর

এবং অজস্র স্বপ্ন। ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সে উডসন হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে গত ১৩ জুন অনুষ্ঠিত এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯০ জন শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এর মধ্যে স্কুল অব ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে ১৮৩ জন এবং স্কুল অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ১০৭ জন শিক্ষার্থী স্নাতক হন।

কালো গাউন আর ক্যাপের ওপর সোনালি ট্যাসেল ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীরা গ্রাজুয়েশনে যোগ দেন। তাদের পদচারণায় পুরো অডিটোরিয়াম উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। পরিবার-পরিজন, বন্ধু, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্বের সঙ্গে ছবি তোলা ও আনন্দ ভাগাভাগিতে মুখর ছিল পুরো পরিবেশ।

গ্রাজুয়েশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান আবুবকর হানিপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আজ শুধু ডিগ্রি অর্জনের দিন নয়, এটি অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং সম্ভাবনার উদযাপন।' তিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীদের আজীবন শেখার মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁর ভাষায়, 'ভবিষ্যৎ তাদেরই, যারা পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে শেখে, মানিয়ে নেয় এবং এগিয়ে যায়।'

অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ড. খালিদ এইচ. আরার। টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির এই অধ্যাপক ডব্লিউইউএসটির গ্রাজুয়েটদের স্মরণ করিয়ে দেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও মানবিক গুণাবলিই মানুষের প্রকৃত শক্তি। তিনি বলেন, এআই স্রেফ তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, উত্তর দিতে পারে; কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং মানবিক সংযোগ তৈরি করা শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটর সাদ্দাম আসলান সেলিম, উদ্যোক্তা রফিক হাওলাদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএফও ফারহানা হানিপ। তাঁরা শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, মানবিক মূল্যবোধ এবং পেশাগত উৎকর্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ তার বক্তৃতায় আরও বলেন, স্নাতক ডিগ্রি অর্জন কেবল একটি একাডেমিক সাফল্য নয়, বরং বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি। তিনি শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা এমন এক সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে, যখন প্রযুক্তি, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে।

'পরিবর্তনকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভবিষ্যৎ তাদের জন্য, যারা শিখতে জানে, পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং প্রতিনিয়ত বিকশিত হতে থাকে,' বলেন তিনি।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে আবুবকর হানিপ বলেন, ধারাবাহিকভাবে শেখার মানসিকতাই তাঁকে নতুন নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের আজীবন শিক্ষার্থী হিসেবে থাকার আহ্বান জানান এবং বলেন, শিক্ষা কখনোই ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে শেষ হয় না।

চ্যান্সেলর হানিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের WISE Accelerator-এর কথাও উল্লেখ করেন। তিনি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হওয়ার, নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করার এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গ্র্যাজুয়েশনের দিনেই শেষ হয়ে যায় না; বরং এটি আজীবনের একটি বন্ধন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ডব্লিউইউএসটিকে স্রেফ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয় বরং প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সারা জীবনের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

মূল বক্তা ড. খালিদ আরার তার দীর্ঘ বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয় জানার, নিজের শক্তি চিহ্নিত করার এবং অন্যদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সফলতা শুধু নিজের অর্জনেই নিহিত নয়; বরং অন্যদের অর্জনে সহায়তা করার মধ্য দিয়েও সফলতা পরিমাপ করতে হবে।'

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ফারহানা হানিপ বলেন, 'আজ আপনারা আমাদের ক্যাম্পাস ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা সবসময়ই ডব্লিউইউএসটি'র পরিবারের অংশ হয়ে থাকবেন।'

'অধ্যবসায় এমন একটি শক্তি, যা কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না,' বলেন সাদ্দাম আসলান সেলিম।

আর রফিক হাওলাদার বলেন, 'প্রযুক্তি শুধু আমাদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম বদলে দেয়, কিন্তু পৃথিবীকে বদলে দেয় মানুষ।' শিক্ষার্থীদের সেই মানব সম্পদ হয়ে ওঠার আহ্বান জানান তিনি।

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন ভ্যালেডিক্টোরিয়ান রিথিন সাইন মানাপতি, শিক্ষা শেষে এরই মধ্যে গুগলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছেন ডব্লিউইউএসটির এই শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, 'ডব্লিউইউএসটি আমাকে যে ভিত্তি দিয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়েই আমি আজকের এই অর্জনে নিশ্চিত করতে পেরেছি।'

গ্রাজুয়েশনে যখন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

গ্রাজুয়েশনে ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সাথে চ্যান্সেলর আবু বকর হানিফ ও সিওও ফারহানা হানিফ।

কয়েকজন ফ্যাকাল্টি ও শিক্ষার্থীর সাথে ফারহানা হানিফ।

ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সাথে চ্যান্সেলর আবু বকর হানিফ।

শামসুল হকের ভোট পুনর্গণনা হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

ওয়েবসাইটও করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৩ ভোটের ব্যবধানে আটকে গেলেন। এসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা তার ডিস্ট্রিক্টে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে শামসুল হক এই বাংলাদেশী অধ্যুষিত আসনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্যাট্রিক মার্টিনেজ তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। প্যাট্রিক সাবেক কংগ্রেসম্যান জো ক্রাউলির নেফিউ। শামসুল হকের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তিনি সিনেটর বার্নি স্যান্ডর্সের এনডোর্সমেন্ট পেয়েছিলেন।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ৯৯% প্রিসিংক্টের ভোট গণনা শেষে ৩০ ডিস্ট্রিক্টের এই এসেম্বলি আসনে প্যাট্রিক পেয়েছেন ২,৭০৩টি ভোট আর শামসুল পেয়েছেন ২,৬৯০টি। এই আসনে শামসুলের সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন নেপালি কম্যুনিটির প্রার্থী সোমনাথ ঘিমিরি। তিনি পেয়েছেন ৬৮৯ ভোট। ধারণা করা যায় তিনি পেয়েছেন প্রধানত দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত শামসুলের ভোটগুলোই।

শামসুল হক সাপ্তাহিক বাঙালীকে জানান, তিনি নিউইয়র্ক সিটির বোর্ড অব ইলেকশনে পুনর্গণনার আবেদন করলে বিওই তা মেনে নিয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেটের বোর্ড অব ইলেকশনের নিয়ম অনুসারে কোনো প্রার্থী ২০টি ভোটের কম বা ০.৫% বা তার কম পেয়ে হেরে গেলে পুনর্গণনার আবেদন করা যায়।

জানা গেছে ৫০০ এরও বেশি মেইল-ইন ব্যালট পৌঁছেছে বোর্ড অব ইলেকশনে, তবে এর মধ্যে কত ভোট গণনা হয়েছে, তা জানা যায়নি।

শামসুল হক বলেন, প্রত্যেকটি ভোটই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি ভোট গণনা করতে হবে। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত পুনর্গণনা হলে আমি জিতব।

উল্লেখ্য এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড, ইস্ট এলমহার্স্ট, করোনা ও ম্যাসপেথ।

আমেরিকার রাজনীতিতে বিশাল ধাক্কা

প্রথম পাতার পর

আমেরিকার রাজনীতিতে বিশাল ধাক্কা লাগে। কংগ্রেশনাল তিন প্রার্থীই সোশালিস্ট, তারা সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স আর মেয়র জোহরান মামদানির সমর্থক।

প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছেঃ গত বছরের নভেম্বরে যখন গলায় কেফিয়াহ জড়িয়ে দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন, তখন ঘনিষ্ঠ পরিমন্ডলের বাইরে খুব কম মানুষই তাকে চিনতেন।

তবে তার বার্তা ছিল স্পষ্ট। তিনি নিজেকে এমন একজন সংগঠক হিসেবে তুলে ধরেন, যিনি ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া পরিবারগুলোকে একত্রিত করার পাশাপাশি ফিলিস্তিনে চলমান 'গণহত্যার' বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন।

মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির সমর্থন পাওয়া আভিলা শেভালিয়ে অভিজ্ঞ কংগ্রেসম্যান আদ্রিয়ানো এসপাইল্যাটকে হারিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন নিশ্চিত করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এটি চলতি নির্বাচনী চক্রের সবচেয়ে বড় অঘটনগুলোর একটি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আভিলা শেভালিয়ে এবং মামদানির সমর্থন পাওয়া অন্য প্রার্থীদের বিজয় ডেমোক্রেটিক রাজনীতিতে ইসরাইলপন্থী অবস্থানের জনপ্রিয়তা কমে আসার ইঙ্গিত বহন করছে।

বেথ মিলার বলেন, 'গত রাতটি ছিল নিউইয়র্ক সিটির জন্য এক রাজনৈতিক ভূমিকম্প। ডেমোক্রেটিক প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

ইহুদি শান্তিকামী সংগঠন জিউইশ ভয়েস ফর পিসের (জেভিপি) এই কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা দেখিয়েছি, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে নিঃশর্ত সমর্থন শুধু নৈতিক অবস্থানই নয়, এটি প্রগতিশীল প্রার্থীদের বিজয়ের পথও।'

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমারিতে জয়

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কংগ্রেসনাল প্রাইমারিতে মামদানির সমর্থন পাওয়া আরও দুই প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ইসরাইলে সামরিক সহায়তার বিরোধী সাবেক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার কট্টর ইসরাইলপন্থী কংগ্রেসম্যান ড্যান গোল্ডম্যানকে পরাজিত করেন। এছাড়া, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট আইনপ্রণেতা ক্লেয়ার ভালদেস একটি শূন্য আসনের জন্য মনোনয়ন পান।

তিনজনই এমন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যেগুলো ঐতিহ্যগতভাবে ডেমোক্রেটদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ফলে নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে তাদের জয় পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

স্থানীয় পর্যায়েও ইসরাইলের কড়া সমালোচক বেশ কয়েকজন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবের কাওয়াস, যিনি নিউইয়র্কের প্রথম ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত স্টেট সিনেটর হওয়ার পথে।

সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের (কিউনি) সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হেবা গাওয়ায়েদ বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে কোন বিষয়টি গ্রহণযোগ্য এবং কাঙ্ক্ষিত–সেটির একটি বাস্তব পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।'

তার ভাষায়, অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী এক কংগ্রেসম্যানের বিরুদ্ধে আভিলা শেভালিয়ের জয় প্রমাণ করেছে যে, ইসরাইলের সমালোচনাকে অসম্ভব বা রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী মনে করার যুগ বদলাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমেরিকানরা ভোটের মাধ্যমে বলেছে, তারা আর এই পুরোনো রাজনীতি চায় না।'

গাওয়ায়েদ আরও বলেন, মামদানির মতোই নিউইয়র্কের প্রগতিশীল প্রার্থীরা ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থানের কারণে ভোটারদের সমর্থন পেয়েছেন।

'ইউএস ক্যাম্পেইন ফর প্যালেস্টাইন রাইটস অ্যাকশন'-এর রাজনৈতিক পরিচালক ইমান আবিদও আভিলা শেভালিয়ে ও ভালদেসের বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আজ নিউইয়র্কে আমরা নিজেদের চোখের সামনে ফিলিস্তিনবিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন দেখতে পাচ্ছি। শ্রমিকের অধিকার, সাশ্রয়ী বাসাভাড়া, ইমিগ্রান্টদের অধিকার এবং স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়ানো সাহসী প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন।'

নিউইয়র্কের গন্ডি পেরিয়ে

সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে ডেমোক্রেট সমর্থকদের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি সমর্থন দ্রুত কমছে।

ফিলিস্তিনপন্থী অধিকারকর্মীরা মনে করছেন, নিউইয়র্কের এই ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেটেও একই ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারে।

তারা পেনসিলভেনিয়ার ক্রিস রাব এবং নিউজার্সির অ্যাডাম হামাওয়ির মতো ফিলিস্তিনপন্থী প্রার্থীদের সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরছেন।

রাব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'দারিয়ালিজা জানেন, আমাদের বোমার পরিবর্তে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে, আইস-এর পরিবর্তে ইমিগ্রান্টদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের বদলে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেসে একসঙ্গে আমরা ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করব এবং শ্রমজীবী পরিবারগুলোর জন্য কাজ করব।'

২০২৭ সালের শুরুতে নতুন কংগ্রেসে এসব প্রার্থী যোগ দিলে ক্যাপিটল হিলে ইসরাইলকে নিঃশর্ত সমর্থনের দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় ঐকমত্যে আরও ফাটল সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তবে কংগ্রেসে ইসরাইল-সমালোচক সদস্যদের সংখ্যা বাড়লেও এবং জনমতের পরিবর্তন ঘটলেও, ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান–উভয় প্রশাসনের আমলেই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মূলত ইসরাইলপন্থী অবস্থানে অবিচল রয়েছে।

গাওয়ায়েদ মনে করেন, নীতিগত পরিবর্তন আসতে সময় লাগবে, কিন্তু নিউইয়র্কের নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে যে পরিবর্তন অসম্ভব নয়।

তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি সুসংগঠিত, অর্থবিত্তসম্পন্ন এবং দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছি। তারপরও পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।'

বেথ মিলারও একই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার মতে, এবারের বিজয় শুধু ফিলিস্তিনপন্থী আইনপ্রণেতাদের সংখ্যা বাড়াবে না, বরং অন্য রাজনীতিকদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দেবে যে এই অবস্থান রাজনৈতিকভাবে সফল হতে পারে।

তিনি বলেন, 'আমার আশা, আগামী কংগ্রেসে আমরা ইসরাইলে অস্ত্র ও বোমা পাঠানো বন্ধ করার দাবিকে আরও জোরালোভাবে এগিয়ে নিতে পারব। সম্ভাবনার সীমা আরও বিস্তৃতভাবে কল্পনা করা উচিত।'

৫-০ গোলেউজবেকিস্তানের বিপক্ষে পর্তুগালের জয়

৩৩ পাতার পর

জালে জড়ান নুনো মেন্দেস। নিখুঁত পরিকল্পনায় করা সেই গোল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় উজবেকিস্তানের রক্ষণ।

২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে উজবেকিস্তান। ২৯তম মিনিটে গনিয়েভের দূরপাল্লার দুর্দান্ত শট জালে জড়ালেও ভিএআরে দেখা যায়, আক্রমণের শুরুতে ফাইজুল্লায়েভ ক্যানসেলোকে ফাউল করেছিলেন। ফলে গোলটি বাতিল হয়ে যায়।

চার গোলের লিড পাওয়ার পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছেই রাখে পর্তুগাল। মাঝমাঠে ভিটিনিয়া ও জোয়াও নেভেসের দখলদারিত্বে খুব কমই আক্রমণে উঠতে পেরেছে উজবেকিস্তান।

৮৭তম মিনিটে গোল উৎসবের শেষ রঙটা ছড়ান বদলি হিসেবে নামা রাফায়েল লেয়াও। বাম দিক থেকে গড়ে ওঠা আক্রমণে বল পেয়ে শক্তিশালী শটে নেমাতভকে পরাস্ত করেন তিনি। তার গোলে ৫-০ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় পর্তুগাল।

ভিতিনিয়া, ব্রুনো, জোয়াও ফেলিক্স ও ক্যানসেলোদের সমন্বিত ফুটবলের সামনে উজবেকিস্তান খুব কম সময়ই নিজেদের ছন্দ খুঁজে পেয়েছে।

কঙ্গো ডিআরের বিপক্ষে হতাশাজনক ড্রয়ের পর যে দলটি সমালোচনার মুখে পড়েছিল, সেই পর্তুগাল এবার দেখাল তাদের প্রকৃত শক্তি। আর সেই শক্তির কেন্দ্রে ছিলেন সেই পুরোনো নাম-রোনালদো। বয়স ৪১ হলেও বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় মঞ্চে ইতিহাস লেখা যে এখনো শেষ হয়নি, সেটাই আবার মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এলামনাই'র উদ্যোগে দেয়া স্কলারশিপ প্রোগ্রাম।

স্কলারশিপ প্রোগ্রামে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক এবং এলামনাই প্রতিনিধি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এলামনাই'র উদ্যোগে দেয়া স্কলারশিপ প্রোগ্রাম।

চবি এলামনাই'র সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল।

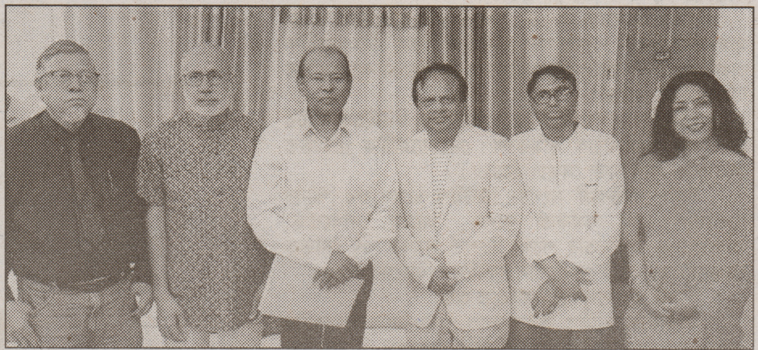

চবি এলামনাই'র নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দসহ সাবেক সভাপতি সাবিনা নিরু।

শহীদ ড. জোহা স্কলারশিপ প্রদান

শেষের পাতার পর

ও অস্বচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান এবং পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর ড. পাপিয়া সুলতানা। অনলাইনে যুক্ত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ফতেনূর আলম। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্র এর সাবেক সভাপতি এ কে এম মনিরুল হক রাহুল এবং বর্তমান সহ-সভাপতি এডভোকেট এম এম নূরুজ্জামান বাবু। তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে এক আবেগঘন ও গৌরবময় মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের প্রতিজনকে দশ হাজার টাকা এবং সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

রাবি এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি ফতেনূর আলম বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই যে শুভ কাজের সূচনা হলো, এর প্রকৃত অংশীদার আমরা সবাই। বিশেষ করে যারা নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে এই ফান্ড গঠনে সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রেখেছেন, আপনাদের প্রতি রইল অন্তহীন কৃতজ্ঞতা। আজ যাদের হাতে এই বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়েছে, তাদের চোখে-মুখে যে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ছিল, তা সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

বৃত্তিপ্রাপ্ত এই কৃতি শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাবিয়ানদের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসাসহ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সভাপতি ফতেনূর আলম আরো বলেন, এই আয়োজনটি সফল করার পেছনে পর্দার আড়ালে থেকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে মোঃ আসাদুজ্জামান, এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, এইচ এম ইস্রাফিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অস্বচ্ছল, এই এলাকাগুলোতে পার্টটাইম জব বা টিউশনি করার ছাত্র পাওয়া যায় না। তাই তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা পিছিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের রাবি ভাইয়েরা তাদের হাত প্রসারিত করে আজকে সামনে এগিয়ে এসেছেন এজন্য তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামীতে এভাবে এগিয়ে আসলে কিছু কিছু শিক্ষার্থীর জীবন কিছুটা হলেও অর্থনৈতিকভাবে স্বস্তি পাবে। ভবিষ্যতে এভাবে এগিয়ে আসবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন'র নতুন কমিটির

সভাপতি অধ্যাপক মুহিত সম্পাদক মীর রাসেল

শেষের পাতার পর

ব্রুকলীনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনকের নতুন কার্যকরী কমিটির (২০২৬-২০২৭) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পারভেজ কাজী নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন দুই নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এ. কে. আখতার হোসেন ও ত্রিদিপ চৌধুরী। উল্লেখ্য, একটি প্যানেল থাকায় সকলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

নতুন কার্যকরী কমিটি: সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত, সিনিয়র সহ সভাপতি অনুপ দাশ, সহ সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, আবুল কাসেম, সৌরেন দাশ ও মাকসুদা খানম, সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারহানা আকতার, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনছুর আহমেদ, অর্থ সম্পাদক শুভাশীষ বড়ুয়া, গণসংযোগ ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাবর খাদেমী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এহসান জুয়েল, বার্ষিকী ও প্রকাশনা সম্পাদক কনিকা ধর, ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাহফুজুল হাসান কিশোর। কার্যকরী সদস্য- সাইফুল ইসলাম দিদার, হোসনে আরা বেগম, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাকসুদ আলম, বর্ণালী দেবনাথ, শিমু আক্তার ও জেনেট জুলিয়েট রড্রিগেজ।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পরবর্তী অধিবেশনে সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিতের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংগঠনের ২০২৬-২০২৭ সালের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন- পারভেজ কাজী, মোঃ রেজাউল করিম সগীর, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী, সাবিনা শারমিন নিহার, অধ্যাপক এ. কে. আখতার হোসেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুবুল মওলা, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর, জি.এম. ফারুক, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, ত্রিদিপ চৌধুরী, এডভোকেট এম.এ. হামিদ, ইকবাল মাহমুদ, রাজিউল ইসলাম, মোহাম্মদ আমির আজম চৌধুরী, আবুল কাশেম খান নিশো, এম.ডি. হাশেম চৌধুরী, মুহাম্মদ এয়াকুবউদ্দিন চৌধুরী, কল্লোল দাশগুপ্ত, প্রবাল চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম বকু, জি.এম. মোর্শেদ, জসীম উদ্দীন আহমেদ।

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল তাঁদের কমিটির বিগত মেয়াদে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সংগঠনের বর্তমান অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অশাবাদ ব্যক্ত করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার পারভেজ কাজী, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী, দুই নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এ. কে. আখতার হোসেন ও ত্রিদিপ চৌধুরী।

কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে 'প্রবাহ'র সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ জ্যাকসন হাইটসে ২০ জুন শনিবার প্রবাহ আয়োজন করলো কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে ১৮তম সাহিত্য সভা। কে. এম. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে এতে প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রিমন ইসলাম।

সোহেল হামিদের পরিচালনায় কবি আবুল বাশারের কণ্ঠে অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। আহসানুর রহমান খান কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি কবির লেখায় মুসলিম নবজাগরণ, প্রকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসেন। চবি এলামনাই এর সভাপতি মোহাম্মদ ছোলাইমান পাঠ করেন পাঞ্জেরী কবিতা। সোহেল হামিদ ও নূরুল মোস্তফা রইসী কবিকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। নাসিরুল আলম পান্থ আবৃত্তি করেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র একটি কবিতা।

রিমন ইসলাম বলেন, সংস্কৃতির আকার ব্যাপক। একটা জাতিকে হত্যা করার জন্য তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয়। আমাদের কবিতায়, সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, মুসলিম সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর কবি ফররুখ আহমদ পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কবি জসীম উদ্দিন, শিল্পী আব্বাস উদ্দিন, কবি আল মাহমুদ ও ইতিমধ্যে পরলোকগত কবি আল মুজাহিদীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

সভায় জাকির হোসেন বাচ্চু, সাইদুর রহমান সাইদ, আদর্শ বড়ুয়া জনি কবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

জাতিসংঘে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আরও সহায়তার আহ্বান

নিউইয়র্কঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) অর্জিত উন্নয়ন অগ্রগতি টেকসই রাখতে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং সহজ শর্তে অর্থায়ন সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

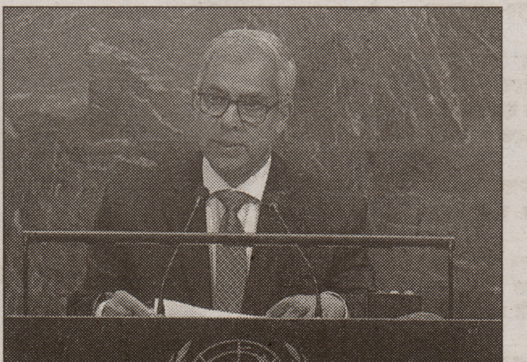

জাতিসংঘে ভাষণ দেন রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী।

গত ২৪ জুন বুধবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও ইকোসকের যৌথ থিম্যাটিক অনুষ্ঠানে দোহা কর্মসূচি (ডিপিওএ) বাস্তবায়নের মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা বিষয়ে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, ঋণ সংকট এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক এলডিসির উন্নয়ন অগ্রগতি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও দৃঢ় ও কার্যকর সহায়তা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত চৌধুরী উত্তরণকাল তিন বছর বাড়ানোর পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি উত্তরণের আগে, চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে এলডিসিগুলোর জন্য বৈশ্বিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সহায়তা জোরদারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন, ২০২৭ সালের মার্চে কাতারে অনুষ্ঠিতব্য দোহা কর্মসূচির মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা সম্মেলন এলডিসি ও উত্তরণশীল দেশগুলোর জন্য গৃহীত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত মৃত্যু ৫৮৯ জন

১৪ পাতার পর

জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন যে, উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ সরানোর চেষ্টা করছে যেন ভেতরে ঢুকে জীবিতদের কাছে পৌঁছানো যায়। সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে জীবিত উদ্ধার করাই এখন আমাদের লক্ষ্য।

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কারণে ভেনেজুয়েলার প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইউএসজিএস জানায়, ১৯০০ সালের পর এটিই ভেনিজুয়েলায় অনুভূত সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প, যার তীব্রতা প্রতিবেশী দেশ কলম্বিয়া থেকেও টের পাওয়া গেছে।

বিদ্যুৎ বিপর্যয় ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং ইউএসজিএস আশঙ্কা করছে যে নিহতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি মেক্সিকো, কাতার, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও এল সালভাদরের মতো দেশও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাওয়া ভেনেজুয়েলার জন্য এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক চরম পরীক্ষা হিসেবে সামনে এসেছে।

স্কলারশিপ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে সোহানের মা ও বাবাসহ শিক্ষক ও প্রাপক শিক্ষার্থী।

নিউইয়র্কে এ বছরের সোহান স্কলারশিপ প্রদান

শেষের পাতার পর
শিক্ষার্থীদের কমেন্সমেন্ট সেরিমনি ২০২৬ অনুষ্ঠানে আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ।

অনুষ্ঠানে কিনোট স্পিকার ডাঃ উমায়রা টিয়ো তার বক্তব্যে ছাত্র ছাত্রীদের আগামী দিনের করণীয় নিয়মিত অধ্যয়ন, অনুশীলন ও দায়িত্বশীল জীবনাচরণ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল মিস ভ্যারেনা কাবারক্যাস আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ বিতরণকালে আহমদ সোহানের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কৃতি ছাত্র সোহান আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে সে আছে আমাদের মনের গভীরে, আমাদের অস্তিত্বের শিকড়ে। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। প্রিন্সিপাল ভ্যারেনা বলেন, সোহান মেধার বিকাশে জ্ঞানার্জনের অভাবনীয় অদম্য বাসনা নিয়ে শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তার নিরবচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছিল।

উল্লেখ্য ২০১০ সালে ২৪ জুন বেশ কয়েকটি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুলের কৃতি ছাত্র আহমদ জে সোহান কলেজ জীবন শুরু করার দু'সপ্তাহের মধ্যে ৬ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ ২০১১ সাল থেকে আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করেন। আহমদ সোহানের মা জাহানারা বি আহমদ ও বাবা সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সামিরাতু বারাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

টেইলর সুইফটের বিয়ে নিয়ে জল্পনা

১০ পাতার পর
আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছে।' সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় একটাই প্রশ্ন-বিয়ে কবে?

ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন কেন?

নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন শুধু একটি স্টেডিয়াম নয়; এটি আমেরিকান বিনোদনজগতের অন্যতম আইকনিক ভেন্যু। বক্সিং থেকে বাস্কেটবল, রক কনসার্ট থেকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-সবকিছুর সাক্ষী এই অডিটোরিয়াম। সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আগামী ৩ জুলাই এই ভেন্যুতেই টেইলর ও ট্রাভিসের বিয়ের আয়োজন হতে পারে।

গুজবের সূত্র শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নয়। নিউইয়র্ক সিটির রাস্তা বন্ধের অনুমতি-সংক্রান্ত নথি, নিরাপত্তা প্রস্তুতি এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রমও এই জল্পনাকে শক্তিশালী করেছে।

রাস্তা বন্ধের অনুমতি

খবরে বলা হয়েছে, ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন ঘিরে কয়েকটি রাস্তা আগামী ২ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত আংশিকভাবে বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করা হয়েছে। একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান কয়েক শ অতিথির জন্য অস্থায়ী কাঠামো তৈরির অনুমতিও চেয়েছে।

সাধারণ কোনো অনুষ্ঠানের জন্য নিউইয়র্কের ব্যস্ততম এলাকায় এত বড় পরিসরের প্রস্তুতি খুব একটা দেখা যায় না। তাই অনেকেই ধারণা করছেন, এর পেছনে রয়েছে বড় কোনো তারকাখচিত আয়োজন।

নিরাপত্তা সংস্থার তৎপরতা

জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর প্রস্তুতি। খবরে দাবি করা হয়েছে, পেন স্টেশন এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু কর্মকর্তাকে সম্ভাব্য ভিড় ও বিশেষ অনুষ্ঠানের বিষয়ে আগাম সতর্ক করা হয়েছে।

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীকে ঘিরে বিশাল ভিড় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই নিরাপত্তাব্যবস্থাও যে বাড়তি হবে, সেটি অনুমেয়।

হোটেল বুকিং ও অতিথির তালিকা

বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের কয়েকটি বিলাসবহুল হোটেলে জুলাইয়ের শুরুতে বড় আকারের বুকিং হয়েছে।

বিশেষ করে আমেরিকান ফুটবল দলের কয়েকজন পরিচিত খেলোয়াড়ের নাম অতিথির তালিকায় থাকতে পারে বলে আলোচনা চলছে। যদিও এসব তথ্যের কোনো আনুষ্ঠানিক নি-শ্চিতকরণ নেই, তবে জল্পনার আগুনে ঘি ঢালার জন্য যথেষ্ট।

স্পেনের কাছে ৪-০

১৬ পাতার পর
ফেলিক্স এনমেচার পাস ধরে বক্সের ভেতরে ঠাণ্ডা মাথায় ফিনিশ করেন উনদাভ। দুই গোল করে ম্যাচসেরার পুরস্কারও জিতেছেন উনদাভ। এবারের বিশ্বকাপে মাত্র ৫৬ মিনিট খেলে তিনি এরই মধ্যে তিন গোল ও দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন। কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ৭-১ গোলের জয়ে একটি গোল করার পর এবার একাই গড়লেন জয়ের গল্প।

এ জয়ের ফলে দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে জার্মানি।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

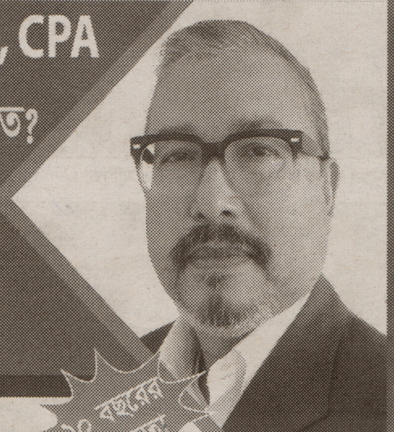

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Rx PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
1445 Unionport Road, Bronx, NY. 347-851-2668 (Next to J&K Buffet)

আমরা বাংলায় ব্যবস্থাপত্র দেই

ফ্রি!! মজাদার এক কাপ গরম কফি
ও সঙ্গে রয়েছে সুস্বাদু বিস্কুট, যেকোন সময়

আমরা সর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত

Free
Local Delivery and Pick Up Available

আপনার সব ওষুধ
এ ফার্মেসিতেই রয়েছে।

আপনার টিভি পর্দায় দেখুন

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য প্রতিদিন ১০% ফ্রি! সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী, পারফিউম, ফটোকপি ৫ সেন্টস, ফ্যাক্স সার্ভিস, ৯৯সেন্টস-এ উপহার কার্ড এবং ফিল্ম প্রসেসিং।

ফ্রি উপহার!!!
কোন কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন নেই।
শুধুমাত্র দোকানে আসলেই পাবেন।

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান, প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স এবং ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

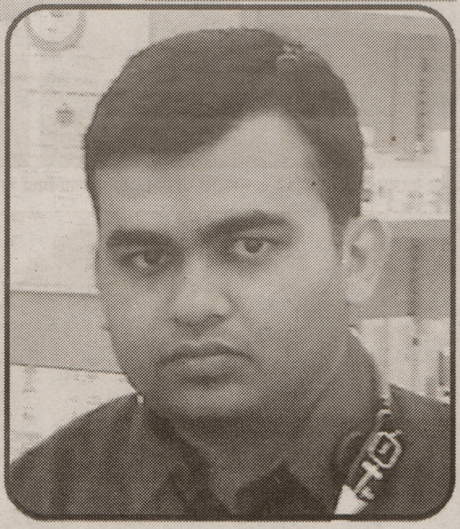

We Speak Bengali, English, Hindi, Spanish

আমরা অন্য ফার্মেসির আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

* বিনা নোটিশেই অফার পরিবর্তনযোগ্য। শর্ত প্রযোজ্য।

$2 OFF* Any Purchase of $10 or More

Free! 10 Copies Using Our Copy Machine

Centrum Or Centrum Silver 100 CT Now Only $8.49 Limit 1 Offer Per Coupon

$1-এ বিভিন্ন ধরনের কার্ড পাওয়া যাচ্ছে

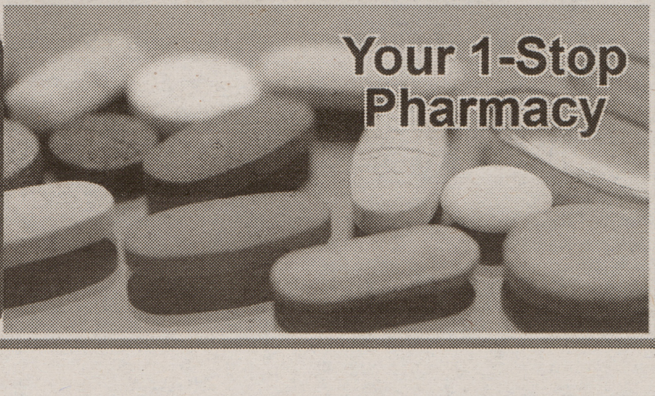

এনজে বুটিক আয়োজিত আচার প্রতিযোগিতা।

এনজে বুটিক আয়োজিত আচার প্রতিযোগিতা।

এনজে বুটিক আয়োজিত আচার প্রতিযোগিতা।

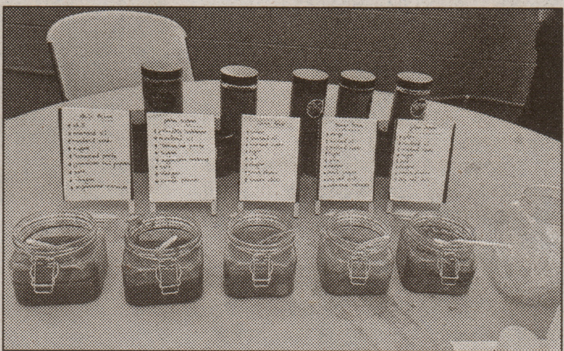
এনজে বুটিক আয়োজিত আচার প্রতিযোগিতা।

এনজে বুটিক আয়োজিত আচার প্রতিযোগিতা।

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তর হাতে সার্টিফিকেট প্রদান।

দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তর হাতে পুরস্কার প্রদান।

তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তর হাতে পুরস্কার প্রদান।

বক্তব্য রাখেন নজরুল কবির ও নুশরাত জাহান। সঞ্চালনায় হিয়া সানজিদা। গান গেয়ে শোনান মেরিস্টেলা শ্যামলি ও রাজিব ভট্টাচার্য্য।

একটি বুটিক স্টলে ভিড়।

বাবা দিবসের গান গেয়ে শোনায় লিয়ানা মানহা ও এরিনা।

বুটিক মেলা ও আচার প্রতিযোগিতা

শেষের পাতার পর

নিজেদের তৈরি আচার নিয়ে এতে যোগ দেন। প্রত্যেকে ছয় ধরনের আচার নিয়ে যান। একটি টেবিল একজন প্রতিযোগীর জন্য নির্ধারিত ছিল। নয়টি টেবিল একজনের থেকে অন্যটি দূরে দূরে সেট করা হয়। সেসব টেবিলে আচারের বয়মকে দৃষ্টিনন্দন আঙ্গিকে সাজানো হয়। বয়মের গায়ে লেবেলে আচারের নাম এবং উপকরণ লেখা ছিল। দুপুর থেকেই অনেকে সেসব আচার টেস্ট করেন।

কম্যুনিটির শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের চারজন ছিলেন বিচারকমন্ডলিতে। এরা হলেন মেরিস্টেলা শ্যামলি আহমেদ, আখতার আহমেদ রাশা, মিজানুর রহমান ও ড. হারুন রশিদ।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হন সৈয়দা যোবাইদা, দ্বিতীয় শাহানা পারভীন আর তৃতীয় মাহমুদ চৌধুরী। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিচারকমন্ডলির সদস্যসহ অন্যরা। সেইসাথে প্রত্যেককে সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়। প্রথম পুরস্কার দেয়া হয় সাদিয়া বুটিকের সৌজন্যে, দ্বিতীয় শাম্মি'স এর সৌজন্যে আর তৃতীয় এনজে বুটিকের সৌজন্যে।

আচার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন নাহিদা রোজি, শেলি শামস, সৈয়দা যোবাইদা, ফাহমিদা পারভিন লিসা, শাহী আকতার, ফাহমিদা আহমেদ, মাহমুদ চৌধুরী, সুলতানা ফেরদৌসি, শাহানা পারভিন।

পুরস্কার বিতরণ শেষে বিচারকবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আচার বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপনের সাথে জড়িয়ে আছে। ঘরে ঘরে নারীরা তাদের নিজের পছন্দমত নানা উপকরণ ও উপাদান দিয়ে আচার তৈরি করেন।

তারা বলেন, নিউইয়র্কের অনেকে ঘরে বসে আচার তৈরি করে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে মার্কেটিং করেন।

পুরস্কার বিজয়ীরা বলেন, এই ধরনের আয়োজন আমাদের উৎসাহিত করে।

ফাদার্স ডে পালনের শুরুতে বাবা ড. হারুনুর রশিদের লেখা বাবাকে নিয়ে কবিতা তার দুই শিশু কন্যা লিয়ানা ও এরিনা আবৃত্তি করে পরিবেশ ভারি করে তোলে। এরপর লিয়ানা মানহা আয় খুকু আয় গানটি গেয়েও মুগ্ধ করে। মেরিস্টেলা আহমেদ শ্যামলিও একটি গান গেয়ে শোনান। শেষে শিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য বাবাকে নিয়ে কয়েকটি গান গেয়ে অনুষ্ঠানটিকে আনন্দমুখর করে তোলেন।

এর আগে সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ শৈশবে তার বাবার কাছ থেকে উচ্চারণ শেখা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

যখন পুরস্কার বিতরণী ও ফাদার্স ডে'র অনুষ্ঠান চলছিল তখন প্রায় ১৫টি বুটিক শপে চলছিল কেনাকাটা। বুটিক শপগুলো হাল ডিজাইনের শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবি সহ হাতে বানানো জুয়েলারি সামগ্রী বিক্রি করছিল।

পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন নজরুল কবির। তার সাথে ছিলেন হিয়া সানজিদা। আর তত্ত্বাবধানে ছিলেন এনজে বুটিকের নুসরাত জাহান এলিন।

সভাপতি সাখাওয়াত আলী ও সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

নিউইয়র্কঃ সভাপতি: সাখাওয়াত আলী, সহ-সভাপতি: সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, ডক্টর আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, অধ্যাপক রেজাউল করিম, দিদার শাহীন, আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু, অধ্যাপক আব্দুল খালিক, অ্যাডভোকেট মোঃ সাইদুর রহমান, অধ্যাপিকা সঞ্চিতা ঠাকুর, আব্দুল মতিন পারভেজ ও মাহমুদুল হাসান। সাধারণ সম্পাদক:সুব্রত তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: বাপ্পী সোম, রেজা আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ আজিজ চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মিলন ও সমিরুল ইসলাম বাবলু। সাংগঠনিক সম্পাদক: নুরুল তালুকদার, মইনুর রহমান শোয়েব, মতিউর চৌধুরী ও বিপ্লব পাল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক: অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, আইন বিষয়ক সম্পাদক: এডভোকেট জয়জিৎ আচার্য্য, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: শামীম আহমদ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক: ইঞ্জিনিয়ার উত্তম কুমার সেন, অর্থ সম্পাদক: মোহাম্মদ নূর উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক: কাজিরুল ইসলাম শিপন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা: শিক্ষিকা ফয়জিয়া জাহান, দপ্তর সম্পাদক: কবি ছালেহা ইসলাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক: প্রভাষক আফাজুর রহমান চৌধুরী, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক:বাবুল শীল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক: রাশেদ উদ্দিন হীরা, ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক: এস.এম.সাইমুম হোসেন, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক: সুব্রত শীল।

কার্যনির্বাহী সদস্য: বিজয় কৃষ্ণ সাহা, মোঃ আবু তাহের চৌধুরী, ডাঃ মিতা চৌধুরী, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, রুহেল চৌধুরী, আক্তার হোসেন ,হেলাল আহমেদ, মিনহাজ শরীফ রাসেল, সোহান আহমদ টুটুল, তজমুল হোসেন, হাবিবা কোরেশী, নুসরাত কবীর এলিন, রুহুল আলম চৌধুরী উজ্জ্বল, শ্যামল কান্তি চন্দ, আশফাকুল হক চৌধুরী, সৈয়দ ফয়েজ, শেখ অলি আহমদ, সৈয়দ রুহুল আলী।

উপদেষ্টা পরিষদ: ডক্টর নুরুন নবী, ইঞ্জিনিয়ার ফরাশত আলী, কমান্ডার মঞ্জুর আহমদ, তোফায়েল চৌধুরী, ফজলুর রহমান, আব্দুর রহিম বাদশা, জাকারিয়া চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ, কবি ফকির ইলিয়াস, নুরুল আমিন বাবু, অধ্যাপিকা হোসনেআরা বেগম, অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, লুৎফুন নাহার লতা, অ্যানি ফেরদৌস, মহিউদ্দিন দেওয়ান, ড. দিলীপ নাথ, রেফায়েত চৌধুরী, এডভোকেট শাহ বখতিয়ার, খোরশেদ খন্দকার, হেলাল মাহমুদ, দেওয়ান বজলু চৌধুরী, ডাঃ খোকন সাহা, আমিনুল ইসলাম কলিন্স, শফিকুল আলম, স্বীকৃতি বড়ুয়া, কাজী শহিদুল ইসলাম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

নিউজার্সির প্রাইমারি নির্বাচনে সুব্রত ও লাকীর জয়লাভ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ নিউ জার্সির প্রাইমারি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন সুব্রত চৌধুরী ও লাকী চৌধুরী। গত দুই জুন মংগলবার অনুষ্ঠিত প্রাইমারি নির্বাচনে তাঁরা আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্রেটিক কমিটি পার্সন পদে জয়ী হয়েছেন।

সুব্রত চৌধুরীঃ সুব্রত চৌধুরী আটলান্টিক কাউন্টি প্রশাসনে হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত। তিনি ২০১২ সালে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়ে নিরলসভাবে কমিউনিটি সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সুব্রত চৌধুরী বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি, সাউথ জার্সি পয়েটস কালেকটিভ, এনএএসিপি এর সাথে জড়িত।

তিনি আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য হিসাবে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও আটলান্টিক কাউন্টির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক পরামর্শক পর্ষদের সদস্য পদে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আটলান্টিক সিটি ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

লাকী চৌধুরীঃ লাকী চৌধুরী আটলান্টিক সিটি প্রশাসনের মার্কেন্টাইল ও লাইসেন্সিং বিভাগে কর্মরত। তিনি ২০১২ সালে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

উল্লেখ্য, সুব্রত চৌধুরী ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পারসন পদে চতুর্থ মেয়াদে বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে লাকী চৌধুরী এই পদে দ্বিতীয়বার বিজয়ী হয়েছেন।

bongo
FACECARD
“হাওয়া” র পরিচালক
মেজবাউর রহমান সুমন এর ২য় ছবি -
রইদ
NEW YORK
QUEENS, NY
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
KEW GARDENS CINEMAS
81-05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
FRI 6/26: 2PM, 5PM, 8PM
SAT 6/27: 2PM, 5PM, 8PM
SUN 6/28: 2PM, 5PM, 8PM
MON 6/29: 2PM, 5PM, 8PM
TUE 6/30: 2PM, 5PM, 8PM
WED 7/01: 2PM, 5PM, 8PM
THU 7/02: 2PM, 5PM, 8PM
FOREST HILLS, NY
REGAL UA MIDWAY STADIUM 9
108-22 QUEENS BLVD, FOREST HILLS, NY 11375
FRI 6/26: 11:00 PM
SAT 6/27: 11:00 PM
SUN 6/28: 11:00 PM
MON 6/29: 11:00 PM
ADVANCE TICKETS ON THEATER WEBSITE & BOX OFFICE

গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইন্‌ক
Gopalgonj Foundation America Inc.

বার্ষিক বনভোজন

তারিখঃ ১২ জুলাই রবিবার, ২০২৬

স্থানঃ হ্যাকশায়ার স্টেট পার্ক

(ডিয়ার রেঞ্জ প্যাভিলিয়ন)

প্রিয় গোপালগঞ্জবাসী,
আগামী ১২ জুলাই ২০২৬, রোজ রবিবার গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইন্‌ক'র বার্ষিক বনভোজন আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে গোপালগঞ্জ জেলার আমেরিকা প্রবাসী সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত আমন্ত্রণ।

চাঁদার হার
জনপ্রতি ৪৫ ডলার (নিজস্ব পরিবহন)
জনপ্রতি ৫০ ডলার (বাসে)
(৬ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের কোন চাঁদা নেই)

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়
ব্রংক্সঃ ক্যাসেল হিল এভেন্যু এবং ওয়েস্টচেস্টার এভেন্যু
সময়ঃ সকাল ৭:৩০ মিনিট
জ্যাকসন হাইটসঃ ৩৭ এভেন্যু এবং ৬৯ স্ট্রিট
সময়ঃ সকাল ৮:০০ টা
জ্যামাইকাঃ ১৬৮ স্ট্রিট এবং হিলসাইড এভেন্যু
সময়ঃ সকাল ৮:৩০ মিনিট

আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র
প্রথম পুরস্কারঃ আইফোন ১৭ প্রো-ম্যাক্স
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ৭৫ ইঞ্চি টিভি
তৃতীয় পুরস্কারঃ ৬৫ ইঞ্চি টিভি
চতুর্থ পুরস্কারঃ ল্যাপটপ
পঞ্চম পুরস্কারঃ ৫৫ ইঞ্চি টিভি
ষষ্ঠ পুরস্কার ঃ মাইক্রোওভেন
সপ্তম পুরস্কারঃ স্মার্ট ওয়াচ

এছাড়াও রয়েছে আরোআকর্ষণীয় পুরস্কার এবং খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন ক্রীড়া সম্পাদক সাইফুজ্জামান নিশান।

আমন্ত্রণে
পিকনিক কমিটি

আহ্বায়ক
আবুল বাশার জুয়েল
৩৪৭-৬৫৩-৫৭২৮

সদস্য সচিব
নাজমুল ভুঁইয়া ডাবলু
৯১৭-৬১৫-২১৭৬

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

হাজী শাহীন শেখ
৩৪৭-৬৫৬-২২১৩

মিজানুর রহমান খাঁন (মনি)
৯১৭-৩৪৮-৫৬৩৫

মিজানুর রহমান মিজান
৯১৭-৬১৫-৭৮৪৫

উপদেশক্রমেঃ দাউদ ভূঁইয়া, মন্মথনাথ পোদ্দার, শেখ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, বিএম জাকির হোসেন (হিরু ভূইয়া), জিএইচ আরজু, খসরুল আলম, আশরাফ চৌধুরী, মতুর্জাজামান নবাব, সাইফুর রহমান (হিরক), রওশন আরা শেখ, সাইদুর রহমান মোল্লা, নওশের আবদুল্লাহ, আজিজুর রহমান সরদার, এস এম আহমেদ আলী, শিরিন রহমান আলো, অধীর শিকদার ও জেমস রয়।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

মোহাম্মদ জাবের ইকবাল, মেজবাহ রেজা হোসেন, গাজী বদরুজ্জামান নান্টু, শেখ কামাল, ইয়াছিন আলী, আবু তালেব শিকদার, আমিনুর রহমান প্রিন্স, ওখিল ওঝা, মোহাম্মদ আরাফাত, বাবলু কাজী, বিএম কামাল, শিকদার মোহাম্মদ রুমি, ফোরকান চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহরিয়ার মুন্সী, কল্যাণ বোস, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, মোঃ হাবিবুর রহমান (আনসার), হাফিজুর রহমান, আলী শেখ, আলী আকবর খান, বাবুল শেখ, কেএম আজগর আলী খান, তাওসিফ খান, সীমান্ত আহমেদ, জাহিদ হোসেন স্বপন, বদরুল আলম সিকদার, মাহমুদুজ্জামান খান, নৃপেন বিশ্বাস, ফরিদ আহমেদ, জন বাড়ৈ, নাজমুন কামাল মিনু, সনজিত কুমার মৃধা, গৌতম কুমার দাস, গৌতম কুমার শিকদার, মোহাম্মদ কায়কোবাদ, জোবায়ের জামান চৌধুরী, রাকিবুল হাসান রাতুল, আশুতোষ দত্ত, কাজী ওমর ফারুক বাবলু, মোঃ আহমেদ মবিন, শেখ সোহেল রানা, মনিকা দাস, মমতাজ বেগম, শামীমা জামান, লুৎফুন নাহার রিতা, ইসতিয়াক হোসেন মনু, আলী আহসান খান ও আনিসুর রহমান সেন্টু।

ধন্যবাদান্তে

রমাকান্ত বিশ্বাস
সভাপতি
৩৪৭-৬৯৮-৮৪৫৯

শরীফ ইমতিয়াজ হোসেন রিপন
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৩২৭-১০৫৪

প্রচারেঃ নাজমুল হোসেন ভূইয়া ডাবলু প্রচার সম্পাদক

شاهنواز
SHAHNAWAZ

নিউজার্সির এডিসনে
জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট ও কেটারিং হাউজ

প্রতি রবিবার
৬০টি আইটেমের
বুফে
(সকাল ১১টা-রাত ৮টা পর্যন্ত।

- বাংলাদেশী ভাইবোনদের জন্য আমাদের বিশেষ ডিশ
- কাচ্চি বিরিয়ানি (Beef, Chicken, Mutton)
- রেজালা বুরহানি ড্রিংকসহ আপনাদের অর্ডার অনুযায়ী সবধরনের খাবার
- আমাদের সব খাবার ১০০% হালাল

**আমরা ১০০ থেকে ১০০০ অতিথির জন্য
কেটারিংএর অর্ডার গ্রহণ করি।**

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট ও পেনসিলভেনিয়ায় হিলটন, মেরিয়ট, হলিডে ইন্, হায়াট ও ক্রাউন প্লাজাসহ বড় বড় বিখ্যাত হোটেল কিংবা পার্টি হাউজের জন্য আমরা কেটারিং করি।

বিপুল আইটেম নিয়ে আমাদের কেটারিংএ তিন ধরনের
কেটারিং মেনু রয়েছে-Diamond, Platinum, Gold.

159 Jackson Ave
Edison, NJ 08837

রানা: 732-225-4640
732-599-0557

email:
sp@shahnawazco.com

বাইটপোর ফাদার্স ডে'র অনুষ্ঠানে কেক কাটার আগে।

বাইটপোর ফাদার্স ডে'র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফ।

বাইটপোর উদ্যোগে ফাদার্স ডে উদযাপন

ভার্জিনিয়াঃ গত ২১ জুন রবিবার ভার্জিনিয়ার উডব্রিজে বাংলাদেশী-আমেরিকান আইটি পিপলস অর্গানাইজেশনের (বাইটপো) উদ্যোগে ফাদার্স ডে উদযাপন করা হয়। বাইটপোর সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ এবং কার্যকরী সদস্য স্যাম রিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কেক কাটার মাধ্যমে ফাদার্স ডে উদ্বোধন করেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ওয়াস্ট) চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বখ্যাত ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. বদরুল হুদা খান, ন্যানো প্রযুক্তিবিদ প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিন, ডেমোক্রেট নেতা আনিস আহমদ, ড. সীমা খান, ওয়াস্ট-এর সিএফও ফারহানা হানিফ, ইউএস-বাংলাদেশ অ্যাডভোকেসি কাউন্সিলের কো-অর্ডিনেটর মেজর (অব.) মনজুরুল হক, ড. প্রিয়লাল কর্মকার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ.জে.এম. হোসেন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির কর্ণধার আবু রুমি, ডিসি একুশে অ্যালায়েন্সের কো-অর্ডিনেটর শরাফত হোসেন বাবু, ধ্রুপদের সভাপতি হিরুন চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শরীফ আহমেদ, বাকডিসির সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস ভূঁইয়া লিটন, বর্ণমালা স্কুলের কর্ণধার নাজনীন আক্তার, ইঞ্জিনিয়ার জাহানারা ভূঁইয়া, কবি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, শামীমা সেলিমুদ্দিন, বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার ইঞ্জিনিয়ার কচি খান, বৈশাখী ডালাস, এনায়েত খান, আইয়ান রশীদ, মো. সেলিম, শিল্পী বিপ্লব, মঈন কাজী, সারোয়ার মিয়া, মামুন মোতালেব, অভি, বাধনসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবউল্লাহ ভূঁইয়া কচি, সহ-সভাপতি সাইফুল্লাহ খালেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রশীদ এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান।

অতিথিবৃন্দ তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাইটপো তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রো সহ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একটি জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এ জন্য তারা সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্ব, বিশেষ করে সভাপতি, বিশিষ্ট কবি ও লেখক সামছুদ্দীন মাহমুদের গতিশীল নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তারা ভবিষ্যতের সকল কার্যক্রমে বাইটপোকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে আগামী ২৩ আগস্ট ফোর্ট হান্ট পার্ক, আলেকজান্দ্রিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বাইটপোর ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের মেজবানে সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

সবশেষে সংগঠনের সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রমে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ড. বদরুল হুদা খান ও ইঞ্জিনিয়ার জাহানারা ভূঁইয়ার সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর প্রথমবারের মতো বাইটপোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

ফাদার্স ডে উপলক্ষে ফুল ও কেক নিয়ে আসেন হিরুন চৌধুরী, কবি মিজানুর রহমান, প্রফেসর জামাল উদ্দিন, হারুন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ রহমান এবং ফারুক হোসেন।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ স্যাম রিয়ার প্রস্তুতকৃত সুস্বাদু খাবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

হাবিব রহমানের নতুন বই 'রোড ট্রিপ আমেরিকা'

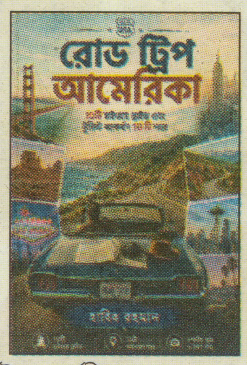

নিউইয়র্কঃ আমেরিকা-একটি দেশ, যার পরিচয় শুধু আকাশছোঁয়া অট্টালিকা কিংবা বিশ্ববিখ্যাত শহরেই সীমাবদ্ধ নয়; তার প্রকৃত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তায়, পাহাড়ের বাঁকে, সমুদ্রের ধারে, মরুভূমির নীরবতায় এবং ছোট ছোট জনপদের জীবনে। 'রোড ট্রিপ আমেরিকা' বইতে সেই সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা। এই গ্রন্থে লেখক হাবিব রহমান পাঠককে নিয়ে গেছেন আমেরিকার ১০টি বিখ্যাত হাইওয়ে ড্রাইভ এবং ১০টি পর্যটক-আকর্ষণী শহরের পথে। কখনো তিনি ছুটেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরঘেঁষা রাস্তায়, কখনো রকি পর্বতমালার তুষারঢাকা পথ ধরে, কখনো আবার মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া দীর্ঘ মহাসড়কে। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা, স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, খাবার এবং মানুষের জীবনযাপনের কথা।

যারা আমেরিকা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন, যারা নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, কিংবা যারা ঘরে বসেই দূর দেশের পথের গল্প পড়ে আনন্দ পান, তাদের জন্য এই বই আনন্দ দেবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

কুইন্স থেকে ৩ বাংলাদেশী নির্বাচিত

শেষের পাতার পর

ও জামিলা উদ্দিন। খোরশেদ খন্দকার নির্বাচিত হয়েছেন জ্যামাইকার এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৯ থেকে ডেমোক্রেটিক কাউন্টি কমিটি মেম্বার পদে। এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে ডেমোক্রেটিক স্টেট কমিটি মেম্বার পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইমরান রহমান। ইমরান রহমান ডিস্ট্রিক্ট ২৪এর এসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিনের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। একই ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডেমোক্রেটিক স্টেট কমিটি মেম্বার (নারী) পদে বিজয়ী হয়েছেন জামিলা এ. উদ্দিন। জামিলা উদ্দিন এসাল এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস ম্যাফ মিসবাহউদ্দিনের মেয়ে।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবারের প্রাইমারিতে কুইন্স ও ব্রংক্স থেকে পাঁচ বাংলাদেশী-আমেরিকান এসেম্বলি মেম্বার পদে নির্বাচন করেছেন। এদের মধ্যে শামসুল হক মাত্র ১৩ ভোটে পিছিয়ে থাকায় ভোট পুনর্গণনার জন্য অনুরোধ করেছেন বোর্ড অব ইলেকশনে। তার ডিস্ট্রিক্টের চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে পুনরায় গণনার পরে। অন্য চারজন ডিস্ট্রিক্ট ৩২ থেকে মোহাম্মদ মোল্লা, ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে মেরি জোবায়দা, ডিস্ট্রিক্ট ৩৭ থেকে পিয়া রহমান এবং ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ (ব্রংক্স) থেকে জাকির চৌধুরী জিততে পারেননি।

পার্কচেস্টারের সবচেয়ে বড়
সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলাদেশী গ্রোসারী
AL-AQSA
প্রতিদিনই ফ্রেশ ।। প্রতিদিন সেল

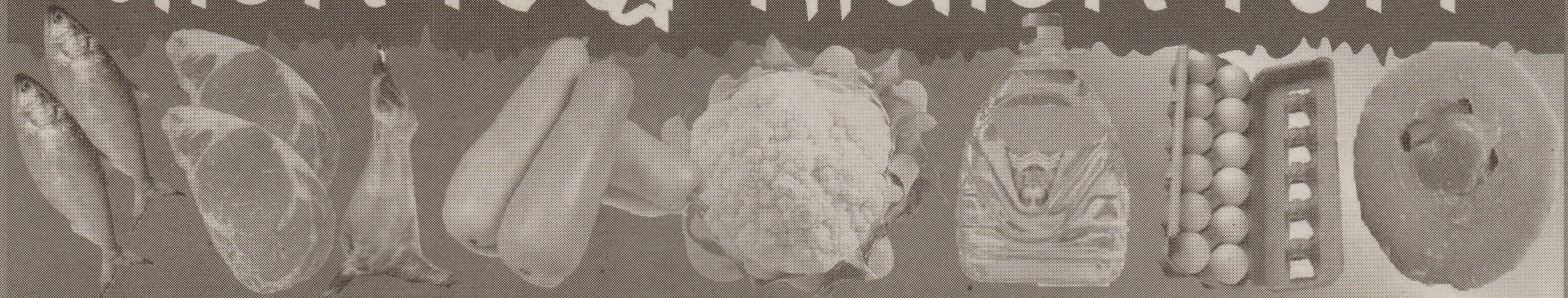

সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি, চালডাল, তেল, লবন, মসলাপাতি, ফলমূলসহ গ্রোসারী আইটেমের বিপুল সমারোহ

একই ছাদের নীচে ব্রংক্সের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউসহোল্ড ডিসকাউন্ট স্টোর

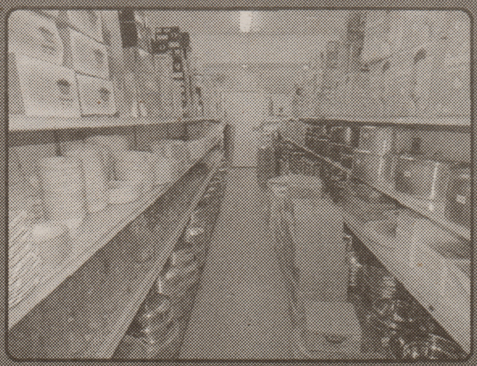

সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন, প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট, বালতি, মগ, জগ, বদনা, স্টেইনলেসের চামচ, কাটাচামচ, ইলেকট্রিক প্রেসার কুকার, রাইস কুকার, টোস্টার, বেল্ডার, জ্যুসারসহ সবকিছু পাওয়া যায়।

AL-AQSA
Halal Meat & Supermarket
Household Discount Store
2109 Starling Avenue (Banglabazar Way), Bronx, NY 10462
718-904-0700 718-904-8016

সংসদ সদস্যদের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত

৪ পাতার পর

তিনি বলছেন, এটা 'মিরাকল'। তিনি করেননি। হয়ে গেছে। আল্লাহ করে দিয়েছেন। আমাদের বেরসিক প্রধানমন্ত্রী বাদ সেধেছেন। পুত্রস্নেহে কাতর পিতার মর্মবেদনার কোনো মূল্যই তিনি দিলেন না।

স্থানীয় অবকাঠামো তৈরির জন্য আমাদের আছে একাধিক প্রতিষ্ঠান–এলজিইডি, ডিপিএইচই ইত্যাদি। আছে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা। সব প্রকল্প এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলে জমিদারতন্ত্র পুষ্ট ও পোক্ত হয় না। তাই আলাদা করে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে বিশেষ বরাদ্দ রাখা দরকার। তবে এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও লাভবান হবে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সিটি করপোরেশনগুলোর বাইরে ঢাকা বিভাগের ৫৫টি, রাজশাহী বিভাগের ৩৮টি, রংপুর বিভাগের ৩৩টি, খুলনা বিভাগের ৩৪টি, বরিশাল বিভাগের ২১টি, ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি, সিলেট বিভাগের ১৯টি এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৫টি আসনের জন্য আলাদা করে আটটি প্রকল্প নেওয়া হবে। আলাদা করে আটজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে পরিকল্পনা কমিশনে। এর আওতায় আসবে ২৭৯টি সংসদীয় এলাকা। প্রকল্পে ১ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে জনবল নিয়োগ, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতে। অনুমান করা যায়, ওই জনবল নিয়োগ হবে সংসদ সদস্যদের সুপারিশে। প্রতিষ্ঠানের জনবল বাড়বে। এটাই তাদের লাভ। একবার প্রকল্পে ঢুকতে পারলে চাকরি পাকা হতে সময় লাগে না।

সংসদে সরকারি দল আর বিরোধী দলের মধ্যে নানা বিষয়ে অনেক বাহাস হলেও, এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেবে বলে মনে হয় না। কারণ, সবাই হবেন এই ব্যবস্থার 'উপকারভোগী'। সরকারি দল আর বিরোধী দল মিলে একটাই 'মালিক সমিতি'। এ ব্যবস্থায় সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা থেকে গেছেন 'উপেক্ষিত'। তাঁরা এ নিয়ে মুখ খুলবেন কি না জানি না। হয়তো সদস্য হতে পেয়েই তাঁরা খুশি।

আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি, ভবন ও কালভার্ট তৈরিতে রডের বদলে বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে। কালভার্ট বানানো হয়েছে কারও বাড়ির ভিটায় বা ধানখেতে, যেখানে কোনো সড়ক নেই। অনেক কালভার্ট বা সেতু অসমাপ্ত রেখে বিল নিয়ে ঠিকাদার হাওয়া হয়ে গেছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে যেসব প্রকল্প নেওয়া ও বাস্তবায়ন হয়েছে, তার একটি স্বাধীন মূল্যায়ন হওয়া দরকার ছিল। সেটি হয়নি। পরিকল্পনা কমিশনে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ আছে। এটি কী কাজ করে জানি না।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন সরকারি দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। দলকে খুশি রাখা তাঁর দায় ও দায়িত্ব। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দরকার হবে গুচ্ছের ঠিকাদার। তাঁরা কে এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা ও সংসদ সদস্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী, এ নিয়ে সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হলে একটি আন্তসম্পর্কের সূত্র ও পরম্পরা বেরিয়ে আসবে।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার দাঁড়াতে পারল না। কারণ, সবকিছুই কেন্দ্রীভূত। একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সেটি কেউ ছাড়তে চান না। স্থানীয় সরকারকে ক্রমান্বয়ে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে দেখা যায় এক মধুর মিল। স্থানীয় সরকার মর্যাদায় দুয়োরানি।

অন্তর্বর্তী সরকার স্থানীয় সরকার নিয়ে একটি কমিশন করেছিল। সেটি 'মারা' গেছে। আমরা কথায় কথায় জনগণের ক্ষমতায়ন নিয়ে বাগাড়ম্বর করি। আমাদের কর্তারা নানান ছুতোয় বিদেশে যান। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা বা প্রাচ্যের জাপান এত উন্নত কেন? কারণ, তাদের আছে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা। সেসব দেশে স্থানীয় সরকার শুধু দরকারি সেবা দেয় না, তারা করও আহরণ করে। আমাদের দেশের নেতারা জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করে সেসব দেশে যান। তাঁরা সেখান থেকে গৃহশয্যার উপকরণ নিয়ে আসেন। জনপ্রশাসন নিয়ে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেন না।

অন্তর্বর্তী সরকারের একটি প্রস্তাব ছিল, সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হোক। আমাদের মূলধারার বড় দলগুলো তাতে সম্মত হয়নি। কারণটা বোধগম্য। নিজের লোককে জিতিয়ে আনতে হলে ওপর থেকে কলকাঠি নাড়তে হয়। ভবিষ্যতে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে, সেখানে আমরা হয়তো দেখব, সংসদ সদস্যরা তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে বশংবদদের জিতিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের ক্ষমতার হাত আরও লম্বা করেছেন।

দ্য ব্রিজেস অব ম্যাডিসন কাউন্টিঃ রবার্ট জেমস ওয়ালার

৮ পাতার পর

হাত গাড়ির দরজার হাতলে। চাইলে তিনি নেমে যেতে পারেন। চাইলে তিনি রবার্টের সঙ্গে চলে যেতে পারেন।

কিন্তু তিনি যান না।

এই দৃশ্যের শক্তি তার নাটকীয়তায় নয়; তার থেমে যাওয়ায়। প্রেমের অনেক গল্প মিলনে শেষ হয়। এই গল্প শেষ হয় না-যাওয়ার সিদ্ধান্তে। আর সেই না-যাওয়াই উপন্যাসটিকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে।

এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হলো সেতু।

সেতু সাধারণত দুই তীরকে যুক্ত করে। এখানে সেতুগুলো যুক্ত করে দুই জীবনকে–ফ্রান্সেসকার স্থির, পারিবারিক, কৃষিজীবন এবং রবার্টের মুক্ত, ভ্রাম্যমাণ, শিল্পীজীবন।

কিন্তু সেতু শুধু সংযোগ নয়; তা পারাপারের প্রশ্নও তোলে। সেতু আছে মানেই কি মানুষ পার হবে? ফ্রান্সেসকার জীবনে সেতু উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি পুরোপুরি পার হননি। তিনি সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন–একদিকে প্রেম, অন্যদিকে পরিবার।

রোজম্যান ব্রিজ তাই শুধু ভৌগোলিক স্থান নয়; এটি জীবনের অসম্পূর্ণ সম্ভাবনার প্রতীক। মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন সেতু আসে, যার ওপারে অন্য জীবন, অন্য সুখ, অন্য পরিচয় অপেক্ষা করে। কিন্তু সবাই সেই সেতু পার হতে পারে না।

উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি:

ফ্রান্সেসকা জনসন:

ফ্রান্সেসকা জনসন ইতালির নারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তিনি আমেরিকান সৈনিক রিচার্ড জনসনকে বিয়ে করে আইওয়ায় চলে আসেন। প্রথমে আমেরিকা তাঁর কাছে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-পশ্চিমের কৃষিজীবনের একঘেয়েমি তাঁর ভেতরের উচ্ছ্বাস, শিল্পবোধ ও রোমান্টিক সত্তাকে নিঃশব্দে গ্রাস করে।

তিনি অসুখী নন, কিন্তু সম্পূর্ণ সুখীও নন। এই মধ্যবর্তী অবস্থাই তাঁকে জটিল করে তোলে। তাঁর স্বামী খারাপ মানুষ নন। সন্তানদের তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু নিজের ভেতরের যে নারীটি একসময় অন্য আকাশের স্বপ্ন দেখত, সে যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফ্রান্সেসকার জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেইঃ তিনি এমন কোনো দাম্পত্যে বন্দি নন যেখানে নিপীড়ন আছে; বরং তিনি এক নীরব, সুশৃঙ্খল, ভদ্র সংসারে বন্দি, যেখানে তাঁর গভীরতম সত্তার জন্য কোনো ভাষা নেই। এই নিঃশব্দ বন্দিত্বই তাঁকে পাঠকের কাছে এত মানবিক করে তোলে।

রবার্ট কিনকেইড:

রবার্ট কিনকেইড এক স্বাধীনচেতা আলোকচিত্রী। তিনি পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ান, মানুষের তৈরি সভ্যতার চেয়ে প্রকৃতি, আলো, সময় ও স্থানের গোপন সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ান। তাঁর ক্যামেরা শুধু ছবি তোলে না; যেন মানুষের অদেখা অস্তিত্ব ধরে রাখে।

কিন্তু তাঁর স্বাধীনতার ভেতরেও গভীর নিঃসঙ্গতা আছে। তাঁর কোনো স্থায়ী ঘর নেই। তিনি যেন পৃথিবীর মানুষ, অথচ কোথাও পুরোপুরি নিজের নন। ফ্রান্সেসকার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে প্রথমবার অনুভব করায়-তিনি শুধু ছবি তুলতে আসেননি; তিনি যেন তাঁর জীবনের অনুপস্থিত অংশটি খুঁজে পেয়েছেন।

রবার্ট চরিত্রটি অনেক পাঠকের কাছে প্রায় পৌরাণিক। তিনি শক্ত, নীরব, শিল্পীসুলভ, সংবেদনশীল। আবার বাস্তব জীবনের তুলনায় কখনো কখনো অতিরিক্ত নিখুঁতও মনে হতে পারে। এ কারণেই সমালোচকেরা উপন্যাসটিকে 'কল্পনামূলক রোমান্স' বলেছেন। কিন্তু পাঠকেরা রবার্টকে বাস্তব মানুষ হিসেবে নয়, এক সম্ভাব্য জীবনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রিচার্ড জনসন:

ফ্রান্সেসকার স্বামী রিচার্ড জনসন উপন্যাসে বড় উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কোনো নিষ্ঠুর স্বামী নন। তিনি পরিশ্রমী, সৎ, দায়িত্বশীল। এই কারণেই ফ্রান্সেসকার সিদ্ধান্ত আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

যদি রিচার্ড খারাপ মানুষ হতেন, তাহলে ফ্রান্সেসকার চলে যাওয়া নৈতিকভাবে সহজ মনে হতো। কিন্তু তিনি খারাপ নন। তিনি শুধু ফ্রান্সেসকার গভীর আকাঙ্ক্ষাকে বোঝেন না।

এখানে ওয়ালার দেখান, দাম্পত্যের অসম্পূর্ণতা সবসময় নিষ্ঠুরতা থেকে আসে না। অনেক সময় ভালো মানুষরাও একে অপরের ভেতরের মানুষটিকে দেখতে ব্যর্থ হয়।

সন্তানদের দৃষ্টিকোণ

মাইকেল ও ক্যারোলিনের মাধ্যমে উপন্যাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর তৈরি হয়। তারা মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের গোপন প্রেম জানতে পেরে প্রথমে অস্বস্তিতে পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা মাকে নতুনভাবে চিনতে শেখে।

এটি শুধু ফ্রান্সেসকার প্রেমের গল্প নয়; সন্তানদের চোখে মায়ের পুনর্জন্মের গল্পও। তারা বুঝতে পারে, মা শুধু মা নন; তিনি একজন নারী, প্রেমিকা, স্বপ্নদ্রষ্টা, যন্ত্রণাবাহী মানুষ।

এই উপলব্ধি অত্যন্ত মানবিক। আমরা অনেক সময় আমাদের বাবা-মাকে শুধু তাঁদের পারিবারিক ভূমিকায় দেখি। তাঁদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, যৌবন, ব্যর্থতা, প্রেম, দুঃখ-এসব ভুলে যাই। উপন্যাসটি সেই ভুল ভাঙায়।

আইওয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও গল্পের পটভূমি

আইওয়া আমেরিকার কৃষিভিত্তিক হৃদয়ভূমির অংশ। এখানে জমি, পরিবার, শ্রম, চার্চ, স্থানীয় সমাজ এবং সামাজিক সম্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোট শহরের জীবন মানুষকে নিরাপত্তা দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ফ্রান্সেসকার জীবন এই আইওয়ান বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাঁর স্বামী কৃষক। তাঁদের পরিবার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোর অংশ। এখানে মানুষ একে অপরকে চেনে; ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তও সামাজিক ঘটনার মতো বিবেচিত হয়।

ম্যাডিসন কাউন্টির কাভার্ড ব্রিজগুলো উনিশ শতকের আমেরিকান গ্রামীণ স্থাপত্যের স্মারক। এগুলো একসময় বাস্তব প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছিল নদী বা খালের ওপর চলাচলের জন্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এগুলো স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং নস্টালজিয়ার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

এই উপন্যাসের পর ম্যাডিসন কাউন্টি শুধু আইওয়ার একটি অঞ্চল নয়; প্রেম, স্মৃতি ও অপ্রাপ্তির সাহিত্যিক মানচিত্রে স্থান পায়।

আইওয়ার বিস্তৃত প্রান্তর, ভুট্টাক্ষেত, নীরব রাস্তা এবং দূরত্বের অনুভূতি ফ্রান্সেসকার অন্তর্লোককে প্রতিফলিত করে। তাঁর জীবন যেমন বাইরে থেকে শান্ত, ভেতরে তেমন গভীরভাবে অনুচ্চারিত।

কেন উপন্যাসটি আজও গুরুত্বপূর্ণ

আজকের পাঠকের কাছে উপন্যাসটি হয়তো কিছু জায়গায় পুরনো মনে হতে পারে। কিন্তু এর মূল প্রশ্ন এখনও জীবন্ত।

মানুষ কি শুধু সামাজিক ভূমিকা দিয়ে গঠিত? একজন মা কি শুধু মা? একজন স্ত্রী কি শুধু স্ত্রী? একজন দায়িত্বশীল মানুষ কি নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ভুলে যাবে?

ফ্রান্সেসকা জনসনের চরিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি মানুষের ভেতর একটি গোপন জীবন থাকে। সেই জীবন কখনো প্রকাশ পায়, কখনো পায় না। কখনো চার দিনের জন্য দরজা খুলে যায়, তারপর আবার বন্ধ হয়ে যায়।

রবার্ট কিনকেইড আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতারও একাকীত্ব আছে। আর প্রেম কখনো কখনো ঘর নয়, বরং পথের মধ্যেই এসে দাঁড়ায়।

দ্য ব্রিজেস অব ম্যাডিসন কাউন্টি প্রেমের গল্প, কিন্তু শুধু প্রেমের নয়। এটি স্মৃতি, দায়িত্ব, সামাজিকতা, নারীর অন্তর্লোক, মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার সংস্কৃতি এবং জীবনের অসম্পূর্ণ সম্ভাবনার গল্প।

লেখক পরিচিতি

রবার্ট জেমস ওয়ালার ১৯৩৯ সালে আইওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখক, আলোকচিত্রী, সংগীতশিল্পী এবং অধ্যাপক ছিলেন। আইওয়ার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গভীর ছিল। সেই কারণেই তাঁর লেখায় মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার ভূদৃশ্য এত স্বাভাবিকভাবে এসেছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৫ পাতার পর

বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রথাগত ক্রেডিট হিস্ট্রি ছাড়াই একজন মানুষের ঋণযোগ্যতা (Creditworthiness) নির্ধারণ করে। এই পদ্ধতির মূল শক্তি হলো বিপুল পরিমাণ অসংগঠিত ডেটা বা 'বিগ ডেটা' বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা।

ক. স্মার্টফোন মেটাডেটা ও আচরণগত উপাত্তের বিশ্লেষণ

স্মার্টফোন বর্তমানে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একজন মানুষের ডিজিটাল জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। এআই-ভিত্তিক স্কোরিং মডেলগুলো স্মার্টফোনের মেটাডেটা থেকে প্রায় ৮০,০০০-এর বেশি ডেটা পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে। এই ডেটা পয়েন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাপ ব্যবহারের ধরন, জেসচার প্যাটার্ন বা মোবাইল স্ক্রল করার গতি, টাইপিং স্পিড এবং ডিভাইসের বিভিন্ন সেটিংস। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ছবি বা মেসেজ পড়া হয় না, বরং বেনামী আচরণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় যা গ্রাহকের গোপনীয়তা নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দেখা যায় একজন ব্যবহারকারী নিয়মিতভাবে তার ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করছেন বা তার ই-কমার্স কেনাকাটার একটি সুশৃঙ্খল প্যাটার্ন রয়েছে, তবে এআই মডেল তাকে উচ্চ ক্রেডিট স্কোরের অধিকারী হিসেবে গণ্য করতে পারে।

সাইকোমেট্রিক অ্যাসেসমেন্টও এই পদ্ধতির একটি বড় অংশ। অনেক ফিনটেক প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট কুইজ বা গেমের মাধ্যমে একজন মানুষের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, সততা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার মূল্যায়ন করে। এই তথ্যগুলো যখন মেশিন লার্নিং মডেলে দেওয়া হয়, তখন তা প্রথাগত পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি নিখুঁত ফলাফল দিতে পারে। ক্রেডো ল্যাব্ব (Credolab) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের এআই মডেলের মাধ্যমে লেন্ডারদের ঝুঁকির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে একজন কৃষক বা ক্ষুদ্র বিক্রেতা যার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তিনিও তার মোবাইল লেনদেনের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত ঋণ পেতে পারেন।

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

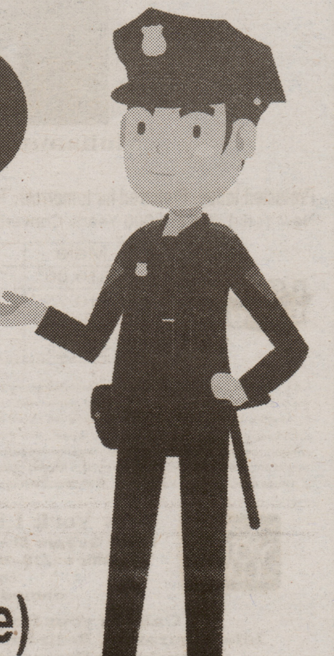

যা দেখেছি যা বুঝেছি

৫ পাতার পর

মিশে প্রকৃতির অংশ হয়ে যাবে। গ্রামে আমরা কীভাবে বেঁচে রইলাম, কে ছিল আমাদের শিক্ষক? প্রকৃতি। বেড়ে ওঠার সময় সন্তানকে নিয়ে যান নিজ বাড়িতে, একদম গ্রামে। সে অর্গানিক হয়ে উঠবে চলনে বলনে, খাদ্যাভ্যাসে, একাত্মতায়, ঐহিত্যকে ভালবাসায়। মাতৃভাষা না জানলে, গ্রামীণ মূলজীবনকে অপছন্দ করলে, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করলে গর্বিত/খুশি হবেন না।

২. নগরায়নঃ অন্তত পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ গ্রামীণ/প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগ্রাম করে বড় হওয়া দরকার। সুতরাং নগরায়ন বর্ধনে তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই, বরং উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ আছে। দ্রুত নগরায়নের ফলে আধেক আধেকের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই আমার আশঙ্কা যে, পৃথিবী কতদিন টিকে থাকবে? পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্তত অর্ধেক মানুষ অর্গানিক হওয়া দরকার।

৩. প্রাকৃতিক শিক্ষাঃ দান ত্যাগ সহিষ্ণুতা নির্ভরতা ইত্যাদি শিখবে প্রকৃতির পাঠশালায়। যৌনতা শিখবে প্রকৃতি থেকে, ব্লু-ফিল্ম দেখে নয়।

৪. প্রাকৃতিকঃ প্রকৃতির বেসিক/মৌলিক-কে পরিবর্তন করে ফেললে পরিণতি টেকসই হবে না। মানুষের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যবীজ, ভোজ্যপ্রাণী, মাছচাষ সবই হয়ে হচ্ছে কৃত্রিম। অতি-উন্নয়ন, অতি-বসতি, অতি-নগরায়নের কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে এই গ্রহ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর সব স্বাভাবিক জন্মমৃত্যু-জীবনযাপন-যৌনক্রিয়া-উৎপাদন অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে এবং এই অস্বাভাবিকতাই নর্ম/মডেল হয়ে উঠছে। প্রকৃতিও মাঝেমধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করে, তবে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে কিন্তু মানুষকে ফেরানো কঠিন। তাই 'কৃত্রিম নয়, প্রাকৃতিক' রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে।

৫. সঙ্গঃ যান্ত্রিক যুগে মানুষ মানুষের সঙ্গ চায় না, যন্ত্রের সাথে বসবার করে। যন্ত্রসঙ্গ মানবসঙ্গের বিকল্প হতে পারে না। অথচ সন্তান বড় হচ্ছে যন্ত্রের প্রভাবে, পারিবারিক আবহে নয়। একজন মানুষের দরকার বাইরের এক বা একাধিক মানববন্ধু, আবদ্ধঘরের ডিজিটাল ডিভাইস নয়। মানুষ তথা সকল প্রাণী যেন হয় নেচার-মেড, মেশিন-মেড নয়।

৬. পরিবারঃ মানসিক খাদ্যে পরিপুষ্ট হওয়ার জন্য দরকার পারিবারিক স্নেহ-বন্ধন-সহমর্মিতা, মা-বাবা ভাই-বোন কাজিন এবং বৃহৎ যৌথ পরিবারের সদস্যরা এসবের সঠিক জোগানদাতা। আর ভাল হয় তিনজন সন্তান থাকলে–দুই নয়, এক তো নয়ই। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, সিঙ্গেল প্যারেন্ট ফ্যামিলির বাচ্চারা একগুঁয়ে একঘেয়ে নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশে বড় হয়।

৭. পরিবেশঃ যৌথ পরিবার সম্ভব না হলে অন্তত 'যৌথ পরিবেশ' দরকার, যেমন কন্ডোমিনিয়াম, যেখানে অনেকগুলি পরিবার পাশাপাশি বসবাস করে। হোক ঝগড়াঝাঁটি, সুস্থ প্রতিযোগিতাও তো হবে। পৃথিবীর সকল প্রাণী দলবদ্ধভাবে গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে বড় হয়, মানুষ কিভাবে চার দেয়ালে আবদ্ধ ঘরে থেকে একা একা বেড়ে উঠবে? অনেকের আফসোস, ছেলেমেয়ে কেন আমার মতো হচ্ছে না? কারণ, সে আমার মতো পরিবেশে বড় হচ্ছে না। পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় সন্তানের অভ্যাস-স্বভাবও অন্যরকম হচ্ছে। আমি বড় হয়েছি গ্রামীণ উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। সন্তান বেড়ে উঠছে শহুরে বদ্ধ কৃত্রিম পরিবেশে। সুতরাং সন্তানের জীবনাচরণ ও চিন্তাধারা কিছুতেই আমার মতো হবে না। জোর করে তাকে আমারই মতো বানাতে চাইলে সে আস্তেধীরে আমাকে তার শত্রু ভাবতে শুরু করবে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে পিতা-পুত্র ও মাতা-কন্যা দুজনেই বিপরীতমুখী হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় 'ঐশী'-র, যে তার নিজস্ব জীবনধারাকে বজায় রাখার জন্য পিতামাতাকে হত্যা করেছিল।

৮. পুস্তক-বহির্ভূত শিক্ষাঃ তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে সারাদিন পড়ার টেবিলে বসে থাকে অনেক ছেলেমেয়ে। যার যার রুচি অনুযায়ী প্রত্যেকের দরকার খেলাধুলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভ্রমণ ইত্যাদি আউটডোর কার্যক্রম। মানুষের স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বিকশিত হলে সে সুস্থ-শক্ত মানুষ হিসাবে সমাজে অবদান রাখতে পারবে।

৯. ডিজিটাল আসক্তিঃ রাতে বিছানায় ঘুমানোর আগে একটা বই নিয়ে শুতাম, এখন মোবাইল নিয়ে ঘুমাতে যাই। বইপড়ায় জ্ঞানী হতাম, এখন স্মার্ট হচ্ছি। বর্তমান প্রজন্মের সিংহভাগ মানবসন্তান ইন্টারনেট নিয়ে বসে থাকে, বাইরের বৃহত্তর জীবন ও প্রকৃতির বাস্তবজ্ঞান হয় না। ডিজিটাল যুগে সারাক্ষণ কিছু একটা নিয়ে বসে থাকলে মুক্তচিন্তা করার সময় কোথায়? চিন্তাভাবনা করার ভারও কি কম্পিউটার/রোবটের উপর থাকবে? সোশাল মিডিয়ার কারণে আমরা সবজান্তা হচ্ছি, যা জানার দরকার নেই, জানতে চাই না, তা-ও জানছি। এতে কিছুই ভালমতো জানতে পারছি না। ইনফরমেশন/তথ্য এবং নলেজ/জ্ঞান যে এক জিনিস নয়, তা ভুলে যাচ্ছি। আমরা তথ্যসমৃদ্ধ হচ্ছি, জ্ঞানবান নয়। ফেসবুক-পোস্ট তার প্রমাণ।

১০. খাদ্য-পানীয়ঃ পৃথিবীতে স্থূলকায় মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, এটা কি স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণ? মানুষ এখন কৃত্রিম প্রক্রিয়াজাত খাবার খেয়ে অস্বাভাবিক লম্বা-মোটা হচ্ছে। এসব মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, বৈরী পরিবেশে বেঁচে থাকার সক্ষমতা কম। ইউরোপ-আমেরিকায় করোনা আক্রমণে মৃত্যুর হার তা-ই প্রমাণ করে। আর আপনার স্ত্রী বা স্বামী বা উভয়েই যদি হোন শতভাগ শহুরে, তাহলে তো সন্তান অর্গানিক পথে যাবেই না–মাছে পাবে স্মেল, সবজিতে ইউ! ফাস্টফুডে ওয়াও, পশ্চিমা কালচারে ব্রাভো। এরা গায়ের গন্ধ দূর করার জন্য গোসল না করে পারফিউম মাখে, পানি না ধরে ব্যবহার করে টিস্যু। তাই ভাবতে হবে কাদের নিয়ে আমরা বাঁচব?

তিউনিসিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল জাপান

১৬ পাতার পর

ক্রস থেকে দারুণ পজিশনে থাকা দাইচি কামাদা বলটিকে সহজেই জালে পাঠান। এটি ছিল তার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় গোল এবং বিশ্বকাপে জাপানের দ্রুততম গোল।

৩১তম মিনিটে আসে দ্বিতীয় গোল। মাঝমাঠে বল পেয়ে একাই তিউনিসিয়ার বক্সের দিকে এগিয়ে যান উয়েদা আয়াসে। তিনি এই মৌসুমে ক্লাব ফুটবলেও দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। ফেয়েনুর্ডের হয়ে নেদারল্যান্ডস লিগে ২৪ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছিলেন।

৬৯তম মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন জুনিয়া ইতো। ৮৩তম মিনিটে উয়েদা আবারো জ্বলে ওঠেন। তার দুর্দান্ত লুপিং হেডারে আসে ম্যাচের চতুর্থ গোল, যা জাপানের দাপুটে জয়কে সম্পূর্ণ করে।

জাপান ২০১৯ সালের পর থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে কোনো ইউরোপীয় দলের কাছে হারেনি। তারা আগামী বৃহস্পতিবার ডালাসে সুইডেনের বিপক্ষে খেলবে। একই সময়ে কানসাস সিটিতে তিউনিসিয়া মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডসের।

এটর্নী মাহফুজুর রহমান

Attorney-At-Law (New York), Barrister-At-Law (London)
L.L.M. Fordham University School of Law, New York

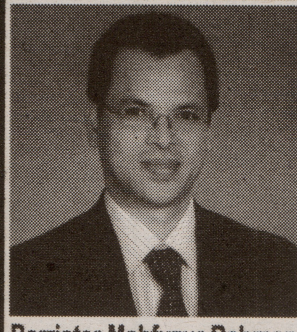

Barrister Mahfuzur Rahman
Attorney-At-Law

Bar Vocational Course (BVC), The University of Law, London, UK
Master of International Human Rights Law (LLM), Lund University, Sweden

Admitted in US Federal Court (Southern & Eastern District)
অভিজ্ঞ এটর্নীর সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন

Immigration: Asylum, Deportation, Cancellation of Removal, VAWA petition, Family petition, Citizenship Application, Employment Immigration (H-1B, L1, E2, EB1, EB2, EB3)

- ফ্যামিলি ল- আনকনটেস্টেড এন্ড কনটেস্টেড ডিভোর্স চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, প্রটেকশন অর্ডার
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- পার্সোনাল ইঞ্জুরি
- রিয়েল এস্টেট Closing
- ইনকর্পোরেশন

Appointment: 347-856-1736
Fax: 347-436-9184, E-mail: attymahfuz@gmail.com

LAW OFFICE OF MAHFUZUR RAHMAN
75-21, Broadway, 3rd Floor,
Elmhurst, NY-11373

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

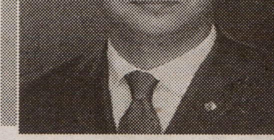

Mohammad Alam Ahmed
Agent

Protected today. Prepared for tomorrow. Term life insurance for as little as $9.25 per month.
New York Life $250,000 Yearly Convertible Term Policy First-Year Monthly Premiums1

I Speak Bengali

Male	Age	Female
$10.00	25	$9.25
$10.75	35	$9.75
$17.75	45	$15.00
$36.25	55	$27.75

New York Life Yearly Convertible Term features an annually increasing premium that is guaranteed for the first 10 years of the policy. Subsequent premiums are not guaranteed, but will never exceed the maximum premium stated in the policy.
1. Monthly automatic bank draft premiums are based on our select preferred risk class. Other risk classes and payment schedules are available. If the premium is paid other than annually, the total premium paid each year will be more than the annual premium. Applications for life insurance are subject to underwriting. No insurance coverage exists unless a policy is issued and the required premium to put it in force is paid.
2. These rates are as of February 1, 2018, and are subject to change.

NEW YORK LIFE
New York Life Insurance Company
95-25 Queens Blvd. 4th Floor, Rego Park, NY 11374
Office: 718-286-1040 | Cell: 917-292-4125
Fax: 718-286-1001
ahmedm@ft.newyorklife.com

Call for your financial needs including Life Insurance, Retirement Planing, College Funding, Mortgage Protection and Fixed Annuities*.

*Issued by New York Life Insurance Company and Annuity Corporation.
For more information go to www.ahmedm.nylagents.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না

অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্নী

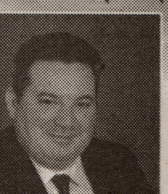

কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌছে যাব আপনার কাছে

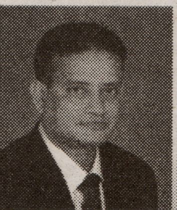

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস

Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368

The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

"...তবু ভয় কেন তোর যায় না"

৪ পাতার পর

সেই আন্দোলনকে শিক্ষার্থীদের কাছে এক ধরনের যৌক্তিক আন্দোলন করে তোলার প্রচেষ্টা যে মেটিক্যুলাস ডিজাইনের অংশ ছিল সেটি পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল; বুঝিয়ে দিলেন স্বয়ং তিনি যিনি নিজেই এই সূক্ষ্ম পরিকল্পনার সুবিধাটুকু ভোগ করেছেন। এই রকম আরেকটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে জামায়েতে ইসলামি দল এবং তাদের অনুগামী এনসিপি যে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে না তার নিশ্চয়তা কতখানি।

এনসিপি দলের জনপ্রিয়তা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তারপরও নাহিদ ইসলাম বলছেন যে আওয়ামী লীগকে আর কখনও ফিরে আসতে দেয়া হবে না। এ রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বৈরাচারী বক্তব্য এখন নাহিদের মতো লোকরাই বলছেন যারা এক সময় হাসিনাকে স্বৈরাচারী বলেছিলেন। আওয়ামী লীগকে দূরে সরিয়ে এখন নাহিদ ইসলামরা বিএনপিকেও কোণঠাসা করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন জুলাই গণহত্যাসহ গুম-খুনের বিচার না করলে বর্তমান সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না। বিএনপি'র প্রতি এরকম আরও প্রচুর হুমকি দিয়ে চলেছেন নাহিদ ইসলাম। সম্প্রতি আরেকটি ভাষণে নাহিদ ইসলাম বলেন বিএনপি ক্ষমতায় এসে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিশ্রুতি–সর্বকিছুর সঙ্গে প্রতারণা করছে। এনসিপির এই নেতা বলেছেন, বাহাত্তরের সংবিধানের ধারাবাহিকতার নামে আওয়ামী লীগের আদর্শ ও রাজনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বা বারবার ফিরে আসার একটা দরজা সব সময় খোলা রাখা হচ্ছে। যেকোনো একটা টেকসই সংস্কার, একটা নতুন যাত্রা করার জন্য সংবিধান সংস্কার পরিষদ লাগবে। সংসদে সম্প্রতি নাহিদ এ কথাও বলেন, বিএনপির ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না। বিএনপির জন্য এটা বোঝা দরকার যে নাহিদ ইসলামের মতো জামায়েত ঘেঁষা লোকজন দেশের খোল-নলচে পাল্টে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। বাহাত্তরের সংবিধানকে নাহিদ ইসলাম আওয়ামী লীগের আদর্শ বলে অপতথ্য দিয়েছেন অথচ তিনিও জানেন বাহাত্তরের সংবিধান মূলত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে তুলে ধরেছে।

আর এমন সংকট কালে, যখন স্বয়ং ক্ষমতাসীন দলও সংকটাপন্ন, তখন বিএনপি যদি জামায়েতে ইসলামি এবং তাদের অনুরাগী এনসিপিকে খুশি করার জন্য আওয়ামী লীগের সকল আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে দেশ ও দল কারো পক্ষে সহায়ক হবে না সে কথা বোঝার সময় এখনই। ধর্মীয় উগ্রবাদিদের খুশি করার চেষ্টা করেছিলেন শেখ হাসিনাও কিন্তু ফলাফল হয়েছে বিপরীত। তারা বাইরে থেকে হাসিনা অনুরাগী হয়ে, ভেতরে ভেতরে হাসিনার বৈরিপক্ষ হয়ে ওঠে সেই মেটিক্যুলাস ডিজাইনে। এদের বিরুদ্ধে সক্রিয় না হয়ে, আওয়ামী লীগকে নিয়ে তাদের যত ভয়, যত আশংকা। তারা তো দাবি করে যে তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তবু তাদের ভয় কেন যায় না। তাহলে প্রশ্ন আসে আসলেই কি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করেছে? যদি তাই-ই হতো, তাহলে আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তারা এতখানি শংকিত কেন?

৫-০ গোলেউজবেকিস্তানের বিপক্ষে পর্তুগালের জয়

১৭ পাতার পর

এই গোলের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের ছয়টি ভিন্ন আসরে গোল করা প্রথম ফুটবলার হন রোনালদো। ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৬-টানা ছয় বিশ্বকাপেই গোল করার অনন্য কীর্তি গড়লেন তিনি। একই সঙ্গে ৪১ বছর ১৩৮ দিন বয়সে গোল করে বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বয়সী গোলদাতাও হয়েছেন পর্তুগিজ অধিনায়ক। এ তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন শুধু ক্যামেরুনের কিংবদন্তি রজার মিলা।

প্রথম গোলের পরও থামেনি পর্তুগাল। ১৭তম মিনিটে আসে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণীয় মুহূর্ত। বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি-কিক পায় তারা। সবাই ধরে নিয়েছিল শট নিতে যাচ্ছেন রোনালদো। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেনও তিনি। কিন্তু রেফারির বাঁশি বাজতেই সবাইকে চমকে দিয়ে অন্য পাশ থেকে ছুটে এসে নিচু শটে বল

শেষাংশ ২১ পাতায়

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Phone: 718-414-4760

পার্কচেস্টার/ ক্যাসেল হিলে অভিজ্ঞ বাংলাদেশী চিকিৎসক

ডা. বাবলু কুমার বসাক এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

সপ্তাহে রবিবার সহ ৬ দিন খোলা

পরিষেবা/ চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল
- হাই ব্লাড প্রেসার
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- টিএলসি
- এ্যাজমা
- বাতের ব্যথা
- চর্মরোগ
- যৌনরোগ
- অন্যান্য জটিল রোগ

ঢাকাস্থ জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে এম.ডি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং উক্ত হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক

২০০০ ম্যাগ্রো এভিনিউ, ব্রংক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২ যোগাযোগঃ ৭১৮-৮২২-২২৪০

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়েবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY 11432
486 McDonald Ave. Brooklyn, NY 11218
Phone: 347-509-4470 (Cell)

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

AUTHORIZED e-file PROVIDER

KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY

PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

Serving Our Community For Over 28 Years

ENROLLED AGENT

Authorised IRS e-file Provider

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting
- Travels
- Immigration
- Insurance

37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
mail: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

ফেরদৌস সাজেদীনের হৃদ-গদ্য
ছড়িয়ে রই

৮ পাতার পর

বব আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কী করে ওর বাড়ি সিলেট, বাংলাদেশের অন্য কোথাও হতে পারতো!' আমার দিকে টেবিলের সবাই তাকিয়ে আছে। আমি বলি, 'তোমাদের আছে না, এক এক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ, সেইরকম।' আমার এই বিশেষ মেধা দেখে, বোঝা গেল, সবাই বেশ চমৎকৃত হয়েছে। আমার মেধা নির্ণয়ের সহায়ক শক্তি তাদের স্নায়ুর সাময়িক উত্তেজনা, আমি অনুমান করি। সবাই গ্লাস ঠোকাঠুকি করে বলল, 'চিয়ার্স।'

সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটার ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাংলাদেশের কোন্ জেলায় তোমার বাড়ি? আমার বস্ জানতে চেয়েছে।' তারপর যোগ করল, 'তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছ তা আমি বস্‌কে বলেছি।' উত্তর দেই, 'কিশোরগঞ্জ, আমি যখন দেশ ছাড়ি তখনও মহকুমা ছিল, এখন জেলা।' ওয়েটার চলে যায়।

এদের খাবার সত্যিই খুব ভাল, সুস্বাদু ও বাংলাব্যঞ্জনে ভরপুর। বিশেষ করে ছোট্ট নরম লুচির ওপর এক-লোকমা চিংড়ি ভুনা, মুখে দিতেই আমার রসনা চঞ্চল হল। আমার দিকে তাকিয়ে বব বলল, 'বলেছিলাম না? এরা শহরের সবচে' ভাল!' আমি জিজ্ঞেস করি, 'কয়টা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে তোমাদের এই শহরে?' বব উত্তর দিল, 'পাঁচ ছয়টি। আমরা সবাই এদের খাবারের ভক্ত!' তারপর আমাকে অবাক করে বব বলল, 'জানো, পার্কিং লটে এদের একটি হেলিপোর্ট আছে, দূর দূর থেকে এসেও কাস্টমাররা এদের খাবার নিয়ে যায়। উইক এন্ডে তো ঢোকাই যায় না।' আমি বিস্মিত হই। ভাল, তাই বলে এত ভাল যে, দূর থেকে এসে হেলিকপ্টারে খাবার নিয়ে যায়! নামডাক বলে নামডাক!

ওয়েটার মুহূর্তেই ফিরে এসে আমাকে বলল, 'বস জানতে চাচ্ছে তোমার বাবার নাম কী!' আমি ভীষণ অবাক হই ওয়েটারের কথা শুনে। সবাই আমাদের কথোপকথন শুনছে। আমি উত্তর দেবার আগেই 'পাব'র দিক থেকে একজন আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসল। অনুমান করি, লোকটি আমাকেই কিশোরগঞ্জের লোক বলে শনাক্ত করেছে। সে তার বাবার নাম বলল। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিনা, 'তুমি, তুমি!' আমি আমার বাবার নাম বলি, সে যেন শঙ্খ বাজাল, উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ে, 'তুমি, তুমি..!' আমরা মুহূর্তস্পৃষ্ট হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।

'কত বছর পরে বলত?' কিশোরগঞ্জের বন্ধু ম্যানচেস্টার ছোঁয়া ক্লিথ্রো নামের আটশ' মানুষের ছোট্ট শহরে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'চল্লিশ বছর তো হবেই।' আমি উত্তর দেই। টেবিলের সবাই অবাক, তারাও নিজেদের কান-চোখের মাথা খেয়েছে, যেন তারা ফিল্মের একটি বিশেষ মুহূর্ত গিলতে চেষ্টা করছে। আমি বলি, 'আমরা একই এলিমেন্টারি স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি, বাংলাদেশে, চল্লিশ বছর আগে। আর আজ চল্লিশ বছর পরে দেখা!'

তখন মোবাইল ফোন আসেনি, ক্যামেরা ছিল না সঙ্গে, খাবার টেবিলের সকলের চেহারায় যে অবিশ্বাস-মিশ্রিত-মুগ্ধ-বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, তা ধরে রাখতে পারিনি।

আমার হঠাৎ-দেখা বন্ধু তার নিয়মিত কাস্টমার ববকে বলল, 'ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য, অনেক বছর পরে দেখা, অনেক কথা!' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের খাবার এসে গেছে, ইস্, একটু আগে জানলে আমি আমার পছন্দমত শেফরক দিয়ে কিছু স্পেশাল খাবার দিতে পারতাম তোমাদের।' তারপর ওয়েটারকে বলল, 'ওদের ড্রিঙ্কস দাও, সব অন দা হাউস।' আমাকে টেনে নিতে নিতে ববের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ বব, আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে।'

মিনিট দশেক পরে ফিরে আসি টেবিলে। বন্ধু আমাকে ওয়াদা করিয়ে ছাড়ল, ওর বাসায় আমাকে যেতেই হবে। আরো কিছু নতুন নতুন আইটেম আসল টেবিলে। আমরা সবাই এই ঘটনার ঘনঘটায় যারপরনাই হতবাক। অনেক প্রশ্ন আমার মনে, কী করে বিলাতের এই অচেনা পাড়াগার সন্ধান পেল আমার বন্ধু, তারপর এখানে এসে স্থায়ী হল, যশ লাভও করেছে!

পরেরদিন সকালে আবার সকলেরই কাজে যেতে হবে। আমরা উঠি। পাব-চত্বরে এসে দেখি উপহার হাতে দাঁড়িয়ে আছে ক'একজন ওয়েটার। আমাদের সবার হাতে হাতে একটি করে শ্যাম্পেনের বোতল দিয়ে বন্ধু বলল, 'তোমার সঙ্গে আবার কাল দেখা হচ্ছে।' ববকে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু বব, আবার এসো।'

শ্যাম্পেন! সত্যিই উদযাপনের ভূষণ পরে আছে আজ অন্তর্গত এই মুহূর্ত; হে জীবন তুমি সুন্দর, সতত উদযাপিত হতে অধীর তুমি, এসো, উদযাপনের বাঁশিটি বাজাই!

জুন ২১, ২০২৬
লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক

স্টারমারের পদত্যাগ- জনমতই গণতন্ত্রের ভিত্তি

৩ পাতার পর

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আদৌ সম্ভব কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

বাংলাদেশের নির্বাচনী বৈতরণী মূলত ম্যান্ডেটের ভেতরের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রধান বিরোধী দলগুলোর নির্বাচন বর্জন, ভোটারদের চরম উদাসীনতা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সেই নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নই যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের ক্যামোফ্লেজে জোর করে পাওয়া আসনসংখ্যা কখনো নৈতিক বৈধতা এনে দেয় না। এমন ব্যবস্থায় শাসকেরা আইনের মারপ্যাঁচে আইনি বৈধতার বড়াই করতেই পারেন, কিন্তু প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন সেই ক্ষমতা আসলে এক গভীর রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ওপর বিছানো পাতলা মখমলের চাদর ছাড়া আর কিছুই নয়। ড. মোঃ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বৈধতা নিয়েই যেখানে প্রশ্ন ছিলো, সেখানে একটি বিশাল দলকে নিষিদ্ধ করে সুডো-গণতন্ত্রের নির্বাচনী খেলা যে আসলে গণতন্ত্র নয়, সে নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

সংশোধনের পথ ও গণতন্ত্রের শেষ পাঠ

ব্রিটেন ও বাংলাদেশের মৌলিক ফারাকটি এই নয় যে একটি নিখাদ স্বর্গ আর অন্যটি নরক। ব্রিটেনের সমাজেও আজ তীব্র ত্রুটি বিদ্যমান–অসম নির্বাচন পদ্ধতি, দলীয় কোন্দল, জনতুষ্টিবাদের সস্তা রাজনীতি এবং বিপর্যস্ত জনসেবায় নাগরিক ক্ষোভের আগুন ইত্যাদি রয়েছে। আবার বাংলাদেশের মাটিতেও রয়েছে এক অদম্য মুক্তির বা স্বাধীনতার স্পৃহা, অসীম নাগরিক সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। একাত্তরই তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আজ একাত্তরকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে দেশবিরোধীরা। তাই আসল পার্থক্যটি লুকিয়ে আছে সংশোধনের নিজস্ব প্রক্রিয়ার ভেতর। ব্রিটেনে দলীয় অসন্তোষ, উপনির্বাচন, সংবাদপত্রের তীক্ষ্ণ নজরদারি এবং সংসদীয় রীতিনীতির আবহ রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে এক শান্তিপূর্ণ নেতৃত্ব-পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অথচ বাংলাদেশে রূপান্তর ঘটে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাতিষ্ঠানিক ভাঙচুরের চড়া মূল্য চুকিয়ে।

নেতার পদত্যাগ যে বিশাল প্রাপ্তি তা নয়, বরং কখনো কখনো তা গভীর দিশাহীনতারই লক্ষণ। কিন্তু ব্যাপক আস্থাহীনতার মুখেও ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে ধরে রাখার একগুঁয়েমি আরও ধ্বংসাত্মক। তা সমাজকে এই ভয়ানক বার্তা দেয় যে, ক্ষমতা কেবল বুলেটের কাছে মাথা নোয়ায়, ব্যালট বা বিবেকের কাছে নয়। বাংলাদেশে সামরিক শাসকদের দুঃশাসন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। গণতন্ত্র কোনো অলৌকিক স্পর্শে বাঁচে না, তা বাঁচে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের শক্তিতে যা শাসকের অহংকারকে চড়া মূল্যে পরিমাপ করতে শেখায়। স্টারমারের বিদায় তাই সচেতন ও শান্তিপ্রিয় মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, এটি জনমতের এক সাময়িক আমানত মাত্র। যখন শাসকেরা সংখ্যাতত্ত্বকে নৈতিক অধিকার ভেবে ভুল করেন, তখনই ক্ষমতার সেই অহংকারী ম্যান্ডেট একদিন রোদের আলোয় বরফের মতো গলে যায়।

কুডোস টু ইউ, প্রাইম মিনিস্টার কিয়ার স্টারমার!

আদর্শভিত্তিক গণতন্ত্রের জয় হোক!

THE BEST HOPE REALTY INC.
MLS
37-22 73rd St, Suite# 2G
Jackson Heights, NY 11372
Office: 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@aol.com

Mohammed Solaiman Ali
Lic Real Estate Broker/Owner
Jonone Corp. Lic. General Home Improvement Contractor
1 in Selling, Buying or Renting with Govt. Program

TAX TAX TAX
INCOME TAX e-file
✓ Business Tax
✓ Individual Tax
✓ Sales Tax
✓ Tax Consulting
✓ Business Open
IMMIGRATION & MULTI SERVICES
✓ Family Petition
✓ Citizenship Application
✓ Affidavit of Support
✓ Green Card Renewal
Ma Travel Agency
International & Domestic Airline Tickets
Emirates QATAR
37-22 73rd St, Suite# 2G, Jackson Heights, NY 11372
Office: 718-685-2000, Cell: 347-236-2737

আপনার স্বপ্ন পূরণ আমার অঙ্গীকার
নিউইয়র্কের যে কোন স্থানে বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর খুঁজছেন?
আজই যোগাযোগ করুন
MOHAMMED E. KARIM DIPU
NYS Licensed Realtor
Call : 646-327-1765
E-mail : mohammedekarim@gmail.com
* Buying * Selling * Renting
* Residential & Commercial Properties
RE/MAX LuXe

216-17, 90th Ave, Queens Village, NY 11428, Office: 718-175-4260

ল' অফিস অব এটর্নি মোঃ গোলাম মোস্তফা
Our Services
* Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
* Car Accidents
* Medical Mal Practice
* Accident in Construction
* Lead Poisoning
* Slip and Fall
* Dental Mal Practice
* Immigration all kinds &
* Green Card via employment & Investments
* Real Estate & Business Closings
* Non payment or no over time payment
* Will, Trust and Estate Planning
* Bankruptcy, Landlord-Tenant
* Family Matter-Divorce
* All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"

New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island : 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS

MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406

ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268

ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM Cell: 646-552-2748

স্পেশালাইজড স্কুলে ভর্তির সাফল্যে গর্বিত স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
MAMUN'S TUTORIAL
মামুন'স টিউটোরিয়াল
Quality Education Is Our Priority!
Specialized High School Admission Test (SHSAT) Preparation
■ Stuyvesant ■ Bronx Science ■ Brooklyn Tech ■
★ ★ Jackson Heights Branch ★ ★
ADMISSION GOING ON
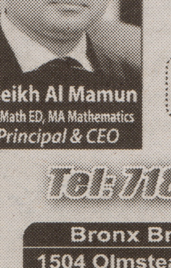
Sheikh Al Mamun
MS Math ED, MA Mathematics
Principal & CEO
জ্যাকসন হাইট্স শাখায় ভর্তি চলছে
অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
For SHSAT, SAT & Summer Enrichment Program
1st - 7th Grades, Algebra, Geometry & Trigonometry
for more info:
Tel: 718-507-2113, 917-561-1090
Bronx Branch: 1504 Olmstead Avenue Bronx, NY 10462 (Corner of Starling Ave.)
Jackson Heights Branch: 37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372 Between 37 Ave. & Boardway
(জ্যাকসন হাইটসে টক অব দ্যা টাউন রেস্টুরেন্ট-এর উপর তলায়)
TUTORS & VOLUNTEERS ARE WANTED

নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ড. সিদ্দিকুর রহমানের সাথে নেতৃবৃন্দ।

নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

শেষের পাতার পর

২৩ জুন ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তব্য রাখছিলেন।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের সঞ্চালনায় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার, ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাংসদ ফরিদা ইয়াসমিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক শাবান মাহমুদ।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক মহনগর আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ও মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্রলীগের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা হয় নবান্ন পার্টি সেন্টারের বাইরে একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে মিছিল সহকারে পার্টি সেন্টারে নেতাকর্মীদের আগমনের ফলে হলরুম পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মিছিল থেকে নেতাকর্মীদের শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে হলরুম।

এর আগে মিছিল নিয়ে হলের বাইরে জ্যাকসন হাইটসের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন তারা। মিছিলের সারি লম্বা হওয়ায় জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এই সময় জরুরি পুলিশের ভ্রাম্যমান গাড়ি এসে মিছিলকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে ফুটপাথে নিয়ে আসলে যান চলাচলের পথ খুলে যায়। মিছিল প্রদক্ষিণ করে নবান্ন সেন্টারে এসে সমাপ্ত হয়।

মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে মুক্তিযুদ্ধ সহ সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন শেষে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। তারপর কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা কারী মঈনুদ্দীন।

বড় আকারের ডিজিটাল ব্যানার লাগানো হয় এবং মঞ্চে কোনো বসার ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রধান আকর্ষণ ছিল দলীয় সভাপতির ভার্চুয়াল বক্তৃতা। শেখ হাসিনা প্রবাসী নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই দেশের অসহায় নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

তিনি বলেন, ইউনুস লুটপাট করে টাকা উপার্জন করে বসে আছে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন করে দেশের কোনো পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে শুধু ব্যক্তির পরিবর্তন। আগের মতই খুন নির্যাতন চলছে।

আজ দেশের গরিব জনগণ খেতে পারছে না। আমার সরকারের সময়ে সাধারণ মানুষকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা সহ বিভিন্ন ভাতা প্রদান করেছিলাম কিন্তু আজ সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, অবিলম্বে আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে এবং আওয়ামী লীগের সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

সভায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডা মাসুদুল হাসান, নিউইর্য়ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, যুবলীগের সভাপতি সেবুল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, ছাত্রলীগের সভাপতি হাসান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া প্রমুখ।

সবশেষে বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

১২ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা ঘুষ লেনদেন

প্রথম পাতার পর

২০২৫ সালে দুর্নীতির শিকার খানার হার বাড়ে ১৫.১ শতাংশ এবং ঘুষের শিকার খানার হার বাড়ে ২৫.২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জরিপের ফলাফল থেকে এ তথ্য জানানো হয়। জরিপে দেখা গেছে, দুর্নীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়েছেন পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীরা।

এরপর রয়েছে বিআরটিএ এবং বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা। এসব খাতে ঘুষ, দালালনির্ভরতা, হয়রানি এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

জরিপের তথ্যানুযায়ী, কিছু সেবা খাতে আংশিক ডিজিটাইজেশন চালু হলেও তা দুর্নীতি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতির জটিলতা ও দালালের ওপর নির্ভরতার কারণে ৯৮.১ শতাংশ খানা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে।

এর মধ্যে ৯১.২ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরাসরি ঘুষ গ্রহণের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘুষ দেওয়ার কারণ সম্পর্কে ৮১.৫ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না।' টিআইবির মতে, এটি দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

জরিপে আরো উঠে এসেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা অত্যন্ত কম। ৫৩.৩ শতাংশ খানা জানেই না কিভাবে অভিযোগ করতে হয়।

সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে অবগত মাত্র ১.৪ শতাংশ খানা। জরিপের সময়সীমায় দুর্নীতির শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অভিযোগ করেছে মাত্র ১০.৩ শতাংশ। অভিযোগ দায়েরকারীদের ২১.৬ শতাংশের অভিযোগ গ্রহণই করা হয়নি, আর ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

অভিযোগ না করার কারণ হিসেবে ৬১.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, 'সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা এমনই, তাই অভিযোগ করার প্রয়োজন মনে করিনি।' অন্যদিকে ৪৮.৯ শতাংশ জানিয়েছেন কোথায় বা কিভাবে অভিযোগ করতে হয় তা তাঁরা জানেন না। ৩২.৩ শতাংশ ঝামেলা বা হয়রানির আশঙ্কায় অভিযোগ করেননি।

জরিপে দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে বিচারহীনতাকে দায়ী করেছেন ৭৪.৮ শতাংশ উত্তরদাতা। এ ছাড়া সচেতনতার অভাবকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৬০.৮ শতাংশ। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করার সংস্কৃতিকেও দুর্নীতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ২০২৩ সালের পাঁচ হাজার ৬৮০ টাকা থেকে কমে ২০২৫ সালে পাঁচ হাজার ১২৪ টাকায় নেমে এলেও সামগ্রিক দুর্নীতির বিস্তার বেড়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবায় টিকিট সংগ্রহ এবং কৃষি খাতে সার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষের হার দ্বিগুণ থেকে প্রায় পাঁচ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের হার প্রায় ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

এনজিও খাতেও দুর্নীতি বেড়েছে। দায়িত্বে অবহেলার হার ২২.৭ শতাংশ থেকে ৩৬.৫ শতাংশ এবং অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহারের হার ১৫.২ শতাংশ থেকে ২৩.২ শতাংশে উন্নীত হওয়ায় খাতটিতে সামগ্রিক দুর্নীতির হার ৬.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৩.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জরিপে বলা হয়, একটি পরিবার বছরে গড়ে তাদের মোট আয়ের ১.৭ শতাংশ ঘুষ বাবদ ব্যয় করেছে। তবে সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ পাঁচটি খাতে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারের ক্ষেত্রে এই হার ৫.১ শতাংশ, যেখানে দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা পরিবারের জন্য তা ৩.২ শতাংশ।

কিছু ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ পরিবারের বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি। জরিপে ১৩টি পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের দেওয়া ঘুষের পরিমাণ বার্ষিক আয়ের পাঁচ থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত পৌঁছেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোর জন্য পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে মোট ব্যয় মাসিক আয়ের ৭৮ শতাংশ পর্যন্ত, যার ৩৭ শতাংশই ঘুষ হিসেবে দিতে হয়েছে। একইভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সেবা নিতে গিয়ে অনেক পরিবারকে মাসিক আয়ের ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্নীতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য ক্ষতিকর হলেও এর বোঝা সবচেয়ে বেশি বহন করতে হয় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে। জরিপে দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলের মানুষ তুলনামূলক বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের ওপর দুর্নীতির চাপ উচ্চ আয়ের পরিবারের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি।

তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রতি জনগণের আস্থার সংকট রয়েছে। জরিপে ২৯.৫ শতাংশ মানুষ দুদক সম্পর্কে জানলেও অভিযোগ করেছেন মাত্র ০.৩ শতাংশ। ফলে দুদককে আরো স্বাধীন, কার্যকর ও জন-আস্থাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়োজন রয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ১০ দফা সুপারিশও দিয়েছে টিআইবি। এর মধ্যে রয়েছে-সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে সুশাসনকে বাধ্যতামূলক করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি সেবাসমূহ সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ করা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ও দুদকের হটলাইন ১০৬ কার্যকর করা, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা, জনবল ও লজিস্টিক সংকট দূর করা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী বাধ্যতামূলক করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা।

টিআইবি জানায়, ১৯৯৭ সাল থেকে পরিচালিত ধারাবাহিক গবেষণার অংশ হিসেবে এটি তাদের ১১তম জাতীয় খানা জরিপ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) নমুনা কাঠামো অনুসরণ করে দেশের আটটি বিভাগের শহর ও গ্রামাঞ্চলের ১৫ হাজার ৭১৫টি খানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

চোখের ছানিতে লবঙ্গ এলাচ নাকি সার্জারি?

শেষের পাতার পর

দেখায়, এক সময় মুখ চেনা যায় না।

এলাচ-লবঙ্গ-কিসমিসে ছানি সারে?

না। এগুলোতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে ঠিকই, কিন্তু একবার লেন্সের প্রোটিন ঘোলাটে হলে কোনো খাবার তা স্বচ্ছ করতে পারে না, রাসায়নিকভাবেই অসম্ভব। এই দাবির পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই।

অপারেশন ছাড়া উপায়?

উন্নত ছানিতে অস্ত্রোপচারই একমাত্র পথ। তবে সুখবর, মাত্র ১৫-২০ মিনিটের সহজ অপারেশন, পরদিন থেকেই স্বাভাবিক জীবন।

প্রতিরোধ সম্ভব?

সম্পূর্ণ নয়, তবে দেরি করানো যায়। রোদে সানগ্লাস পরুন, ধূমপান ছাড়ুন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। খাবারে রাখুন সবুজ শাক, গাজর, ডিম– এগুলোর লুটেইন চোখ সুরক্ষায় সত্যিকার ভূমিকা রাখে।

সবার ছানি পড়ে না কেন?

পড়ে- সময় আলাদা। জিনগত কারণ, ডায়াবেটিস, স্টেরয়েড, চোখে আঘাত ছানি আগে ডেকে আনে।

ভাইরাল ভিডিও দেখে চিকিৎসা বন্ধ রাখলে অন্ধত্বের ঝুঁকি বাড়ে। চোখ ঝাপসা হলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে দ্রুত।

Z.A. Wani
Attorney at Law

Z.A. Wani
Attorney at Law

Consultation by appointment only
718-206-2020

জটিল ইমিগ্রেশন ও ডিপোর্টেশন কেইসে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

- কন্ট্রাকটর এন্ড ক্লেইমস কেইসেস
- ক্রিমিনাল কেইস • ডিভোর্স কেইস
- মোটর গাড়ি ও কন্সট্রাকশন এক্সিডেন্ট কেইস
- বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া কেইস
- হোম ও বিজনেস ক্লোজিং

মান্নান সুপার মার্কেটের পাশেই

167-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-206-2020

Platinum Tax Services
২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

M.Mohshin Mia
Cell: 917-478-9985

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
IRS RTRP
Authorized IRS e-file Provider
Business & Individual Tax Return-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

72-32 Broadway, Suite # 307-308, 3rd Floor,
Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 718-651-7720 Cell: 917-478-9985

বাংলাদেশ সেমিটারির প্রথম দাফন অনুষ্ঠানের আগে বিশেষ মোনাজাত।

বাংলাদেশ সেমিটারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত।

বাংলাদেশ সেমিটারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এর স্বপ্নদ্রষ্টা জাহিদ মিন্টু।

বাংলাদেশ সেমিটারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যর সাথে জেএমসির পেশ ইমাম আবু জাফর বেগ।

বাংলাদেশ সেমিটারির যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যোগ দেন।

বাংলাদেশ সেমিটারির যাত্রা শুরু

শেষের পাতার পর

দীর্ঘ এক বছর ধরে মরণব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি গত ১৮ জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রুকলীনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি..রাজিউন)। গত ১৯ জুন ব্রুকলীনের বেলাল মসজিদে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পর দিন ২০ জুন স্কচটাউনে দ্বিতীয় জানাজা শেষে বাংলাদেশ সেমিটারিতে দাফন কর হয়। এটিই বাংলাদেশ সেমিটারিতে প্রথম কবর।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাঈন উদ্দীন পিন্টুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এই প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজি মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সভাপতি সালামত উল্যাহ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোকন মোশাররফ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মোমিনুল হক, রেজাউল করিম চৌধুরী, সোহেল হেলাল, মাইনুল উদ্দীন মাহবুব, সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসীম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ চৌধুরী রুহেল, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মুন্না প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আবুল কালাম, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ নেওয়াজ স্বপন, শাহ আলম, মোস্তাক হোসেন মোশাররফ, মানিক লাল দাস, সুভাষ চন্দ্র মজুমদার, অ্যাসালের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নাঈম টুটুল, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সহ কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম বাবু, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রহিম, ধর্ম সম্পাদক মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ।

জাহিদ মিন্টু তার বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করে বলেন, এ জমি ১ হাজার ৪০০ দিন মার্কেটে ছিল কেউ ক্রয় করেনি। পরে আমরা ক্রয় করেছি। নোয়াখালী সোসাইটির জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, আমরা বলি নোয়াখালী সোসাইটি শুধু মানব কল্যাণে কাজ করে না, নোয়াখালী সোসাইটি দ্বীন প্রচারেও কাজ করে। অনেকেই বলেন, এ প্রজেক্টের স্বপ্নদ্রষ্টা আমি। কিন্তু এ প্রজেক্টকে কাজ করে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যারা, তারা হলেন জামাল উদ্দিন, মনসুর আহমেদ, পিয়াস ও মাইনুল উদ্দীন মাহবুব। এছাড়াও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বিএনএস বেলাল, মহিউদ্দিন ও এসএম আমানত হোসেনকে। তিনি যারা এ প্রকল্পে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি, কাজ চলবে। তবে কবর দেওয়া শুরু হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তা শুরু হবে ১ জুলাই থেকে। যারা আমাদের কাছ থেকে কবরের স্থান ক্রয় করেছেন, তারা আসবেন এবং আপনাদের স্থান বুঝে নেবেন। তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যে ২০ হাজার কবরের স্থান বিক্রি করেছি। আগামী আগস্ট থেকে দ্বিতীয় কিস্তির কাজ শুরু হবে। কাজ শুরুর পর এগুলো বিক্রি শুরু হবে।

প্রকল্প উদ্বোধনের ঘোষণায় তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। এখানে ৮ হাজার স্কয়ার ফুটের বিল্ডিং হবে, নামাজ পড়া যাবে, ১৫০ জন লোক এক সঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন। লাশ রাখার ব্যবস্থা এবং লাশ ধোয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি বলেন, এ কাজগুলো আমরা করবো। তবে আমি বলতে চাই, এ প্রজেক্ট আপনাদের প্রজেক্ট, আমরা শুধু ব্যবস্থাপনায় থাকবো। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আপনারা যারা আপ্রচার করছেন, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা লিখছেন, তাদের প্রতিহত করতে নোয়াখালীবাসী প্রস্তুত, আইনীভাবে হোক, আর যেকোনভাবেই হোক। ভাল কাজ দেখলে আপনাদের যাদের গাত্রদাহ হয়, তাদের দূরে থাকা উচিত।

নাজমুল হাসান মানিক বলেন, নোয়াখালীবাসীর সহযোগিতায় আমরা এ প্রজেক্ট করতে সফল হয়েছি। যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হাজি মফিজুর রহমান বলেন, জাহিদ মিন্টু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু জ্ঞানে এবং কর্মে সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। যে কারণে এ প্রজেক্ট আজকে আলোর মুখ দেখেছে।

অনুষ্ঠানে যারা এ প্রজেক্টে কবরের স্থান ক্রয় করেছেন তারাও অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। তারা এ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার জন্য জাহিদ মিন্টু এবং উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বাংলাদেশ সেমিটারিতে জোহর এবং আসরের নামাজ আদায় করা হয়। জোহরের নামাজে ইমামতি করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। আসরের নামাজে ইমামতি করেন মসজিদ বেলালের ইমাম ড. সাইয়্যদ মুফতি মুহাম্মদ আনসারুল করিম আল আজহারী।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এষ্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করা সম্ভব
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching
Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় এবং লোন পেতে বিশ্বস্ত রিয়েলটরের সেবা নিন
•Residential •Commercial • Investment
•Foreclosures •Auctions • Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud • Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
• List Your Property Faster with TOP $$$
• Free Market Analysis
• Consultation
Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

MUSIC LESSONS for Beginner
Vocal, Tabla & Harmonium Training By
KRISHNA TITHI
RASA Musical Academy
Discipline of Nazrul Academy, Chhayanaut Sangeet Vidyatan
Winner of "Channel- I Serader sera"-2010
ENLISTED ARTIST:
BTV and Bangladesh radio
Student of Ostad Zakir Hossain Khan, Taposh Kumar Khan
Got the mentorship from Sabina Yesmin Subir Nandy, Runa Laila Alauddin Ali.
Class enrollment on going Jamaica, Bronx, Jackson heights
LESSON INCLUDES:
Indian classical music
Raga, Nazrul Geeti
Bhajan, Adhunic song
Rabindra Shangeet, Folk song
Patriotic song
Separate classes for different age group of kids and Adult.
Weekend and Weekdays (Evening) in person and zoom class availability. One class per week- Time flexible.
PLACE:
Jamaica (90-60, 204 street Hollis NY-11423)
Bronx (1271 Olmstead Ave, Bronx, NY-10462)
Cell: 9292572788, Email: krtithi@gmail.com

আধুনিক সুরের বৈপ্লবিক রূপকার সলিল চৌধুরী

১০ পাতার পর

সেই বীভৎস হাহাকার। বাংলার ফুটপাতে যখন ক্ষুধার্ত মানুষ এক ফোঁটা ভাতের মাড়ের জন্য চিৎকার করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, সেই নির্মম দৃশ্য তখন তরুণ সলিলের কবি ও শিল্পীহৃদয়কে আমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল। শিল্পকে কেবল উচ্চবিত্তের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখার বুর্জোয়া মানসিকতাকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। যুক্ত হলেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'র সঙ্গে। এই পর্বে তাঁর হাত দিয়ে জন্ম নিল গণসংগীতের এক নতুন ব্যাকরণ। 'ও আলোর পথযাত্রী', 'হেই সামালো ধান হো' কিংবা 'বিচারপতি তোমার বিচার'-এই গানগুলোর ভেতরে ছিল ক্ষুরধার বক্তব্য, মার্চ-রিদম, কোরাল হারমনি আর হঠাৎ ছন্দবদলের এক অভূতপূর্ব পাশ্চাত্য কৌশল। তিনি গণসংগীতকে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা কোনো মাটির প্রদীপ নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক একটি সুরের আগ্নেয়াস্ত্রে পরিণত করেছিলেন।

আধুনিক গানের জ্যামিতি ও এক অনন্য শব্দচিত্রের জাদু

রাজনৈতিক দ্রোহের সমান্তরালে বাংলা আধুনিক গানের প্রাঙ্গণেও সলিল চৌধুরী এনেছিলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তিনি যখন প্রেমের গান লিখলেন, সেখানেও রোমান্টিকতাকে কেবল আবেগের গন্ডিতে আটকে রাখলেন না। তাঁর গানে প্রেম এলো এক অমোঘ সত্যের মতো, যেখানে বিরহের সমান্তরালে এসে দাঁড়ায় সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট। 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ' গানটির কথাই ধরা যাক-তা কেবল ছয় মিনিটের একটি আধুনিক গান নয়, বরং সুরের তুলিতে আঁকা এক সম্পূর্ণ কাহিনীমূলক রচনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত, এ যেন সাংগীতিক উপন্যাসের নিখুঁত অডিও রূপান্তর। আবার 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা' গানে একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে তিনি মহাকাশের একাকীত্বের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। সলিলের সুরের গঠনশৈলী ছিল অত্যন্ত জটিল ও জ্যামিতিক। তিনি কেবল একটি সরল মেলোডি বা সুরের লাইন তৈরি করেই ক্ষান্ত হতেন না, গানের প্রিলিউড, ইন্টারলিউড, কাউন্টার-মেলোডি এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রয়োগের মাধ্যমে এক একটি গানকে পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকল্পে রূপ দিতেন। পিয়ানোর একটি কর্ড কিংবা বাঁশির একটি তান কোথায় থামবে এবং কোথায় গিয়ে মেজর স্কেলটি আচমকা মাইনর স্কেলে রূপান্তরিত হয়ে শ্রোতার বুকের ভেতর হাহাকার জাগিয়ে তুলবে, সেই নিখুঁত সাঙ্গীতিক গণিত তাঁর নখদর্পণে ছিল।

বোম্বাইয়ের রুপালি জগৎ থেকে কেরালার সমুদ্র উপকূল

চলচ্চিত্রের রুপালি জগতেও সলিল চৌধুরীর পদার্পণ ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর নিজের লেখা ছোটগল্প 'রিকশাওয়ালা' অবলম্বনে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা বিমল রায় নির্মাণ করেছিলেন কালজয়ী হিন্দি ছবি 'দো বিঘা জমিন'। এই ছবির সংগীত পরিচালনার মাধ্যমেই বোম্বাইয়ের সিনেমা জগতে সলিলের রাজকীয় অভিষেক ঘটে। এর পর 'মধুমতি', 'আনন্দ', 'কাবুলিওয়ালা'র মতো কালজয়ী হিন্দি চলচ্চিত্রে তাঁর সংগীত পরিচালনা ভারতীয় চলচ্চিত্র-সংগীতের ব্যাকরণকে চিরকালের জন্য বদলে দেয়। তবে কেবল হিন্দি বা বাংলাতেই নয়, সলিল চৌধুরীর প্রতিভার ডানা প্রসারিত হয়েছিল সুদূর দক্ষিণ ভারতের মালয়ালম চলচ্চিত্রেও। কেরালা তথা দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় জীবনের পটভূমিতে নির্মিত 'চেম্মিন' চলচ্চিত্রের আবহ ও গান তৈরি করে তিনি যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা কোনো অ-মালয়ালি বা বাঙালি সুরকারের জন্য ছিল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, সুরের কোনো ভৌগোলিক সীমানা বা ভাষার প্রাচীর থাকে না।

কণ্ঠের পরীক্ষাগার ও এক অবিনাশী সুরের কারিগরি

সলিল চৌধুরীর সুরের জাদুকরি স্পর্শ পাননি, এমন গুণী শিল্পী ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রতিটি কণ্ঠের অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনতেন এবং সেই অনুযায়ী সুরের ক্যানভাস সাজাতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উদাত্ত ও গম্ভীর কণ্ঠে তিনি এনেছিলেন এক সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের শীতল ছায়া; লতা মঙ্গেশকরের স্ফটিকস্বচ্ছ কণ্ঠে যোগ করেছিলেন ঊর্ধ্বাকাশের নক্ষত্রের দীপ্তি; সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গায়কিতে দিয়েছিলেন এক পরিমিত আবেগ; আর মান্না দে-র কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ধ্রুপদী পান্ডিত্যের অত্যুচ্চ মুন্সিয়ানা। এছাড়াও শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সুবীর সেন-প্রত্যেকেই সলিলের সুরের স্পর্শে নিজেদের চেনা গায়কিকে ভেঙে এক নতুন রূপ আবিষ্কার করেছিলেন। সলিল চৌধুরী কেবল গান তৈরি করেননি, তিনি এক একটি কণ্ঠকে তাঁর সুরের পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে এক নতুন সাঙ্গীতিক দ্যোতনা দান করেছিলেন।

সলিল চৌধুরীর সুর ও বাণীতে কয়েকটি বিখ্যাত গান

১। ও আলোর পথযাত্রী, ২। হেই সামালো ধান হো, ৩। বিচারপতি তোমার বিচার, ৪। কোনো এক গাঁয়ের বধূ, ৫। নৌকা বাওয়ার গান, ৬। ঢেউ উঠছে কারা টুটছে, ৭। আমাদের নানান মতে, ৮। আয় রে ও আয় রে, ৯। ধিতাং ধিতাং বোলে, ১০। পথে এবার নামো সাথী, ১১। পথ হারাব বলেই এবার, ১২। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা, ১৩। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম, ১৪। শোনো কোনো একদিন, ১৫। না যেও না, রজনী এখনও বাকি, ১৬। সাত ভাই চম্পা, ১৭। ওগো আর কিছু তো নাই, ১৮। ও মোর ময়না গো, ১৯। উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, ২০। যা রে যা ফিরে যা, ২১। গুনগুন মন ভ্রমরা, ২২। যদি নাম ধরে তারে ডাকি, ২৩। আহা ওই আঁকাবাঁকা যে পথ, ২৪। যদি কিছু আমারে শুধাও, ২৫। বাজে গো বীণা

পরিশেষ

বাঙালির মননে সলিল চৌধুরীর অবস্থান এক চিরন্তন ধ্রুবতারার মতো। সলিল চৌধুরীকে শোনা আসলে বাংলা গানের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকেই শানিত করা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, গণমানুষের গানও উচ্চমানের শিল্প হতে পারে, চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক সুরও জ্যামিতিক গভীরতা পেতে পারে, এমনকি শিশুদের জন্য তৈরি গানও হতে পারে সাঙ্গীতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক জটিল গবেষণাগার। তিনি সুরের ভেতরে কোনো সাময়িক মোহের কুয়াশা তৈরি করেননি, বরং এঁকে দিয়ে গেছেন এক অবিনাশী মানচিত্র। সলিল চৌধুরীর দ্রোহ ও প্রেমের সুর বাঙালির সাংগীতিক বাতিঘর হয়ে অনন্তকাল আলোক বিচ্ছুরণ করে যাবে।

এস্টোরিয়ার কেন্দ্রস্থলে ৩৭ স্ট্রিট ও ৩০ এভেন্যুর কর্ণারে দেশীয় স্টাইলে দক্ষ বাংলাদেশী কারিগর দ্বারা চুল কাটানোর জন্য

এস্টোরিয়া হ্যাপি হেয়ার কাটিং সেলুন

বলাই রায়

আমাদের নতুন শাখা
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে
স্টারলিং এভেন্যুতে।
যোগাযোগঃ
কানাই রায়
৭১৮-৭১৭-৯৩১৫

কানাই রায়

30-06, 37th Street, Astoria, NY 11103

Tel: 718-204-2744 Cell:718-629-8886

আমরা স্বল্পতম সময়ে আপনাদের কেস নিষ্পত্তি করে দেয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছি

Accident & Injury Cases

No Attorney's Fee Will be Charged Until We Recover Money for You

আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকিঃ

১. কার, ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি
২. ব্যক্তিগত আঘাত এবং
৩. ডাক্তার এবং হাসপাতালের ভুল চিকিৎসা
৪. **Slip & Fall**
৫. **Construction** এবং
৬. অন্যান্য কেস

আমরা এ পর্যন্ত বাংলাদেশী ক্লায়েন্টদের জন্য ১০,০০০,০০০ ডলার রিকভার করেছি

বাংলাদেশী ক্লায়েন্টদের আমরা সবরকম সহযোগিতা করে থাকি

আপনার কেসের সহযোগিতার্থে আমরা বাড়িতে, কর্মস্থল এবং হাসপাতালে গিয়ে থাকি

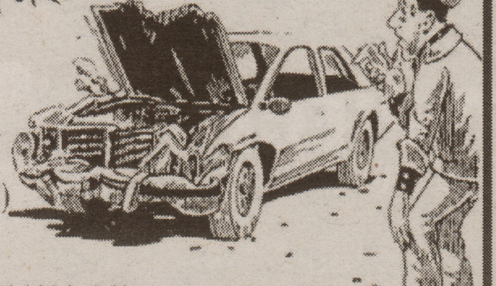

যোগাযোগঃ মোঃ জুবায়ের হোসেন
Consultant: 347-656-4165 (Cell)

American Lawyer

Mariano & Lipkin, PLLC.
Attorney and Counselor at Law

31-19, Newtown Ave, Suite #400, Astoria, NY 11102

Phone 718-726-7799

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুঁজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রি আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরি না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করি। ম্যাথ, ইংরেজি এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক আছে। আমেরিকার অন্যান্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রেজ্যুমে, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরোল ও একাউন্টিংএর টিউটোরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শেখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুনঃ **718-530-2605**
ইমেইলঃ **roudro123@yahoo.com**

এম.এ. জামান
(বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টি পারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্য স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এমএলআই, নিউইয়র্ক, কুইন্স

মেঘনা: স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ সাল থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

মেঘনা ট্রাভেলস্

মেঘনা শাড়ী প্যালেস
(মেঘনা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)
* গায়ে হলুদের শাড়ী
* শেরওয়ানী/পাগড়ী
* পাঞ্জাবী
* বিয়ের কার্ড
* ডালা/কুলা/মেহেদী
* বিয়ে এবং হলুদের তাজা ফুলের মালা

APPROVED IATA অনুমোদিত

১০০% গ্যারান্টিতে টিকেট ইস্যু
দেশে যাওয়ার পথে অতি অল্প খরচে হজ্জ এবং ওমরাহ'র যাবতীয় ব্যবস্থা
Saudi Airlines Emirates ETIHAD QATAR
KUWAIT AIRWAYS
Biman Bangladesh Airlines
—All Other Major Airlines—
We Accept All Major Credit Cards
MasterCard VISA

E-mail: meghnacorp@gmail.com

Tel: 718-478-1920 • 718-930-1494 • 718-478-1830

37-66 74TH STREET (2ND FL), JACKSON HEIGHTS, NY-11372

নিউইয়র্কে মুক্তি পেল সাড়া জাগানো ছবি 'রইদ'

১০ পাতার পর

অভিনয়ের প্রশংসা তো করাই যায়। বিশেষ করে 'সাদু' চরিত্রের অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরান এবং 'সাদুর বউ' চরিত্রের অভিনেত্রী নাজিফা তুষি, এই দুজনের কথা। দু'জন পাল্লা দিয়ে চেষ্টা করেছেন কে কার চেয়ে বেশি নিখুঁত অভিনয় করতে পারেন! এটা করতে গিয়ে সম্ভবত তারা দুজনেই স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা সিনেমার শ্রেষ্ঠ অভিনয়টা করে ফেলেছেন (কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও মন্তব্যটা করে ফেললাম!)।

বেশ লম্বা চওড়া সুঠাম দেহের সাদু সিনেমা জুড়ে একের পর এক দৃশ্যে কুঁজো হয়ে হেঁটেছে এবং নিচু কোমল গলায় কথা বলেছে। সে জানে যে সে শরীরে শক্তিশালী, তার মাংসপেশীতে এই আত্মবিশ্বাস দেখা যায়। আবার একইসঙ্গে সে জানে, সে সমাজের দুর্বল মানুষ, তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে সারাক্ষণ লেগে থাকে এই দ্বিধা। এই দ্বিধা কাটাতে পারে একটা মাত্র দৃশ্যেই, যখন মুখ ভর্তি তালের পিঠা নিয়ে চিবোতে চিবোতে লালা মাখানো আধগলা পিঠা কুৎসিত ভাবে দাঁত-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখিয়ে সে একটা নির্মল হাসি দিয়ে বলে, 'বাপের জন্মেও এমন পিডা খাই নাই!' তার আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশের বাক্য যেন এই সমগ্র পৃথিবীতে একটাই, এ ছাড়া আর কোন শব্দ বা বাক্যের খেলা সে জানে না। একটা গরু বা ছাগলের যেমন আবেগ প্রকাশের ভাষা কেবলই একই ধ্বনিতে বারবার ডাকা, আর প্রিয়জনের সঙ্গে একটু মুখ ঘষা, এইতো। এর বেশি তো আর কিছু লাগছে না ওদের! সাদুর তবে লাগবে কেন?

সাদুর বউয়ের নাম কেউ জানে না। সাদুও জানে না। সাদুর বউ নিজেও জানে না! সাদুকে জানলেই হবে। কী নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে সাদুর কাছে বারেবারে ফিরে আসে। সাদু তাকে আগলে রাখে, কিন্তু সবসময় যে পারে বা পারতে চায়, তা না। কিন্তু সাদুর বউয়ের এই নির্মল বিশ্বাসের সঙ্গে আর কিসের তুলনা করা যায়? সে যেভাবে ছুটে ছুটে হাঁটে, বসে, পিঠা বানায়, মারপিট করে, আর মুখে হাসি ধরে রেখে বুকের ভেতর থেকে হাসে, এ দৃশ্যগুলো কেন যেন অন্য ভুবন থেকে উঠে আসা কোনো চিত্রকল্প মনে হতে থাকে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধু একবার একটা দৃশ্যে সাদুর বউকে নৌকায় বসে থাকতে দেখে চমকে উঠি, কেন যেন বাংলা সিনেমার যুবতী বয়সের ববিতার মতো লাগে তাকে। পর্দায় সাদুর বউ কি তবে বাংলাদেশের শক্তিশালী নারী চরিত্র হবার পথে?

পুরো সময় জুড়েই দৃশ্যকল্পে দর্শকের চোখে এবং অদৃশ্যকল্পে মন ও মগজে চাপা অস্বস্তির জন্ম দেয় আলো-আঁধারির খেলা। সিনেমা, ক্যামেরা, আলোক প্রক্ষেপণ-এসব নিয়ে পুঁথিগত জানাশোনা একদমই নেই আমার। কিন্তু সিনেমার পর্দায় চেয়ে থাকতে গিয়ে কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে অনুভূতিতে না চাইতেও আক্রান্ত হতে হয়। এই অনুভূতি তো আর বই পড়ে শিখতে হয়নি।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি শুধু চোখকে দিলাম, আর কানকে অভুক্ত রাখলাম, এ তো হবে না। তাই কানের জন্যও আছে বিশেষ বরাদ্দ - দুর্দান্ত সব শব্দের কারুকাজ। জটিল সব সংলাপের ভার অযথা বইতে হয় না যখন প্রকৃতি এবং মানুষের হরেক রকমের শব্দ এমনিতেই ঘোরের ঘোরে পৌঁছে দেয়। তাই বলে সংলাপগুলোকে একেবারে আজেবাজে প্রলাপের কাতারে ধরার কিছু নেই, মোহনীয় দৃশ্যকাব্যের পাশে সেগুলোকে শুধুই গৌণ বিষয় লাগে।

এবারে আসা যাক সিনেমার সেই দৃশ্যগুলোর কথায়, যা দেখে কারো কারো মনে হতে পারে, এগুলো বুঝি কেবল 'দারিদ্র্য' দেখানোর চেষ্টা। যেটার কথা প্রথমেই বলছিলাম। মাটিতে বসে গোগ্রাসে ভাত খাওয়া, এক ঘরে মানুষের সঙ্গে গবাদি পশুর বসবাস, কাদামাখা শরীর, ছাগলের বিষ্ঠার মাঝে শুয়ে ঘুম, বৃষ্টির দিনে বাড়ির ভেতর ব্যাঙের আনাগোনা, কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়া আর কথায় কথায় খিস্তি-খেউড়-এগুলো সবই সেই রইদের ক্ষুধা তৈরির মাধ্যম, এর সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক সামান্যই।

সিনেমাটিতে যৌনতার উপস্থাপনাটিও বেশ অভিনব। এখানে দৃশ্যের চেয়েও বড় রূপক হয়ে উঠেছে সাদুর মুখে তালের পিঠা খেয়ে যৌন তৃপ্তির অভিব্যক্তি। অথচ শেষ পর্যন্ত সাদু ও তার স্ত্রীর মধ্যে আদৌ শারীরিক কোনো সম্পর্ক ঘটে কি না, তা নিয়ে দর্শক সন্দিহানই থেকে যায়। তবে কি মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্মের মতো কোনো রহস্যময় ঘটনা ঘটতে চলেছে? সাদুর মনের ঈর্ষা কি তবে পুরোপুরি অমূলক?

রূপকের প্লাবনে প্লাবিত হবার কথা যা বলছিলাম, তারই মনে করতে পারা কয়েকটা তুলে ধরে শেষের পথ ধরি।

- বিয়ের দৃশ্যে নারীর আগমন এবং দেবী দূর্গার প্রস্থান
- কুকুরের হাত থেকে জুতা বাঁচাতে লুকিয়ে ফেলা
- প্রেমের প্রতিদানে গায়ে বল্লা ছেড়ে দেয়া
- কামনার জোয়ারের মতো প্রেমেরও বারবার ফিরে ফিরে আসা
- আগুনে সব পুড়ে যাবার পরেও পুনরুত্থানের মতো বেঁচে ফেরা
- শিলাবৃষ্টিতে নূহের প্লাবন
- প্রেমকে শিকল পরিয়ে গৃহবন্দী করার পুরুষালি প্রবৃত্তি

এই দৃশ্যগুলোর একেকজন একেক রকম ব্যাখ্যা করবেন, তাই আমি কেবল তালিকা দিয়েই খালাস। তবে তিনটি দৃশ্য কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারছি না।

প্রথম, নূহের প্লাবনের সময় সকল পশুপাখি আশ্রয় নেয় একই ঘরে। একটা বিরাট মহিষও জানালায় মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে নানা পশু পাখির বাচ্চা। অথচ একজন পুরুষ একেবারে শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আশ্রয় নেয় নারীর কোলেই। নারীই যেন সেই মহাকালের আদিমতম শক্তি।

দ্বিতীয়, প্রবল হিংস্রতায় মৃত ছাগীর চামড়া টেনে তুলতে গিয়ে রক্তের বদলে দুধ ঝরতে থাকা। এরপর সেই ছাগীর মাংস জোর করে খেতেই থাকা, খেতেই থাকা। এই কামনার হিংস্রতা এবং কামনার শেষ কোথায়?

তৃতীয়, গাছ থেকে পড়া তালকেই আদম-হাওয়ার গন্ধম তথা কামনাবাহী ফল হিসেবে উপস্থাপন করা। সেই গন্ধমের নেশা এতই প্রবল, তাতে চাপা পড়ে মৃত্যুতেও যেন আপত্তি নেই! আকাশ থেকে মাটিতে ঝরে পড়া প্রতিটা গন্ধম কুড়াতেই হবে যেকোনো ভাবেই। তবে শেষ পর্যন্ত নারীর সঙ্গে পুরুষের কিংবা এক মহাজাগতিক সত্তার সঙ্গে আরেক সত্তার মিলন কি আসলেই কেউ আটকাতে পারে? নূহের প্লাবনে জীবনের নৌকায় ঠাঁই হয় সকল অস্তিত্বের।

রইদ এক ধরণের মহাজাগতিক আর মহাকালিক অনুভূতি নিয়ে এসেছে বাংলা ভাষার সিনেমার জন্য। এর রেশ পুরোপুরি কাটতে আরও কিছুদিন সময় যে লাগবে, তা বেশ বুঝতে পারছি। কিংবা কে জানে, এই সিনেমা দিয়ে বাংলা সিনেমার আকাশে রইদটা অবশেষে উঠেই গেল কিনা! ব্যথাকে সেই কোন কালে সুখ ডেকেছিলেন রবি ঠাকুর, আর একালে এসে আঁধারকে রইদ ডাকলেন সুমন। এভাবে সিনেমার নামে একটা জলজ্যান্ত কবিতা লিখে বসলে দর্শকের বুকে সুখের মতো ব্যথা না বেজে উপায় কী!

৩-০ গোলে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিলের জয়

১৬ পাতার পর

ব্রুনো গিমারেজ ফাঁকায় থাকা ভিনিকে লম্বা করে বল পাঠান। তিনি হেড দিয়ে জালে বল পাঠিয়ে দেন।

দলের তৃতীয় গোলটিকেও দারুণ এক সহায়তা দিয়েছেন ব্রাজিলের মাঝমাঠের প্রাণভ্রোমরা গিমারেজ। তিনি ম্যাচের ৬০ মিনিটে স্কটল্যান্ডের বক্সের ঠিক বাহির থেকে ছোট্ট নিঁখুত পাসে ম্যাথিউস কুনিয়াকে ফাঁকায় বল পাঠান। বাঁ পায়ের শটে গোল করেন ম্যানইউ স্ট্রাইকার। টুর্নামেন্টে ভিনির চার গোলের পাশাপাশি তিন গোল করেছেন এই নাম্বার নাইন। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে কুনিয়ার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন নেইমার জুনিয়র। ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবরের পর ব্রাজিলের জার্সি গায়ে পরে খেলছেন এই তারকা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইট।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র প্যাট্রন্স এপ্রিসিয়েশন নাইট

বক্তব্য রাখেন ডা. ওয়াজেদ এ খান।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ)ঃ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নিজ পৃষ্ঠপোষকদের সম্মানে আয়োজন করে প্যাট্রন্স অ্যাপ্রিসিয়েশন নাইট। এতে ছিল আলোচনা, সঙ্গীত ও নৈশভোজ। আলোচনা পর্বে বক্তাগণ বলেন, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা। নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা জ্যামাইকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ স্বদেশপ্রীতি আর কমিউনিটির কল্যাণে অনন্য মুখপত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অবদান রেখে চলেছে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় 'আলোকিত বাংলাদেশী কমিউনিটি' গড়তে। বক্তাগণ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর অব্যাহত প্রকাশনা ও সমৃদ্ধি কামনার পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কিউ গার্ডেনের আগ্রা প্যালেসে গত ২০ জুন, শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ নামিরা'র ইমাম খলিলুর রহমান সিরাজী। এরপর পরিবেশিত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। আলোচনায় অংশ নেন পত্রিকাটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দিনাজ খান ও উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতার প্রতি স্বীকৃতি জানানো হয়। এছাড়া সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানে।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, মূলধারার রাজনীতিক, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, সিটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. দীন আল রশীদ, বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা, মনিবুর রহমান খান, ডা. মাসুদ সিকদার, অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ডা. সৈয়দ আল আমীন রাসেল, এনওয়াই সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার'র সিএফও মোহাম্মদ জাহিদ আলম, হিলসাইড হোন্ডা'র সেলস ম্যানেজার মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

অনুষ্ঠানে ডা. ওয়াজেদ এ খান সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ। সেই থেকে পত্রিকাটি প্রবাসে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ-কে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশপ্রেমিক ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়তে বিগত প্রায় তিন দশক যাবত অব্যাহতভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

ডা. ওয়াজেদ খান তার বক্তব্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম আফতাব সৈয়দ এবং সাবেক নির্বাহী সম্পাদক ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। সকল পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ডা. ওয়াজেদ খান।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী চন্দন চৌধুরী ও নিপা জামান একক ও দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাদের পরিবেশিত দেশাত্মবোধক গান এবং আধুনিক ও লোকসঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

কবি আল মুজাহিদী'র ইন্তেকালে টাঙ্গাইলবাসীর দোয়া

নিউইয়র্কঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক কবি আল মুজাহিদীর ইন্তেকালে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করেছে। গত ২১ জুন রবিবার বাদ মাগরিব এই দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, কবি আল মুজাহিদী (৮৩) গত ১৯ জুন শুক্রবার বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক অসুস্থতায় ঢাকাস্থ ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল মুজাহিদী ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার নারুচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খবর ইউএনএ'র।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আরিফ বিন আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কবি আল মুজাহিদীর'র ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ ও বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস।

পরবর্তীতে সভায় আগামী ১৬ আগস্ট রবিবার অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক বনভোজন কর্মসূচীর প্রস্তুতি ও অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা খন্দকার ফরহাদ ও আশেক খন্দকার, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদ খান, মোজাম্মেল হক, বদরুজ্জামান পিকলু ও আব্দুল হাকিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ও শরীফ শিকদার, সহ সভাপতি সুলতান বোখারী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহজাহান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ক্যাথি হকুল।

চাইল্ডকেয়ার ভাউচার বন্ধ হচ্ছে না

প্রথম পাতার পর

জানানো হয়েছে। গভর্নর ক্যাথি হকুল জানান, এই চাইল্ডকেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামে ভাউচারের মাধ্যমে দেয়া অর্থ তিনি বন্ধ করবেন না। তিনি এই খাতে স্টেটের ফান্ড থেকে ১.২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেবেন আগামী ২ বছরের জন্য। গভর্নর হকুল ২০২৪ সালে চাইল্ডকেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামে পরিবারপ্রতি অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে দেন।

উল্লেখ্য যেসব বাবা-মা ৯টা-৫টা কাজ করেন, তাদের শিশু সন্তানদের জন্য এই ভাউচার প্রদান করা হয়। যেসব অভিভাবক পার্টটাইম বা অনিয়মিত কাজ করেন তাদের এই ভউচারের অর্থ বাতিল বা কমিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

গভর্নর ক্যাথি হকুল নিউইয়র্ক সিটির ২ বছরের কমবয়সী শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চাইল্ডকেয়ারের কর্মসূচী চালু করেন। আগে ছিল ৩ বছরের কম বয়সীদের জন্য থ্রি-কে ও প্রি-কে কর্মসূচী। চাইল্ড কেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম বাড়ানোর জন্য তিনি বাড়তি অর্থও বরাদ্দ করেন।

বর্তমানে নতুন কাজের শর্তে সেই ভাউচার কর্মসূচী থেকে অর্থ বরাদ্দ কমানোর হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিটি কাউন্সিল সদস্যসহ চাইল্ডকেয়ার বিষয়ক এডভোকেসি গ্রুপসমূহ।

এদিকে চাইল্ডকেয়ারের ভাউচার পাওয়ার জন্য মা-বাবার ফুলটাইম চাকরির শর্ত বাতিলে একটি বিল উঠছে বলে খবরে জানানো হয়েছে।

চ্যাটজিপিটি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ভীতি

প্রথম পাতার পর

ওপেন এআইএর ওপর। শুক্রবার ওয়াশিংটন পোস্ট এই খবরটি দিয়েছে। এর শিরোনাম 'যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে সর্বশেষ আপগ্রেড করা চ্যাটজিপিটি কে ব্যবহার করবে'।

ওপেন এআই তাদের ব্লগে এ প্রসঙ্গে শুক্রবার মন্তব্য লেখে। সেই ব্লগের বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (মডেল GPT 5.6 or Sol) এর সবশেষ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে সরকার আগেই অনুমোদন দিয়েছিল যে কেউ এতে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। এখন ফেডারেল সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমরা চিন্তিত।

ব্লগে আরো বলা হয়, এই ধরনের সরকারি বিধি নিষেধ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। তারা শ্রেষ্ঠ টুলগুলোকে এর ব্যবহারকারীদের, উদ্ভাবক, ডেভেলপার, সইবার ডিফেন্ডার ও গ্লোবাল অংশীদারদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে।

ওপেন এআই বলছে, এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এ যাবতকালের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী মডেল। এই মডেলটি শুধু কোডিংএ নয়, সাইবার সিকিউরিটি টাস্কেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অথচ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব কোম্পানি সরকার অনুমোদিত কেবল তারাই এতে প্রবেশাধিকার পাবে।

ওয়াশিংটন পোস্ট ওপেন এআই এর কনটেন্ট পার্টনার। পোস্ট বলছে, গত বছর হোয়াইট হাউজে এসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টেক কোম্পানিগুলোকে আরো বেশি স্বাধীনতা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ক্লড চ্যাটবট এর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এ্যানথ্রোপিক অন্য ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মডেল ডেভেলপ করেছে, যা কিনা ক্রিটিক্যাল সফটওয়্যারের দুর্বলতাসমূহ শনাক্ত করতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসন এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে।

অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা আর্টিফিশিল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভীতি কেন তা অনেকেই বুঝতে পারছে।

জ্যামাইকায় হয়ে গেল 'ভালো'র মেলা

শেষের পাতার পর

ছাড়াও মেলায় ছিলো শিশুদের জন্য রাইড। আরো ছিলো বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার ব্যবস্থা। ছিলো মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান আর বিশেষ র‍্যাফল ড্র।

চমৎকার আবহাওয়ায়, গাছ-গাছালিতে ঘেরা পার্কের শীতল ছায়ায় বিকেল তিনটা থেকে পথমেলার কর্মকান্ড শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেলা ১১টার পর থেকেই দেশী-বিদেশী মানুষ মেলায় সমবেত হতে থাকেন। অপরাহ্ন থেকে মেলায় শত শত বাংলাদেশীর সপরিবারে সমাগম লক্ষ্য করা যায়। খাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, হস্তশিল্প, খেলনা আর প্রফেশনাল শতাধিক স্টল ঘিরে মানুষের আগ্রহও ছিলো ব্যাপক। খাবারের স্টলগুলোতে বেচাকেনা হয়েছে প্রচুর। বিকেলে দেশী-বিদেশী এতো মানুষের সমাগম ঘটে যে মেজর পার্ক ও তার আশপাশে চলাচল করাই ছিলো কষ্ট সাধ্য। তারপরও মানুষজন তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে কেনাকাটা করেছেন, শিশুরা রাইডে আনন্দ করেছে আর ফুটবল পাগল মানুষরা বিশ্বকাপ ফুটবল দেখে আনন্দ উপভোগ করেছেন। মেলায় বয়োবৃদ্ধদের উপস্থিতিও ছিলো লক্ষণীয়। ডিএইচ কেয়ার হোম কেয়ার সার্ভিসের স্টল থেকে মেলায় আগত শিশু-কিশোরদের ফ্রি বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়। এছাড়াও আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিশুদের জন্য ফ্রি উপহার প্রদানের কর্মসূচী ছিলো।

মূল মঞ্চে সঙ্গীত শিল্পী রাজিব রহমান ও বিউটি দাস সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচের সরাসরি প্রদশর্নী বিপুল সংখ্যক মানুষ উপভোগ করেন।

ভালো'র পথমেলায় যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, পাবলিক এডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস।

এছাড়াও বিকেলে মূল মঞ্চে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি স্পীকার ড. নানতাশা উলিয়ামস, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, ইউএস কংগ্রেস সদস্য প্রার্থী চাক পার্ক, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিসের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাদেক, ইলহাম একাডেমীর কর্ণধার মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সামাজিক সংগঠন হিসেবে ভালো'র কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিশেষ করে কমিউনিটির আপদ-বিপদে পাশে থাকার পাশাপাশি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করে ভালো নামক সংগঠন অভিবাসীদের সমৃদ্ধ করছে।

ভালো'র কর্ণধার শাহরিয়ার রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনের এক ঝাঁক স্বেচ্ছাসেবী মেলা সফল করতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য 'ভালো' ইংরেজিতে 'বাংলাদেশী হিউমেনিটারিয়ান এইড এন্ড লিডারশিপ আউটরিচ'র সংক্ষিপ্ত রূপ।

২০২৬ 'ভালো' মেলায় বক্তব্য রাখেন স্টেট এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস। পাশে জুমানি উইলিয়ামস, শাহরিয়ার রহমান প্রমূখ।

'ভালো'র মেলায় সিটি কাউন্সিল সদস্য লিন্ডা লি, ড. নানতাশা উইলিয়ামস, শেকার কৃষ্ণান প্রমূখ।

এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের সাথে শাহরিয়ার রহমান প্রমূখ।

বক্তব্য রাখেন সিটি কর্মকর্তা মীর বাশার।

এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসকে উপহার প্রদান করেন জুমানি উইলিয়ামস।

'ভালো' মেলায় শিশুরা।

'ভালো' মেলার প্রবেশ পথে লেটিশিয়া জেমস, শাহরিয়ার রহমান ও জুমানি উইলিয়ামস।

বক্তব্য রাখেন কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

'ভালো' মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন।

'ভালো' মেলায় স্টল।

'ভালো' মেলার একটি পর্ব।

We are Here to Serve you
as per your Taste
Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
GRAND
Opening
আশা রেস্টুরেন্ট
মান আপসহীন, স্বাদ সীমাহীন
সুধী, আগামী ২৬ শে জুন, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমা আশা রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল-এর গ্রান্ড ওপেনিং হতে যাচ্ছে। আমাদের এই বিশেষ ক্ষণে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। একইসাথে আশা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধনী খাবারের স্বাদ উপভোগের সাদর আমন্ত্রণ।
তারিখ:
২৬ জুন ২০২৬
শুক্রবার
সময়:
বিকেল ৩:০০ টা
ভেন্যু:
১৭৬-২০ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক, ১১৪৩২
আয়োজনে
আকাশ রহমান
এশা রহমান

এস্টোরিয়ায় মহিলা ডাক্তার

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও গাইনোকলজির জন্য

Medical Care for Women, PC

আমরা মহিলাদের নানা রোগসহ গর্ভনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ দিই। এছাড়াও অফিসেই স্ক্রিনিং টেস্ট, ডায়াগনস্টিক টেস্ট করা হয়।

Dr. Andrea D. Olanescu, MD, FACOG

আমরা যেসব হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত

- Jamaica Hospital, Queens
- New York Presbyterian/Queens
- Northwell Health Long Island Jewish- Forest Hills Hospital and
- Flushing Hospital

আমরা হেলথ ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমাদের দুটি অফিস সব পেশেন্টের জন্য খোলা।

আশার আগে ফোন করুন

আমাদের এখানে সকল কর্মচারীও মহিলা
আমরা বাংলাসহ ইংরেজি ও হিন্দিতে কথা বলি।

মেডিকেল কেয়ার ফর উইমেন পিসি

Astoria: 23-22 30th Road, Suite 1-A, Astoria, NY 11102
Jamaica: 87-80 Parsons Blvd, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-278-0888 Fax: 718-278-0122

১০ লক্ষ এপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়ছে না

প্রথম পাতার পর

মেয়র জোহরান মামদানি

এপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়বে না। মেয়র জোহরান মামদানির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল এটা। সে সময়ের জনপ্রিয় দাবি ছিল 'ফ্রিজ দ্য রেন্ট'।

উল্লেখ্য গত মাসে রেন্ট গাইড লাইন্স বোর্ডের মিটিংএ বলা হয় আগামী ২ বছরের জন্য ১ বছরের লিজ গ্রহিতাদের ভাড়া ২% আর ২ বছরের লিজ গ্রহিতাদের জন্য ৪% ভাড়া বাড়ানো হবে। কিন্তু মেয়র মামদানির চাপে এবং বিপুল সংখ্যক ভাড়াটিয়াদের দাবির মুখে বোর্ড ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হওয়ার পর মেয়র মামদানির অফিস থেকে সাপ্তাহিক বাঙালীতে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন 'এটা নিউইয়র্ক সিটির ভাড়াটিয়াদের ঐতিহাসিক বিজয়'।

উল্লেখ্য নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লক্ষ রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড এপার্টমেন্ট রয়েছে। এইসব এপার্টমেন্টে ২৪ লক্ষ ভাড়াটিয়া পরিবারসহ বাস করেন বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট টেনান্ট ব্লক নামের একটি এডভোকেসি গ্রুপ যারা ভাড়াটিয়াদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করেন।

আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশী শিক্ষক-১৭৭

শেষের পাতার পর

ড. মো. শাফায়েত হোসেন

সাদার্ন কানেকটিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্প্যুটার সাইন্স ডিপার্টমেন্টের এসোসিয়েট প্রফেসর ড. মো. শাফায়েত হোসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্প্যুটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি.এস. করেন ২০০৬ সালে। তিনি দুইবার এম.এস. করেন। প্রথম এম.এস. করেন ২০১১ সালে লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাথমেটিকসে আর দ্বিতীয়টি করেন ২০১২ সালে একই ইউনিভার্সিটি থেকে কম্প্যুটার সাইন্সে। ২০১৪ সালে তিনি কম্প্যুটেশনাল এনালাইসিস এন্ড মডেলিংএ পিএইচ.ডি. করেন একই ইউনিভার্সিটি থেকে।

ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম

সাদার্ন কানেকটিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্প্যুটার সাইন্সের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। তিনি ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি থেকে কম্প্যুটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি.এসসি. করেন। ২০১৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব কেনটাকি থেকে কম্প্যুটার সাইন্সে এম.এস. এবং একই ইউনিভার্সিটি থেকে কম্প্যুটার সাইন্সে পিএইচ.ডি. করেন। তার গবেষণার বিষয় ডিপ লার্নিং এন্ড বায়ো-ইনফর্মেটিক্স।

ড. মোহাম্মদ খান

ইস্ট টেনিসি স্টেট ইউনিভার্সিটির কলেজ অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির ডিপার্টমেন্ট অব কম্প্যুটিংএর এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ খান। এছাড়াও তিনি উক্ত ইউনিভার্সিটির নেটওয়ার্ক সাইন্স এন্ড এনালাইসিস ল্যাবের ডিরেক্টর। তিনি ইউনিভার্সিটি অব লুইসভিল, কেনটাকি থেকে কম্প্যুটার সাইন্স এন্ড কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ারিংএ এম.এসসি. ও পিএইচ.ডি. করেন।

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Design by: thoseprint.com, 929-538-7903

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

প্রতিহিংসার পুরোনো রাজনীতিই চাঙ্গা হচ্ছে?

৪ পাতার পর

পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করাই যেখানে আইনের বড়সড় লঙ্ঘন, সেখানে গ্রেপ্তারের পর বা গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তিন তিনটি মানুষের প্রাণহানিকে 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' বললে কি ভুল বলা হবে?

স্বীকার্য, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ; যদিও অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার এর পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তুলে ধরতে পারেনি। কিন্তু দল তো নিষিদ্ধ নয়। তাই দলীয় কার্যক্রমে অংশ না নিলে এমনকি পদধারী কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকেও গ্রেপ্তার আইনসংগত হতে পারে না। অন্যদিকে বিএনপি নির্বাহী আদেশে কোনো দল নিষিদ্ধের বিপক্ষে সে সময় যুক্তি দিলেও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যাদেশকে আইনে রূপ দিয়েছে। যা বিস্ময়ের ব্যাপার, ওই আইনে কী করা যাবে না- বলা হলেও সেসব নির্দেশনা লঙ্ঘনের শাস্তি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ এই যে মিছিল করা বা জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে এত এত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে; তাদের বিচার হবে কীভাবে- কেউ জানে না। সম্ভবত এ কারণেই এ ধরনের গ্রেপ্তারের শিকার অনেকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হচ্ছে, যা আইনের শাসন তো বটেই, মানবাধিকারের সঙ্গেও গুরুতর অসংগতি তৈরি করছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের পাইকারি অপপ্রয়োগ এবং তাতে আটক রাজনৈতিক কর্মীরা পুলিশ ও কারা-হেফাজতে এমন সময় প্রাণ হারাচ্ছেন, যখন দেশ গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী অস্থিরতা থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা-ই বলুন; চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের সঙ্গে খুনখারাবি-ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধও অন্তর্বর্তী আমলের চেয়ে কমেনি। অর্থনীতির ভঙ্গুর দশা তো খোদ অর্থমন্ত্রীই স্বীকার করেছেন। কর্মসংস্থানের ঘাটতির সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে জনপরিসরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা জেগেছে। এ অবস্থায় সবাই যখন অন্তত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করছে তখন আওয়ামী লীগ ঠেকানোর নামে বরং রাজনৈতিক অস্থিরতাকেই জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

যখন দেশে অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভয়ংকর মবতন্ত্র চলছিল তখন বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং তার প্রধান বারবার মব সন্ত্রাসের সঙ্গে প্রতিহিংসার রাজনীতিও অবসানের কথা বলেছিলেন। এটা যে দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মতো বিষয় ছিল, তা ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনেই বোঝা গিয়েছিল। এই তো গত ১৬ জুন, প্রধানমন্ত্রী বিএনপি বিটের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, 'আমাদের প্রতিহিংসার মানসিকতা বদলাতে হবে। আমার সঙ্গে যা হয়েছে, এখন প্রতিশোধ নিলে সেটা ফেরত পাব না' (সমকাল)। তিনি এবং তাঁর দলের নেতারা তো এমনও বলেছেন, কোনো অপরাধ করেনি এমন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে পারেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার অজুহাত দেখিয়ে বাস্তবে এর উল্টোটাই ঘটানো হচ্ছে।

বিচারের নামে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে যা চলছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। গয়রহ হত্যা বা হত্যাচেষ্টা মামলা দিয়ে যে কোনো মূল্যে সেগুলোতে শাস্তি দেওয়ার চলমান আয়োজন আদালতকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে। গণতন্ত্র বা আইনের শাসনে বিশ্বাসী যে কেউ তাতে বিচলিত বোধ করতে বাধ্য। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক- আপাতত এটাই কামনা।

সাইফুর রহমান তপনঃ সহকারী সম্পাদক, সমকাল

মার্কিন ডলারের রঙিন সিলমোহর

৫ পাতার পর

দখল করে প্রচুর মার্কিন ডলার লুটও করে, তবে মার্কিন সরকার যেন এক আদেশে ওই নির্দিষ্ট বাদামি বা হলুদ সিলের নোটগুলোকে রাতারাতি বাতিল বা মূল্যহীন ঘোষণা করতে পারে, যাতে শত্রুপক্ষ সেই অর্থ বিশ্ববাজারে ব্যবহার করতে না পারে।

আমেরিকার মুদ্রায় রঙের ইতিহাস কিন্তু শুধু অতীতেই আটকে নেই, বর্তমানেও এর একটি বড় বিবর্তন ঘটেছে। ১৯৯৬ সালের আগের ডলারকে বলা হতো 'মনোক্রোম্যাটিক' বা একরঙা সবুজ ও কালো নোট। কিন্তু ২০০৩ সালের পর থেকে শুরু হয় 'নেক্সট জেনারেশন কারেন্সি' (NexGen) বা আধুনিক ডলারের যুগ। আমরা যদি আধুনিক ১০, ২০ বা ৫০ ডলারের নোটগুলো ভালো করে লক্ষ্য করি, দেখবো এগুলো আর স্রেফ 'সবুজ' নেই। ডলারের জালিয়াতি ঠেকাবার জন্য মার্কিন সরকার নোটে রঙের এক নতুন খেলা শুরু করেছে। ২০ ডলারের নোটে এখন হালকা সবুজ ও নীলের মিশ্রণ (Background Color), ১০ ডলারের নোটে কমলা ও হলুদের আভা, আর ৫০ ডলারের নোটে গোলাপী ও নীলের জলছাপ ব্যবহার করা হচ্ছে।

রঙের এই আধুনিক খেলার সবচেয়ে জাদুকরী রূপটি দেখা যায় আমেরিকার সবচেয়ে বড় প্রচলিত নোট-১০০ ডলারের বিলে। জালিয়াতি চক্রকে রুখতে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ এই নোটে যুক্ত করেছে এমন কিছু অভাবনীয় প্রযুক্তি যা আগে কখনো আমেরিকার মুদ্রায় দেখা যায়নি। বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের চিরচেনা প্রতিকৃতির ঠিক পাশেই রয়েছে একটি ত্রিমাত্রিক নীল রঙের সিকিউরিটি রিবন। নোটটি সামান্য নাড়াচাড়া করলেই এই রিবনের ভেতরের ঘণ্টা এবং '১০০' সংখ্যাগুলো এক অদ্ভুত হলোগ্রামের মতো নড়াচড়া করে রঙ বদলাতে শুরু করে। শুধু তাই নয় নোটের তামাটে রঙের কালির দোয়াতটির দিকে তাকালে দেখা যায় নাড়াচাড়ার সাথে সাথে তার ভেতর থেকে একটি সবুজ রঙের ঘণ্টা জাদুকরী উপায়ে ভেসে উঠছে। কাগজের নোটে প্রযুক্তির এই রঙিন ব্যবহার আধুনিক মার্কিন মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের এই লগ্নে মার্কিন ডলারের রঙিন সিলমোহরগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় এগুলো কেবল দৈনন্দিন লেনদেনের উপায় বা কাগজের টুকরো নয়–এর পেছনে লুকিয়ে আছে এক বিশাল ইতিহাস। লাল সিলের গৃহযুদ্ধ, নীল সিলের রূপার জোগান, বাদামি ও হলুদের বিশ্বযুদ্ধ, সবুজের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য, আর সর্বাধুনিক ১০০ ডলারের এই হাই-টেক রঙের জাদু–সব মিলিয়ে ডলারের প্রতিটি রঙ আসলে আমেরিকার ইতিহাসের একেকটি বাঁক পরিবর্তনের গল্প বলে। একজন সংগ্রাহক হিসেবে এই নোটগুলো যখন আমার অ্যালবামে সাজিয়ে রাখি, তখন মনে হয় আমি কেবল মুদ্রা জমিয়ে রাখিনি, বরং নিজের অজান্তেই বন্দি করে রেখেছি আমেরিকার আড়াইশ বছরের চড়াই-উতরাইয়ের এক রঙিন ইতিহাস।

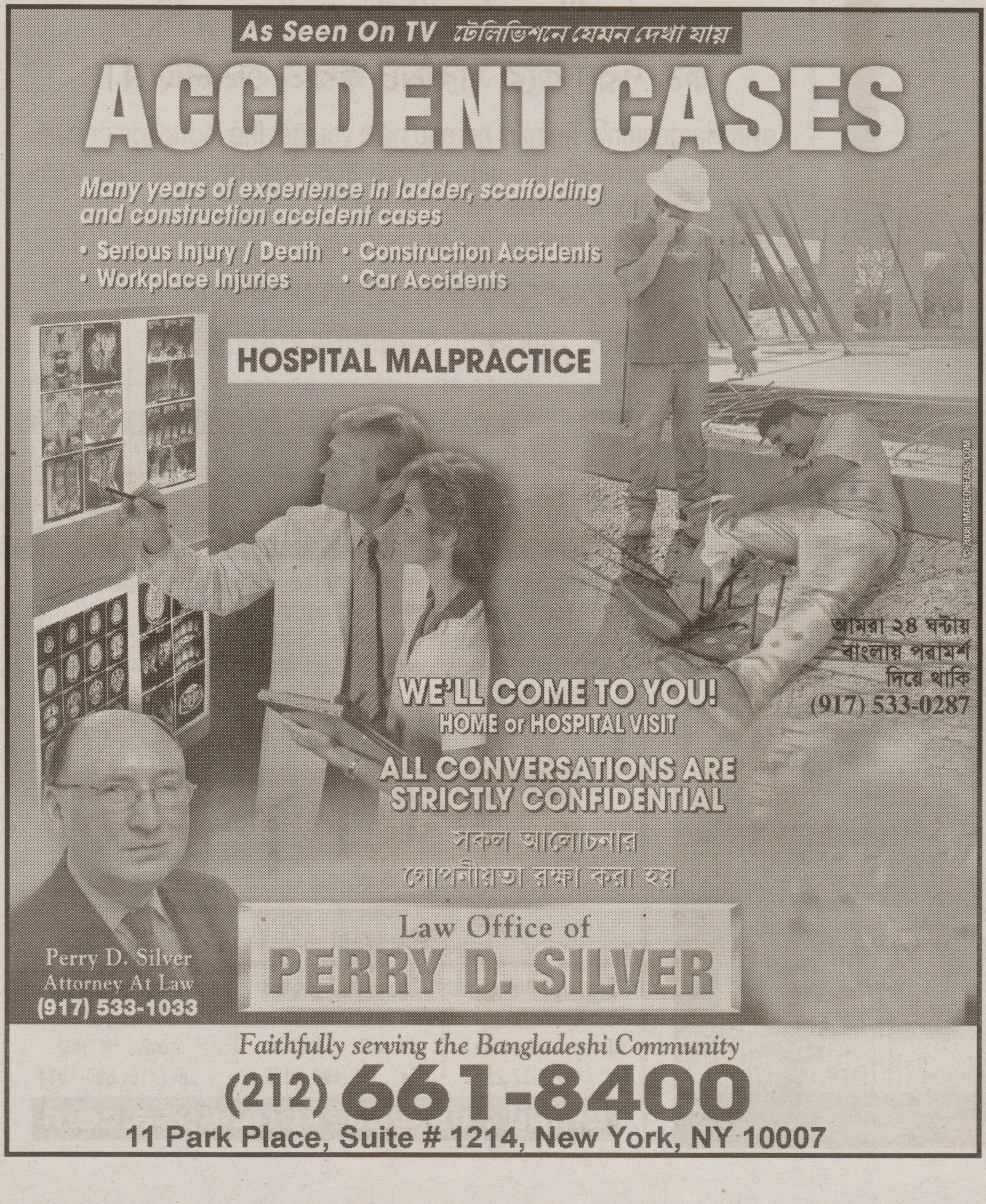

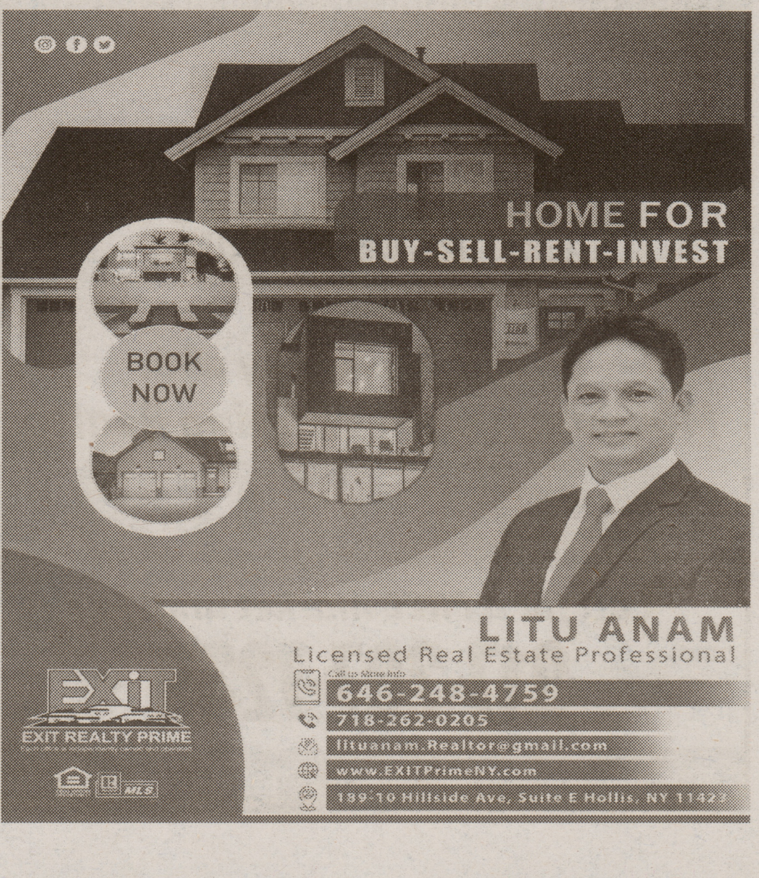

আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

৪ পাতার পর

বের হতে পারছে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন জামায়াতের এই কাণ্ডের পর বিভিন্ন সমালোচনামূলক মন্তব্য করছে, তখন জামায়াতও একটি কৌশলী খেলা খেলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের চালানো সাংবাদিক নির্যাতনের একটি চিত্র প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, গুলশানে, ত্রিশালে, পটিয়ায়, রাজশাহীতে কীভাবে বিএনপি, ছাত্রদল নেতারা সাংবাদিক পিটিয়েছেন, তারই খবর সেগুলো। এতে কী প্রমাণ হয়? যেকোনো বিচক্ষণ মানুষ বলবে, এতে প্রমাণ হয়, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি সাংবাদিকদের নির্যাতন করছে। ঠিক কথা। বিএনপি তার দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। তাঁরা সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হচ্ছেন। আরও কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয়, জামায়াত বিএনপির চালানো সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো সংগ্রহে রাখে। নিজেরা যখন একই রকম অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখার জন্য বিএনপির অপকর্মগুলোর ফিরিস্তি দেয়।

এতে করে কি গণতন্ত্র তার স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়? নাকি প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সুযোগ পেলে একই রকম অপকর্ম করে থাকে বলে সাধারণ মানুষ মনে করবে? বিএনপির অপকর্ম জামায়াত দেখিয়ে দিচ্ছে, জামায়াতের অপকর্ম বিএনপি দেখিয়ে দিচ্ছে-এতে দলগুলো সম্পর্কে ভালো কোনো তথ্য পাচ্ছে না দেশের জনগণ। মাস্তানি আর পেশিশক্তির অধিকার যে একচেটিয়া কারও নয়, সেটাই প্রমাণিত হয় এই ধরনের পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি থেকে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, যাঁরা নির্যাতিত হচ্ছেন, তাঁরা কোনোভাবেই সুবিচার পাচ্ছেন না।

৩. অনেকেরই জানা আছে, তারপরও মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, গণতন্ত্রে যেমন আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি গুরুত্ব রয়েছে গণমাধ্যমের। অকারণেই গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয় না। আমাদের দেশে কি সাংবাদিকেরা ঠিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন? অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের একটি অংশকে দেখা যায়, কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিতে। সাংবাদিক মানুষ, দেশের নাগরিক। তাই তিনি যেকোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতেই পারেন। তাঁর সেই সমর্থন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে স্পর্শ করবে না, সেটাই আরাধ্য। কিন্তু অনেক সাংবাদিকই যা করে থাকেন, তা সরাসরি চাটুকারিতায় পর্যবসিত হয়। সাংবাদিকদের সংগঠনগুলোও বিভিন্ন দলের উপদলে পরিণত হয়। এগুলো সবারই দেখা আছে। প্রেসক্লাব, বিভিন্ন ইউনিয়ন কীভাবে বিভক্তিকে মেনে নিয়েছে, তা দেখে দুঃখও হয়। সাংবাদিকতাকে বাঁচাতে হলে এই বিভক্তি থেকে উঠে আসতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতা করতে হবে। প্রেসক্লাব এবং ইউনিয়নগুলো কারও তাঁবেদারি না করে সাংবাদিকদের পেশাদারি করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। সেটা না করলে সাংবাদিকতা বিপদে পড়বে। তাঁদের জবাবদিহি না থাকলে সাংবাদিকতার তো কোনো মানে হয় না।

কিন্তু তাই বলে জামায়াতের দেওয়া বিএনপি-ছাত্রদলের সাংবাদিক পেটানো কিংবা দোসর আখ্যা দিয়ে জামায়াতের সাংবাদিক পেটানো কি কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে? খবরগুলোয় দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিবিদেরা কোনো নিয়মনীতির মধ্যে দাঁড়াননি। নিয়মনীতি ভঙ্গ করেই সাংবাদিক পিটিয়েছেন। যে দেশে ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এ রকম নৃশংস আচরণ করতে পারে, সেই দেশে সত্যিই কি গণতন্ত্র নিরাপদ? পেশির ভাষাই তো তখন গণতন্ত্রের ভাষা হয়ে যায়।

৪. গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে। বর্তমানে কারও মধ্যে কি সেই অঙ্গীকারের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে?

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন কয়েকটি প্রশ্নের সামনে দাঁড়ানো যাক। সামনের নির্বাচনগুলো কেমন হবে বলে মনে হয়? আদৌ কি তাতে জনগণ ভোট দিতে পারবে? আওয়ামী লীগ নির্বাচন নিয়ে যে ছেলেখেলা করেছে, তা থেকে কি বেরিয়ে আসতে পারবে দেশ? বার কাউন্সিলের নির্বাচনগুলো কিন্তু ভিন্ন বার্তা দেয়। সেখানেও 'আমরা আর মামুরা' ধরনের নির্বাচন করা হয়েছে, ফলে ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে আগামী নির্বাচনগুলো নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কি রয়েছে? অভিজ্ঞতা কী বলে? মানবাধিকার পরিস্থিতির অবস্থা কী? যত দিন 'দোসর' আখ্যা দিয়ে মানুষ হত্যা কিংবা নির্যাতন চলতে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত কি 'গণতন্ত্রের সুবাতাস' বইবে এই দেশে? কেউ কি খেয়াল করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধ্যাপক ইউনূসের অনুসারী কিংবা এনসিপির কোনো নেতার লেখা পোস্টের নিচের মন্তব্যগুলো? বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ সেখানে যা লিখছে, তাকে বলা হয় কঠোর সমালোচনা। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু জেগে উঠেছে দুঃস্বপ্ন নিয়ে-এই বাস্তব অবস্থা কাউকেই স্বস্তি দিচ্ছে না। সরকারি দল আর বিরোধী দলের কার্যক্রমকে অনেকেই আঁতাতের রাজনীতি বলে অভিহিত করছে, সেটা কি কারও নজরে পড়েছে?

আর সক্রিয় নাগরিক সমাজের কথাও কি একটু বলতে হবে না? সেই যে সোচ্চার নাগরিক সমাজ-বহুদিন ধরে কুম্ভকর্ণ ঘুম দিচ্ছে কেন, তা কি কেউ ভেবে দেখেছে?

যদি বলা হয়, গণতন্ত্র এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে, তাহলে কি ভুল কিছু বলা হবে?

ঋণের অপূর্ব সুযোগ

ব্যবসার উন্নয়ন ও বাড়ির মর্টগেজের জন্য সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে আপনার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন, W-2, 1099, বা Tax Return সাবমিট করা ছাড়াই।

ঋণের জন্য আবেদন করুন :
www.aliloaninstitute.online এ গিয়ে
ফর্ম পূরণ করে সাবমিট করুন অনলাইনে।

Kevin Harrington's Team is here to help you get the mortgage or business loan you need. We can get you approved by using the Gross Revenue of your business, NOT the profit.
A Hassle Free Experience To Get Approved.

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন:
ইমেল: aliloaninstitute@gmail.com

বি এ এক্সপ্রেস ইউএসএ ইনক

Licensed as a Money Transmitter by New York State Department of Financial Services

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে প্রিয়জনের কাছে টাকা পাঠাতে বিএ এক্সপ্রেস আপনার পাশেই আছে-
সঠিক রেট এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে নিরাপদে টাকা পাঠান, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনিও হউন গর্বিত অংশীদার।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

Corporate Office
37-17 74th Street, Suite# 1F, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) -880-1188

Brooklyn Branch	Ozone Park Branch	Jamaica Branch
484 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218	76-01 101st Ave, Ozone Park, NY 11416	87-58 168th Street, (Hillside Ave) Jamaica, NY 11432
Tel: (347) 627-2857	Tel: 718-480-6075	Tel (718) 880-1034

Email : cs@baexpressusa.com

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি

১৭ পাতার পর

পেনাল্টির দায়িত্ব নেন দলের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় মেসি। যদিও গতকাল তিনি বিস্ময়করভাবেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন।

পেনাল্টি মিসে বিলম্বিত হয় ক্লোসার রেকর্ড ছোঁয়াও। তখন না পারলেও খুব একটা দেরি হয়নি। প্রথমার্ধেই তিনি জার্মান সাবেক স্ট্রাইকারকে ধরে ফেলেন। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে ঠিকই পেয়ে যান রেকর্ড ছোঁয়া সেই গোলের দেখা। ১৭তম গোল করে ক্লোসাকে নামিয়ে দেন দ্বিতীয় স্থানে। ১৬ গোল নিয়ে জার্মান কিংবদন্তি এখন মেসির পরে।

এখানেই শেষ নয়। মেসি টানা ছয়টি বিশ্বকাপ ম্যাচে গোল করার অনবদ্য এক কীর্তি গড়েছেন এদিন। বিশ্বকাপে টানা সর্বাধিক ম্যাচে গোল করার রেকর্ডেও যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন। তিনি ছাড়া এ কীর্তি আছে ফরাসি কিংবদন্তি জাস্ট ফন্টেইন ও ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি জর্জিনিওর।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০১ ম্যাচে ১২২ গোল করেছেন মেসি। তিনি গোল করেছেন ৪২টি ভিন্ন দেশের বিপক্ষে।

ক্যারিয়ারে গৌরবের সব রেকর্ডের ভিড়ে কিছু রেকর্ড তিনি ভুলে যেতেও চাইবেন। যেমন বিশ্বকাপে এখন সবচেয়ে বেশি পেনাল্টি মিসের রেকর্ডও তার দখলে। সব মিলিয়ে তিনি মিস করেছেন তিনটি পেনাল্টি। মেসি প্রথম পেনাল্টি মিস করেন ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে। ২০২২ সালের আসরে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ও গতকাল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি এ খেলোয়াড়। আর সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারের ৩৩তম পেনাল্টি মিস করেছেন মেসি।

চলতি আসরে আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার তিন গোলের তিনটিই মেসির করা। গতকাল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দুই গোলও তারই। দুই ম্যাচে আর্জেন্টিনার পাঁচ গোলের সবই অধিনায়ক মেসির করা। এখানেও রেকর্ড গড়েছেন তিনি। বিশ্বকাপে এক আসরে দলের প্রথম ৫ গোল করার কীর্তিটা শুধু মেসি ও রাশিয়ার ওলেগ সালেঙ্কোর দখলে।

বিশ্বকাপে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০টি আলাদা ম্যাচে প্রথম গোলের কীর্তিও গড়েছেন মেসি। ব্রাজিলের রোনালদো নাজারিও, ইতালির ক্রিস্টিয়ান ভিয়েরি ও স্পেনের ডেভিড ভিয়া ৬টি আলাদা ম্যাচে প্রথম গোল করেছেন।

রেকর্ড বুক তছনছ করে দেয়া মেসি সহসাই থামছেন না। গতকাল ম্যাচ শেষে সমর্থকদের বলেছেন, 'আমরা এরই মধ্যে মানুষকে অনেক আনন্দ উপহার দিয়েছি। তবে আমরা তাদের আরো আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করব।'

পেনাল্টি মিস করা নিয়ে তিনি বলেন, 'পেনাল্টিটা মিস করার পর কিছুক্ষণ আমি ভীষণ বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু পরে সেটা পুষিয়ে নিতে পেরেছি।'

শেষ মুহূর্তের গোলে আইভরি কোস্টকে হারাল জার্মানি

১৬ পাতার পর

শুরুতে ওডিলন কুসোনোকে জামাল মুসিয়ালা ফাউল করেছেন বলে মনে হয়। তবে রেফারি সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজাননি। এ সময় কাই হাভার্টজ বল জালে পাঠানোর পরই রেফারি খেলা থামিয়ে দেন। ভিএআর পর্যালোচনা রেফারির সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে নিশ্চিত করে। ১-০ গোলের লিড নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে আইভরি কোস্ট।

বিরতি থেকে ফিরে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় নাগেলসম্যানের শিষ্যরা। হার ঠেকাতে একসঙ্গে তিনজন বদলি খেলোয়াড়কে মাঠে নামান জার্মান কোচ। এর ফলাফলও আসে দ্রুত। ৬৮ মিনিটে জার্মানদের সমতায় ফেরান উনদাভ। নাদিম আমিরির পাস থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোলটি করেন তিনি। এরপর ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের ৫ মিনিটের মাথায় জয়সূচক গোলটি করেন উনদাভ।

উরুগুয়ের সাথে ২-২ গোলে ড্র করে কেপ ভার্দের ইতিহাস

১৬ পাতার পর

শেষ বাঁশি বাজার পর কেপ ভার্দের খেলোয়াড়রা সমর্থকদের দিকে ছুটে যান। বিজয় না পেলেও তাদের উচ্ছ্বাস ছিল জয়ের উদযাপনের মতোই। কেপ ভার্দের ডিফেন্ডার স্তোপিরা বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, কঠোর পরিশ্রম করি এবং ভালো ফুটবল খেলি। এখন লক্ষ্য একটাই-নকআউট পর্বে ওঠা।'

ভর্তি চলছে
সঙ্গীত পরিষদ
718-426-0140
347-466-2927
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
রবীন্দ্র সঙ্গীত আধুনিক গান
নজরুল সঙ্গীত লোকগীতি
এছাড়াও এখানে শিশু-কিশোরদের বাংলা, তবলা ও নৃত্য শিখানো হয়।
অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা হারমোনিয়াম মেরামত করা হয়
প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০ টা

কাবেরী দাশ
প্রেসিডেন্ট, সঙ্গীত পরিষদ, নিউইয়র্ক
Sangeet Parishad
34-41 71st., Jackson Heights, NY 11372

SECI Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.
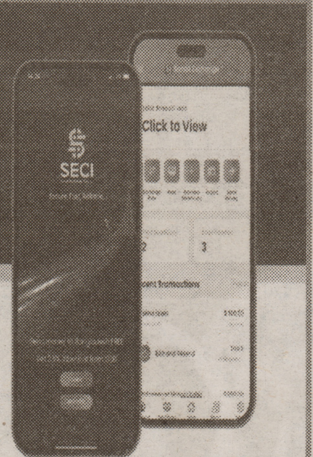
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Yeasmin Multi Services
অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আমরা ট্যাক্স ফাইলিং থেকে শুরু করে যাবতীয় ইমিগ্রেশন বিষয়ক কাজ করি।
- Tax
- Immigration
- Asylum
- EB-1, EB-2, EB-3
- USA Student Visa
- USA Visit Visa
- USA Business Visa

Reshma Yeasmin
72-32 Broadway, Suite # 408
Jackson Heights, NY 11373
Cell: 929-521-1358 / 929-306-0407
email: ryeasmin757@gmail.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing
Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit Of Support & all forms available
Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services
Mohammad Pier
Lic Real Estate Asso Broker
Tax Consultant & Notary Public
Cell: (917) 678-8532
IRS e-file
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 533-6581 Cell: (917) 678-8532 Fax: (718) 533-6583
E-mail: piertax@verizon.net

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তা সহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যারা বারবার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন, তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ
917-807-4851

CLASSIFIED

CALL: 718-639-1177
email: weeklybangalee@gmail.com
web: weeklybangalee.com

হাউজ কিপার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে বাড়িতে থেকে স্থায়ীভিত্তিতে কাজ করার জন্য একজন লিভ-ইন হাউজ কিপার আবশ্যক। যোগাযোগঃ
516-622-3861

1813-03

ইয়ালো ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

Toyota Venza 2022 Hybrid ইয়েলো ক্যাবের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ড্রাইভার আবশ্যক। গাড়ি জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে পিকআপ।
যোগাযোগঃ
646-238-5944

1808-03

TLC Plate for Rent

২ বছরের জন্য একটি T.L.C প্লেট ভাড়া দেয়া হবে। অথবা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়া হবে। Toyota Highlander গাড়ি। সাপ্তাহিক ভাড়া ৭০০ ডলার।
যোগাযোগঃ **929-939-7042**
Mohammed

1807-03

গাড়ি বিক্রি

২০১৪ সালের সাদা কালারের টয়োটা করোলা গাড়ি টিপটপ অবস্থায় বিক্রি হবে। ১ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল। সম্পূর্ণ নতুন ট্রান্সমিশন। মূল্য ৬৫০০ ডলার। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগঃ **347-656-6190**

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া একটি প্লট বিক্রি হবে। ডেভেলপমেন্টের সু-বিধা আছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগঃ
314-396-0770

1812-03

কেয়ারগিভার আবশ্যক

নিউজার্সির এডিসনে বাড়িতে থেকে একজন বয়স্ক মহিলাকে সার্বক্ষণিক দেখাশোনর জন্য একজন মহিলাকে নিয়োগ দেয়া হবে। থাকা-খাওয়াসহ বেতন দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগঃ
732-406-7336, 732-492-3270

1783-05

House for Sale

At 91-18 173 Street, Jamaica
One family house, between Hillside and Jamaica Avenues, 4 bed, 3 bath, full finished basement.
Asking Price $879k
Please Call for details: Shahnewaz Qurashi
917-587-4149

1788-03

ট্যাক্সি ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যামাইকার হিলসাইড এলাকায় একজন সৎ, অভিজ্ঞ এবং ক্লিন লাইসেন্সের অধিকারী ইয়ালো ট্যাক্সি ড্রাইভার আবশ্যক। শুক্র ও শনিবার প্রতিদিন ২৪ ঘন্টার জন্য যোগাযোগঃ
718-912-2872

1803-03

Teacher Wanted

Looking for a female academic teacher to teach at the girls' Madrasa. Teaching 5 days a week 2pm-4pm near Parkchester Jame Masjid, Bronx, NY. Payment $20/hour.
Contact: Mohammad Siddique
646-248-3434

1789-03

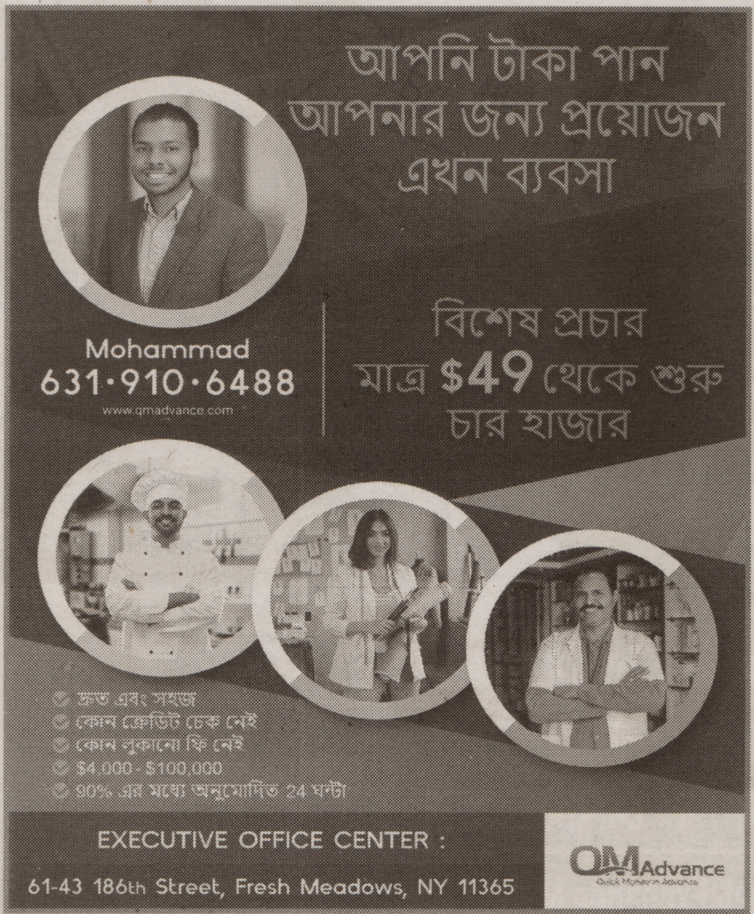

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে জনপ্রিয় প্লাটিনাম ড্রাইভিং স্কুলে ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। যোগাযোগঃ
মো.মহসিন মিয়া
917-478-9985 / 718-651-7720

টিএলসি প্লেট ভাড়া নিতে চাই

সদ্য কেনা নতুন গাড়ির জন্য একটি টিএলসি প্লেট ভাড়া নিতে চাই। যদি কেউ ভাড়া দিতে আগ্রহী হন যোগাযোগ করুনঃ
347-944-8529

1782-03

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।

- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent
(718)310-0413
nymedicare@aol.com

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস
mahfuzadnan.usa@gmail.com
অফিস: 9293300588
সেল: 9292618340
আমরা ফুড ষ্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেন্স, পাবলিক এসিসটেন্স, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

টিএলসি কার ভাড়া

টেসলা ওয়াই মডেলের গাড়ি প্লেটসহ উবার বা লিফটের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষক্ষ।
যোগাযোগঃ জুয়েল
347-653-5728

CLASSIFIED

CALL: 718-639-1177
email: weeklybangalee@gmail.com
web: weeklybangalee.com

বাসা ভাড়া
রুমমেট
অফিস স্পেস
ড্রাইভার আবশ্যক
জবস্
বাই-সেল-লিজ
টেকনিকাল সার্ভিস
ব্রাইড গ্রুম
কমিউনিটি হেল্প
সিফসিয়াম গ্যালারী
পপুলার, ট্রেন্ডিং ইভেন্ট
এন্টারটেইনমেন্ট

খুঁজুন এবং পোস্ট করুন সম্পূর্ণ ফ্রি
www.Listolet.com

LISTOLET
প্রবাসে বাঙালির বন্ধন
SCAN ME
FOLLOW US
www.Listolet.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

সাউথ রিচমন্ড হিলে লিবার্টি এভেন্যুতে আপনা বাজার গ্রোসারির কাছে প্রথম তলায় রেনোভেশন করা ২ বেডরুমের বাসা লিভিং, কিচেন ও বড় বাথরুমসহ ভাড়া হবে। মসজিদ ৫ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে। সাবওয়ে 'এ' ট্রেন এবং Q112, Q37, Q41, Q7 ও Q8 বাসস্টপের কাছে। যোগাযোগঃ
929-393-2526
347-476-6496
1815-03

বাসা ভাড়া

ব্রংক্সের ব্রাকনার বুলোভার্ডে সেকেন্ড ফ্লোরে ৪ বেডরুমের বাসা বাথরুম, কিচেন, ডাইনিং, লিভিং ও ১টি বেবিরুমসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ
917-741-1903
1815-03

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে F ট্রেনে ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রালে সেন্ট জন্স ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের বাসা লিভিং, বাথরুম, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ
347-259-2954
347-255-4846

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ২ বেডরুমের বাসা লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও ২ বাথরুমসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ
917-446-8286
1813-03

রুমমেট আবশ্যক

কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে একজন শিক্ষিত, ভদ্র এবং অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। ই, এফ, এম, আর ও সেভেন ট্রেনে সাবওয়ে স্টেশন থেকে দুই ব্লক। যোগাযোগঃ
929-608-6572
1812-03

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৮৯ এভেন্যু ও ২০৪ স্ট্রিটে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে একটি এডাল্ট ছোট ফ্যামিলিকে এক বেডরুমের বাসা লিভিং, লাক্সারি কিচেন ও ফুল বাথসহ ভাড়া দেয়া হবে ১ জুলাই থেকে। সবকিছু সহ মাসিক ভাড়া $2,300। যোগাযোগঃ 646-322-6735
929-362-9943
1813-03

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রংক্সে সাবওয়ে স্টেশনের কাছে পার্কচেস্টার কন্ডোমিনিয়ামে ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। সময়মত ভাড়া পরিশোধের সক্ষমতাসহ ভালো ক্রেডিট থাকতে হবে। এখনই ওঠা যাবে। মাসিক ভাড়া $2,800 (আলোচনা সাপেক্ষে)। যোগাযোগঃ
917-597-6349
1808-05

বাসা ভাড়া

ব্রংক্সের সাউন্ডভিউ এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে প্রাইভেট হাউজের ২ বেডরুমের বাসা ও স্টুডিও ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, দোকানপাট কাছে। গ্যাস ইলেকট্রিসিটি হিটসহ বাসা ভাড়া ১৯৫০ ও স্টুডিও ১৪৫০ ডলার। কলেজ ছাত্রদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগঃ নজরুল হক
917-405-2499
1814-03

রুম ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে হিলসাইড এভেন্যুর কাছে ৯২-০৭ ২১৬ স্ট্রিট ঠিকানায় দোতলায় এটি বড় রুম ভাড়া হবে। ছাত্রীদের অগ্রাধিকার। Q1, Q36, Q82 বাসস্টপের কাছে। যোগাযোগঃ **917-400-3957**
1809-06

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ১ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, বাথরুমসহ একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া সবকিছু সহ ১৫০০ ডলার। অধূমপায়ী হতে হবে। যোগাযোগঃ
917-446-8286
1812-03

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডে ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট লিভিং, কিচেন, বাথরুমসহ কর্মজীবীদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ
631-415-6896
1815-03

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রংক্সের ব্রাকনার বুলোভার্ডে ২ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিংসহ সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোট ফ্যামিলির জন্য উপযোগী। যোগাযোগঃ
917-741-1903
1815-03

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলোভার্ড সংলগ্ন সাবওয়ের নিকটে ১৫৩-০৫ আর্লিংটন টেরাসে ২ রুমের বেসমেন্ট কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ফারহানা খাতুন
347-286-4962
1811-03

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে F ট্রেনে ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল সেন্ট জন্স ইউনিভার্সিটির কাছে ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ
347-259-2954
347-255-4846

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজ সংলগ্ন ১০৬-৬১ ইউনিয়ন হল স্ট্রিটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ই বা জে ট্রেনে (জ্যামাইকা সেন্টার) এবং Q111, Q11 ও Q115 বাসস্টপের কাছে। যোগাযোগঃ
347-656-5567
1812-03

জ্যাকসন হাইটসে অফিস স্পেস ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনোভেশন করা ফার্নিচারসহ জ্যাকসন হাইটস এলাকায় একটি অফিস স্পেস ভাড়া দেয়া হবে। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
347-957-3632
1814-05

জ্যাকসন হাইটসে অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসে ৭৩ স্ট্রিটে প্রাইম লোকেশনে একটি প্রফেশনাল বিল্ডিংএ অফিস রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ **917-678-8532**
1812-10

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসে কিং প্লাজা বিল্ডিংএ একটি অফিস স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **917-355-7374**
1812-05

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

CLASSIFIED

CALL: 718-639-1177
email: weeklybangalee@gmail.com
web: weeklybangalee.com

পাত্র আবশ্যক

২৯ বছর বয়সী মার্জিত, ধার্মিক, সুদর্শনা পাত্রীর জন্য আমেরিকায় জন্ম নেয়া বা বড় হওয়া ও বেড়ে ওঠা মোটামুটি লম্বা অনূর্ধ ৩০ বছর বয়সী অবিবাাহিত পাত্র চাই। পাত্রী বায়োকেমিস্ট্রিতে গ্রাজুয়েট। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যোগাযোগঃ
929-233-8705
ইমেইলঃ
Mrzrhm9@gmail.com

পাত্রী আবশ্যক

একজন ৪৮+ বয়স্ক ইউএস সিটিজেন ডিভোর্সড পাত্রের জন্য ৩০-৪০ বছর বয়সী পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগঃ
332-284-5138
1811-03

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত মাস্টার্স, ডিভোর্সড পাত্রের (৪৭) জন্য ইউএস সিটিজেন/গ্রিনকার্ডধারী বিধবা/ডভোর্সি/বয়স্ক উপযুক্ত পাত্রী চাই। বিস্তারিত জানতে ফোন বা টেক্সট করুনঃ
646-964-8379
1794-03

পাত্র-পাত্রী চাই

প্রফেশনাল ও নামাজি পাত্র-পাত্রীর জন্য সিরিয়াস ফ্যামিলি যোগাযোগ করতে পারেন। Call or Text **973-580-8601** Email: Parvinnewjersey2022@yahoo.com
1789-10

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই

নিউইয়র্ক প্রবাসী হিন্দু শিক্ষিত চাকুরিজীবী পাত্রের জন্য শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের বাঙালি হিন্দু পাত্রী চাই। পাত্রীকে উচ্চ বর্ণের কায়স্থ পরিবারের হতে হবে। বয়স ২৫ কে ২৯ এর মধ্যে। কেবলমাত্র সিটিজেন অথব গ্রিনধারীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগঃ **917-854-5309**
অথবা ইমেইলঃ pdutta4h@gmail.com
1802-05

পাত্রী চাই

২৮ বছর বয়সী ৫'৮", সুদর্শন, টেক্সাসে জন্ম, ইঞ্জিনিয়ার, অবিবাহিত মুসলিম পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম বা বেড়ে ওঠা ২৩-২৬ বছর বয়সী ৫'৩"-৫'৬" লম্বা, ফর্সা, কমপক্ষে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী, শিক্ষিত পরিবারের পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগঃ bithi_utsa@yahoo.com
ফোন **210-639-3640**
1783-03

পাত্রী আবশ্যক

আমেরিকান সিটিজেন, ২৮ বছর বয়সী, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী এবং আইটি জবে কর্মরত মুসলিম বাঙালি পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগঃ **407-412-1141** অথবা ইমেইলঃ
mozammelhoque7736@gmail.com
1803-26

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত। যোগাযোগঃ
E-Mail: farhanarayhan@yahoo.com
Phone: 281-912-7812
1405-52

"Non-Woven Shopping Bag"

আপনার ব্যবসার জন্য কি শপিং ব্যাগের প্রয়োজন?
আমরা নন ওভেন শপিং ব্যাগ এর পাইকারি এবং খুচরা বিক্রেতা।

আমরা আপনাকে সেরা মূল্যে সেরা মানের ব্যাগ দিচ্ছি।
আপনার অর্ডারের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:

Color: Black, White.
Size: 13x22x7 inch.
Fabric: 45 GSM.
Per bundle: 1000 pcs.

BOLSA USA INC.
ফোনঃ 646-444-7071
Email : sales@bolsa-usa.com
100% BEST QUALITY

বড় বা ছোট পরিমাণে অর্ডার নিশ্চিত করার পরে আপনি আমাদের warehouse থেকে নিতে পারেন।
Pick up address: 184-10 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11423.

Driving: Income Tax: Immigration: Notary Public: Translation

PLATINUM DRIVING SCHOOL

(বাঙালীদের প্রাণকেন্দ্র Jackson Heights এর E, F, G, R, V ও 7 ট্রেন Subway সংলগ্ন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

নিউইয়র্ক স্টেটের DMV থেকে পাশ করা ও সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত আমাদের অভিজ্ঞ ও ধৈর্যশীল Instructor দ্বারা অতি যত্নের সাথে সহজ ও Conceptable পদ্ধতিতে Driving শেখানো হয়।

বিশেষ মূলহ্রাস
- বাসা থেকে Pick-up ও Drop করা হয়।
- বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত Instructor দ্বারা খুব সহজ Formula-র মাধ্যমে Parallel Parking শেখানো হয়।
- ভীতু মানসিকতাসম্পন্ন বয়স্ক মানুষসহ মহিলাদের যত্ন সহকারে Driving-এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- আপনার মূল্যবান সময়ের কথা অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ট্রেনিংয়ের সময়সূচী তৈরি করা হয়।
- আমাদের পাশের হার সর্বাপেক্ষা বেশি।

Open 7 Days

মোঃ মহসীন
স্বত্ত্বাধিকারী

- **প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে জ্যামাইকাতেও সার্বক্ষণিক গাড়ির ব্যবস্থা আছে।**
- আমাদের সর্বাধুনিক গাড়ি আপনার শিক্ষাকে করে তুলবে আনন্দময়, উপভোগ্য ও সহজতর।
- TLC লাইসেন্স, Insurance ও Point Reductionএর জন্য প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার DDC ক্লাস।

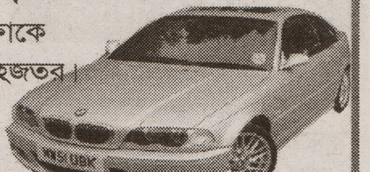

72-32 Broadway, (3rd Floor), Suite # 308, Jackson Heights, NY 11372. Phone: 718-651-7720, 917-478-9985, Fax: 718-651-2177

CLASSIFIED

CALL: 718-639-1177
email: weeklybangalee@gmail.com
web: weeklybangalee.com

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।

যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

বিবিধ

গাড়ি ভাড়া

নিউইয়র্ক সিটিতে বা অন্য শহরে কিংবা অন্য স্টেটে যেতে চাইলে ড্রাইভারসহ গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়। সর্বাধিক ৭ জন প্যাসেঞ্জার বসতে পারবেন। যোগাযোগঃ
347-961-1102
(6am-9pm প্রতিদিন)
1578-10

কাজী অফিস
(সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

কুয়েতে আমেরিকান দূতাবাসের সাবেক দোভাষী বর্তমানে ওজোনপর্কের বায়তুন নূর মসজিদের ইমাম। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক স্টেটের আইন মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজি, আরবী ও বাংলায় বিয়ে পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির সব এলাকায় বিয়ে পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ **201-839-7579**
88-19 Liberty Avenue, Ozone Park, NY 11417
37-55 72nd Street, Jackson Heights, NY 11373

হজ্জ ও উমরাহ সহ

বাংলাদেশ ও পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিমান টিকিট অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে পেতে চাইলে

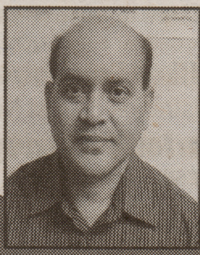

সালাহউদ্দিন শরীফ
347-484-5029

Blue Sky Travels
Jackson Heights, NY 11372

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

কোরআন শিক্ষা করুন
আরবি ও বাংলা পড়াতে চাই
কোরআন পড়তে শিখুন
কল করুন +1 347 872 4577
নিজে শিখুন, বাচ্চাদেরকে কোরআন ও বাংলা শিক্ষা দিন
+1 347 872 4577. USA

House for Sale in Buffalo

A Multi Family House with 4 Bedrooms, 2 Bathrooms, 1946 Sq.ft. House, Located at 745 S. Ogden Street, Buffalo for Sale.

Access to Shopping and close to Masjid as well.

Please Call:
716-533-3586

চাকরির বিজ্ঞাপন

পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ
প্রতিষ্ঠান: অফিস ইভোলিউশন ব্রুকলিন
অবস্থান: ২৭৫ পার্ক এভিনিউ, ব্রুকলিন, NY 11205

দায়িত্বসমূহ:
- ফ্রন্ট ডেস্কে বসে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো (সোমবার থেকে শুক্রবার)
- কল গ্রহণ ও বার্তা আদান-প্রদান করা
- অফিস মেইল এবং ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- গ্রাহকদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান
- অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান

যোগ্যতা:
- ফ্রন্ট ডেস্ক বা কাস্টমার সার্ভিসে পূর্ব অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে
- ইংরেজি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলার ক্ষমতা
- কম্পিউটার এবং অফিস সফটওয়্যার ব্যবহারে দক্ষতা
- পেশাদার আচরণ এবং যোগাযোগে দক্ষতা

যোগাযোগ:
আল্ মামুন
917-715-0047

CLASSIFIED

CALL: 718-639-1177
email: weeklybangalee@gmail.com
web: weeklybangalee.com

এখানে আপনার
প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
718-639-1177

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS
CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Member of AICPA
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA In Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
ENROLLED AGENT
Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm
Tax Preparation fee pay by Credit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SINCE 1991
নিউইয়র্ক
কাজী অফিস
উত্তর আমেরিকা প্রবাসের প্রথম বাংলাদেশী পেশাদার
মুসলিম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার অফিস
নিকাহ/'আকদ
রেজিষ্ট্রেশান সহ বা শুধু নিকাহ
(আমরা সাক্ষী ও ওয়ালীর ব্যবস্থা করে থাকি)
সার্টিফিকেট/কাবিননামা
ইন্টারফেইথ ম্যারেজ
Please Call
Imam Qazi Qayyoom

718-864-4803
qaziqayyoom@gmail.com
www.nyqazioffice.com
NEW YORK QAZI OFFICE
NYC Certified Official Clergy/Qazi
For Nikah Solemnization
(Registration or Just Nikah)
Interfaith Marriages
WITNESSES & WALI PROVIDED ON REQUEST
All Consultations Are Confidential
ISLAMIC DIVORCE-KHULA
2ND OR 3RD MARRIAGE, REMARRIAGE
(WE FILE ISLAMIC DIVORCE & KHULA)
MATRIMONIALS
CONSULTATION ON MUTA
(BOTH ARE WELCOME)
DON'T GET CONFUSED, DON'T BE MISLED
WITH SIMILAR ADS OR STRANGE RECOMMENDATIONS
CALL DIRECTLY FOR AN APPOINTMENT
ব্যক্তিগত পরামর্শ
(তালাক/ডিভোর্স/খুলা/২য় বা ৩য় বিয়ে)
SERVICES AVAILABLE
IN ALL NYC BOROS, LI, TRI-STATES, ALL STATES
OVER TELE, FACETIME, SKYPE
I DRIVE & FLY
TO YOUR HOME, VENUE & PARTY HALL
OR YOU CAN COME TO MY OFFICE
আমাদের অফিস
জ্যাকসনহাইটসেই অবস্থিত
OFFICE
37-42 72ND STREET
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
(OPEN 7 DAYS / BY APPOINTMENT)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
21 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

SALE! SALE!! বিশেষ মূল্যহ্রাস SALE! SALE!!

Biman BANGLADESH AIRLINES
GULF AIR
ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS

এয়ারলাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
ভ্রমণ জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
Umrah Hajj-এর টিকেট ও Vissa'র জন্য যোগাযোগ করুন

UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suite# 1C, Jackson Heights, NY 11372.
Tel: 718-899-7799, 718-899-7796. Fax: 718-899-7795
e-mail: unitedtravels1@gmail.com
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

TOLL FREE NUMBER
1-866-481-7799

Biman & Gulf Air Ticket Stock Holder
বিশেষ মূল্যহ্রাস
আমেরিকা-কানাডা থেকে ঢাকা, কলকাতা, দিল্লী

We Accept All Major Credit Cards

We Sell: British/ Gulf/ Emirates/ Kuwait Airlines Tickets

After Office Please Contact: Abdul Latif Bhuiyan 718-733-3589, Cell: 646-750-8353

NYC VEINDOCS

111-29 Queens Blvd,
Forest Hills, NY 11373

পায়ের শিরা ফুলে যাওয়াকে অবহেলা করবেন না

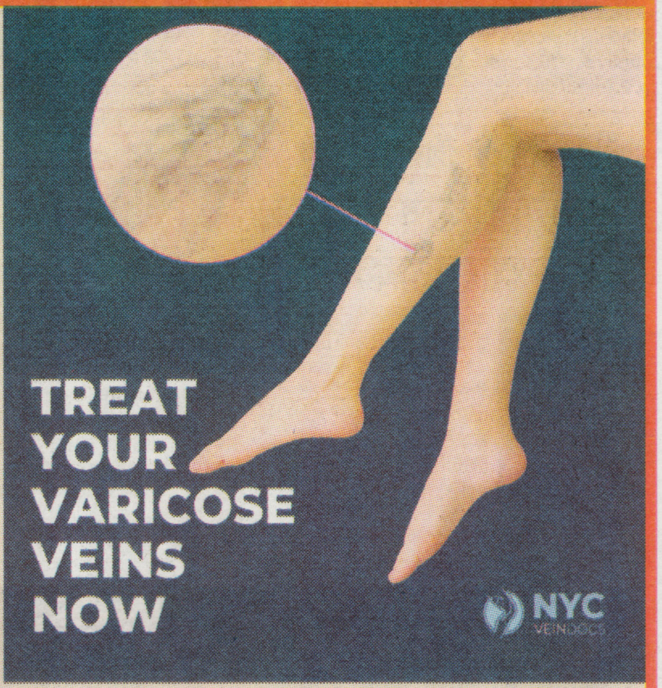

NYC Vein Specialists
আছেন আপনার পাশে। তারা পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া ও ব্যথা নিরাময়ে আপনাকে চিকিৎসা দেবেন।

যদি আপনি এইসব সমস্যায় পড়েন-

- স্কিন পরিবর্তন/রং পাল্টে গেছে
- পায়ে ব্যথা/ রগে টান ধরা
- বিশ্রামহীন পা
- পা ভারি হয়ে গেছে
- পায়ে চুলকানি/অবশ হওয়া
- পায়ের চামড়ায় র‌্যাশ
- আলসার, ক্ষত
- রগ ফুলে যাওয়া

তাহলে দেরি না করে ডাক্তারের সাথে কথা বলুন

ব্যথাহীন চিকিৎসা | অতি দ্রুত নিরাময় | মাত্র ১৫-৪৫ মিনিটেই চিকৎসা

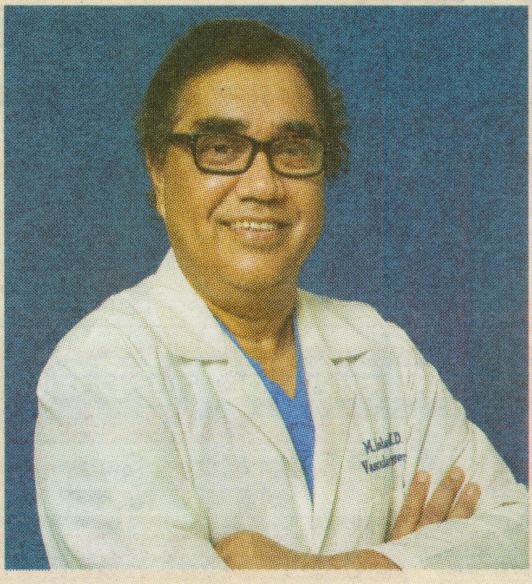

২৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোর্ড সার্টিফাইড সার্জন

Dr. Mohammed Nazrul Islam MD.

পরামর্শের জন্য যোগাযোগঃ

929-407-3631 (9am-5pm)

We Accept all Major Insurance

বায়োস্কোপের উদ্যোগে এনপিআর-এ রিভিউ'র জন্য 'রইদ' নির্বাচিত

নিউইয়র্কঃ মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত মুভি 'রইদ' এখন দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী আলো ছড়াচ্ছে। আমেরিকা ও কানাডায় ছবিটির পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মস। কোনো বাংলাদেশী শেষাংশ ১৫ পাতায়

২৯০ শিক্ষার্থীর স্নাতক ডিগ্রি লাভ

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন

মাহমুদ মেনন খানঃ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) ২০২৬ সালের গ্রাজুয়েশনে এক শিক্ষার্থীর ক্যাপে লেখা এই চারটি শব্দ যেন পুরো অনুষ্ঠানের আবেগকে ধারণ করেছিল। শিক্ষার্থীটির নাম জানা হয়নি, কিন্তু তার এই বার্তা মনে করিয়ে দেয়, একটি ডিগ্রি শুধু একজন শিক্ষার্থীর অর্জন নয়, এর পেছনে থাকে পরিবার, ত্যাগ, সংগ্রাম শেষাংশ ২০ পাতায়

ভুল সবই ভুল

ডা. সজল আশফাক

চোখের ছানিতে লবঙ্গ এলাচ নাকি সার্জারি?

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল- এলাচ, লবঙ্গ, কিসমিস ব্লেন্ড করলে ছানি সারে। সত্যিটা কী?

ছানি কী?

চোখের লেন্সের প্রোটিন বয়সের সাথে ভেঙে পড়ে, লেন্স ঘোলাটে হয়- এটাই ছানি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়, রঙ ফ্যাকাশে শেষাংশ ৩৫ পাতায়

এটর্নি মঈন চৌধুরীর উদ্যোগে

রোটারি ক্লাব অব বিডি আমেরিকান্স

বাঙালী প্রতিবেদনঃ ইউএস সুপ্রিম কোর্ট এবং ইউএস কোর্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের এটর্নি মঈন চৌধুরী গত মঙ্গলবার নতুন একটি রোটারি ক্লাবের সূচনা করলেন। এই ক্লাবের চাটার্ড প্রেসিডেন্ট এটর্নি চৌধুরী আর সেক্রেটারি বিশিষ্ট শেষাংশ ১৫ পাতায়

আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশী শিক্ষক-১৭৭

বাঙালী প্রতিবেদনঃ আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ও কলেজে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ শিক্ষকতার সাথে জড়িত। তাদের অনেকেই লেকচারার কিংবা এ্যাসিস্ট্যান্ট বা এসোসিয়েট প্রফেসর কিংবা ফুল প্রফেসর। কেউ কেউ প্রফেসর ইমেরিটাসও। আরো আছেন গবেষক। তাদের প্রায় সকলেরই রয়েছে গবেষণা গ্রন্থ কিংবা গবেষণা নিবন্ধ। বই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির নিজস্ব প্রকাশনা থেকে। তাদের নিবন্ধ প্রকাশিত হয় নিজ নিজ ইউনিভার্সিটিসহ আন্তর্জাতিক জার্নালে। সাপ্তাহিক বাঙালী এই সিরিজে কেবল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ও কলেজে যারা শিক্ষকতা ও গবেষণা করেন তাদের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরছেঃ শেষাংশ ৪২ পাতায়

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন

ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম

ড. মোহাম্মদ খান

নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

শেখ শফিকুর রহমানঃ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তারা তো বলে দেশে কোনো আওয়ামী লীগ নেই, তাহলে কিসের এতো ভয়। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনকে এতো ভয় পেয়েছে যে সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত শেষাংশ ৩৫ পাতায়

মেয়র মামদানির বৃহস্পতি তুঙ্গে

সিএনএন প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারির ফল ঘোষণার রাতে নিয়ন রঙের জমকালো পোশাক পরা চার ব্যক্তি রাস্তার পাশে উৎসবের আমেজ তৈরির চেষ্টা করছিলেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়া এড্রিয়ানো এসপাইলাটের সমাবেশ চলছিল। কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটদের প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসপাইলাট ওয়াশিংটনে যেতে ২০ বছর চেষ্টা করে গেছেন। কংগ্রেসে আরও ১০ বছর কাটিয়েছেন। তিনি শেষাংশ ১২ পাতায়

১ লক্ষ কবরের স্থান নিয়ে

বাংলাদেশ সেমিটারির যাত্রা শুরু

ইউএসএনিউজঃ নিউইয়র্কে বহির্বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম করবস্থান স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিটারি যাত্রা শুরু করেছে। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির প্রায় ১ লাখ কবর স্থানের এ প্রকল্পটির উদ্বোধন করা হয় গত ২০ জুন। অনুষ্ঠানে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীসহ বাংলাদেশী কম্যুনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বহির্বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ মুসলিম গোরস্থানের জন্য ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রায় ১২৬ একর জমি ক্রয় করা হয়। এ সেমিটারির কাজ শুরু করা হয় ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই। প্রায় এক বছর পর ২০২৬ সালের ২০ জুন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির উপদেষ্টা এসএম আমানতের লাশ দাফনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এসএম আমানত শেষাংশ ৩৬ পাতায়

হয়ে গেল ফাদার্স ডে-সহ

বুটিক মেলা ও আচার প্রতিযোগিতা

বাঙালী প্রতিবেদনঃ এনজে বুটিক এবং ইন্টারলিংক গত ২০ জুন শনিবার আয়োজন করেছিল আচার প্রতিযোগিতার। সেই সাথে ছিল বুটিক বন্ধুমেলা এবং ফাদার্স ডে উদযাপন। জ্যামাইকার কুইন্স এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টারের প্রোগ্রাম ভেন্যুতে বুটিক মেলা এবং অনুষ্ঠানমালা হয় অভ্যন্তরে। আর পাশের উন্মুক্ত ছাদ-বারান্দায় হয় আচার প্রতিযোগিতা। নয় জন প্রতিযোগী শেষাংশ ২৪ পাতায়

বড় স্ক্রিনে বিশ্বকাপ, ছোটদের রাইড নিয়ে

জ্যামাইকায় হয়ে গেল 'ভালো'র মেলা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ)ঃ সামাজিক সংগঠন ভালো'র পথমেলায় দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের মানুষের ঢল নেমেছিলো। ফলে জ্যামাইকা'র মেজর পার্ক হয়ে ওঠে উৎসব মুখর। বিশেষ করে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ব্যাপক উপস্থিতি এবারের পথমেলায় ভিন্ন মাত্র যোগ করে। শুক্রবার ১৯ জুন জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৭৫ স্ট্রীট কর্ণার সংলগ্ন মেজর পার্ক আর ১৭৩ স্ট্রীটের ওপর এই মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন রকমের শতাধিক স্টল শেষাংশ ৪০ পাতায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এর উদ্যোগে

শহীদ ড. জোহা স্কলারশিপ প্রদান

নিউইয়র্কঃ গত ২২ জুন সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ডীন কমপ্লেক্সে সম্পন্ন হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত, শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার এক মহৎ আয়োজন। শহীদ ড. শামসুজ্জোহার স্মৃতিধন্য 'শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম'-এর আওতায় এই বছর ৪০ জন মেধাবী শেষাংশ ২২ পাতায়

চবি এলামনাই'র নতুন কমিটি

সভাপতি অধ্যাপক মুহিত সম্পাদক মীর রাসেল

নিউইয়র্কঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনকের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত এবং মীর কাদের রাসেল সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৯ জুন সন্ধ্যায় শেষাংশ ২২ পাতায়

নিউজার্সির এগ হারবর সিটিতে

সুব্রত চৌধুরী পেলেন ডেভলিন এওয়ার্ড

নিউজার্সিঃ নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট নেতা সুব্রত চৌধুরীকে 'এডওয়ার্ড ডেভলিন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। গত ২৩ জুন, মঙ্গলবার বিকালে এগ হারবার সিটির টিম স্টারস লোকাল ৩৩১ হলে আটলান্টিক কাউন্টি শেষাংশ ১৫ পাতায়

ডেমোক্রেটিক স্টেট কমিটি মেম্বার পদে

কুইন্স থেকে ৩ বাংলাদেশী নির্বাচিত

বাঙালী প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্ক সিটি থেকে গত মঙ্গলবারের প্রাইমারি নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন বলে সাপ্তাহিক বাঙালী জানতে পেরেছে। এরা হলেন খোরশেদ খন্দকার, ইমরান রহমান শেষাংশ ২৮ পাতায়

নিউইয়র্কে এ বছরের সোহান স্কলারশিপ প্রদান

শেখ শফিকুর রহমানঃ নিউইয়র্কে আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ পেলেন কৃতি শিক্ষার্থী সামিরাত বারা। গত ২৩ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির শেষাংশ ২৩ পাতায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস

Law Office of Bruce Fischer P.C.
Consultation is FREE
বাঙালিদের জন্য ২৪ ঘন্টার হটলাইন
917-597-6349

H. Bruce Fischer
Attorney at Law
646-752-6097

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL COM
Mega Homes Realty
32-11 35 Ave, Astoria, NY 11106
Commercial and Residential Real Estate Firm

এস্টোরিয়া লাইভ চিকেন মিট মার্কেট

Mr. Gamal
Special Sale
হালাল
১০টি মিডিয়াম চিকেন কিনলে ৩টি হার্ড চিকেন ফ্রি
FREE Delivery
31-37 20th Avenue, Astoria, NY 11105
718-777-7249 718-777-9723 718-278-8915